ফলে পাথরটি একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এবারও বিদ্যুৎ চমকে উঠল এবং মদীনার সকল বস্তুকে আলোকিত করে দিল। তিনি আবার তকবীর বললেন। আমরা আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার প্রতিটি আঘাতে বিদ্যুতের মত চমক সৃষ্টি হল এবং আপনি তকবীর বললেন। এর কারণ কি?

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ প্রথম আঘাতে আমার দৃষ্টিতে হীরার রাজপ্রাসাদ এবং পারস্য রাজের শহর উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠে। জিবরাঈল এসে আমাকে বললেন যে, আমার উম্মত এগুলো করতলগত করবে। দ্বিতীয় আঘাতে আমার সামনে রোমের লাল প্রাসাদগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠে। জিবরাঈল বললেন, আমার উম্মত এগুলোও দখল করবে। তৃতীয় আঘাতে আমার সামনে সানআর প্রাসাদগুলো দৃশ্যমান হয়ে যায়। জিবরাঈল বললেন ঃ আপনার উম্মত এগুলোও জয় করবে। তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর।

এ কথা শুনে মুনাফিকরা বলল ঃ মোহাম্মদ (সাঃ) তো মদীনায় বসে হীরা ও মাদায়েন প্রত্যক্ষ করা এবং এগুলো জয় করার স্বপ্ন দেখছেন; অথচ তোমরা কোরায়শদের ভয়ে পরিখা খনন করছ। সামনাসামনি যুদ্ধ করার শক্তি তোমাদের নেই। এ ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

ঃ স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা বলছিল ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে যত ওয়াদা দিয়েছেন, সবই প্রতারণাপূর্ণ। (সূরা আহযাব)

আবূ নয়ীম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, খন্দক যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের হাতের কোদাল দিয়ে একটি আঘাত করেন। এতে একটি বিদ্যুৎ চমকে উঠে এবং ইয়ামনের দিক থেকে আলো প্রকাশ পায়। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় আঘাত করেন। এতে পারস্যের দিক থেকে একটি আলো আত্মপ্রকাশ করে। অতঃপর তিনি তৃতীয় আঘাত করেন। এতে রোমের দিক থেকে আলো ফুটে উঠে। এ দৃশ্য দেখে হযরত সালমান (রাঃ) বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি দেখেছ? তিনি আরজ করলেনঃ হাঁ। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ আমার সামনে মাদায়েন আলোকময় হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা এখানে আমাকে ইয়ামন, রোম ও পারস্য বিজিত হওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন।

আবূ নয়ীম হযরত সহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে পরিখার যুদ্ধে ছিলাম। পরিখা খনন করা হচ্ছিল, এমন সময় একটি পাথর বের হল। হুযূর (সাঃ) মুচকি হাসলেন। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি হাসলেন কেন? তিনি বললেন ঃ সেই লোকদের কারণে, যাদেরকে প্রাচ্য থেকে বন্দী করে আনা হবে। তাদেরকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যেতে চাওয়া হবে, কিন্তু তারা সেটা পছন্দ করবে না।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাঃ)-এর ভগিনী বলেন ঃ আমার মা আমার কাপড়ের আঁচলে কিছু খেজুর দিয়ে আমাকে আমার পিতা ও মামার কাছে পাঠালেন। তারা পরিখা খননে রত ছিলেন। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ দিয়ে গেলে তিনি আমাকে ডাক দিলেন। আমি তাঁর কাছে এলে তিনি খেজুরগুলো আমার হাত থেকে নিয়ে নিলেন। এতে তাঁর হাত ভরল না। তিনি মাটিতে একটি কাপড় বিছিয়ে খেজুরগুলো তাতে ছড়িয়ে দিলেন। কাপড়ের চতুর্দিকেই খেজুর পতিত হল। অতঃপর তিনি পরিখার সকলকে একত্র হতে বললেন ঃ তারা সমবেত হয়ে খেজুর খেল। তখনও কাপড়ের কোণায় কোণায় খেজুর পতিত হচ্ছিল।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ মুগীরা বংশের এক ব্যক্তি বলল ঃ আমি মোহাম্মদকে হত্যা করব। এরূপ সংকল্প ব্যক্ত করে সে ঘোড়ার পিঠে বসে পরিখায় লাফিয়ে পড়ল। ফলে তার ঘাড় ভেঙ্গে গেল। তার পরিবারের লোকেরা বললঃ মোহাম্মদ! একে আমাদের হাতে অর্পণ করুন। আমরা তাকে দাফন করব। এর মুক্তিপণ শোধ করে দিব। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ বাদ দাও একে। সে পাপিষ্ঠ এবং তার মুক্তিপণও হবে ঘৃণ্য।

বায়হাকী হযরত কাতাদা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার আয়াতে বলেন, তোমরা কি মনে কর, তোমাদের পূর্ববর্তীরা যে সকল কঠিন পরিস্থিতি অতিক্রম করেছে, সেগুলো অতিক্রম না করেই তোমরা জান্নাতে চলে যাবে? তারা এমন এমন সংকট ও দুঃসহ অবস্থার মোকাবিলা করেছে এবং এমন এমন ঝাঁকানি খেয়েছে। সেমতে মুসলমানরা যখন দলে দলে কাফের বাহিনীকে আসতে দেখল, তখন বলল ঃ এটাই সেই পরিস্থিতি, যার মোকাবিলা করার ওয়াদা আল্লাহ ও তাঁর রসূল দিয়েছেন।

বোখারী ও মুসলিম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন- ভোরের বায়ু দ্বারা আমাদেরকে মদদ যোগানো হয়েছে, আর বৈকালিক ঝঞ্ঝা দ্বারা আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا (অতঃপর আমি প্রেরণ করলাম তাদের উপর বায়ু) এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বায়হাকী মুজাহিদ থেকে রেওয়ায়েত করেন, এর অর্থ ভোরের বায়ু, যা খন্দক যুদ্ধে কাফের দলসমূহের উপর প্রেরণ করা হয়েছিল। এই বায়ু এত প্রচণ্ড ছিল যে, কাফেরদের হাঁড়ি পাতিল সব উপুড় করে দেয় এবং ওদের তাবু উপড়ে ফেলে। ফলে তাদেরকে সে স্থান পরিত্যাগ করতে হয়। جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا (এমন সৈন্যদল প্রেরণ করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখতে না।) এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ এই অদৃষ্টিগ্রাহ্য বাহিনী ছিল ফেরেশতাদের; কিন্তু সেদিন তারা যুদ্ধ করেনি।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেনঃ খন্দক যুদ্ধের রাতে ভীষণ ঝঞ্ঝা এবং প্রবল শীত ছিল। আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে কাফের বাহিনীর খবর নেয়ার জন্যে বাইরে যাবে ? যে এ কাজ করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার সঙ্গে থাকবে। আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর এ কথায় সাড়া দিল না। তিনি দ্বিতীয় বার এবং তৃতীয় বারও এ কথা বললেন ঃ এরপর তিনি বললেন ঃ হুযায়ফা, তুমি যেয়ে লোকদের খবর নিয়ে এস। সেমতে আমি গেলাম এবং এমন পরিবেশে গেলাম যেন গরম হাম্মামের ভিতর দিয়ে পথ চলছি। এমনি অবস্থায় ফিরে এলাম। যখন আমার কাজ সমাপ্ত হয়ে গেল তখন পুনরায় শৈত্য অনুভব করলাম।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আছে , হযরত হুযায়ফা (রাঃ) আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার বলার পর প্রচণ্ড শীতের কারণে আমি যেতে উদ্যত হইনি, কিন্তু আপনার প্রতি লজ্জার কারণে .....। তিনি বললেন ঃ তুমি যাও, গরম শৈত্য কোন কিছুই তোমাকে কষ্ট দিবে না যে পর্যন্ত আমার কাছে ফিরে না আস।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ আমি যেতে উদ্যত হলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন, ঃ কাফের বাহিনীর মধ্যে কোন নতুন খবর আত্মপ্রকাশ করবে। তুমি সে সংবাদ নিয়ে এস। হুযায়ফা বলেনঃ আমার ভয় ও শৈত্য অন্যের তুলনায় বেশী অনুভূত হত। তবুও আমি চললাম। হুযূর দোয়া করলেন ঃ পরওয়ারদেগার! সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান, বাম, উপর, নিচ- চতুর্দিক থেকে তার হেফাযত কর। এই দোয়ার ফলে আল্লাহ তায়ালা আমার মন থেকে ভয় ও শৈত্য মুছে ফেললেন। আমি এর কিছুই অনুভব করলাম না। আমি কাফের লশকরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আমি তাদেরকে পরস্পর বলাবলি করতে শুনলাম– এখান থেকে চল, এখান থেকে চল। এখানে তোমাদের অবস্থানের ঠিকানা নেই। দেখলাম ঘূর্ণীবায়ুর ধ্বংসকারীতা তাদের লশকরের মধ্যেই সীমিত ছিল, সেখান থেকে এক গজও বাইরে ছিল না। আমি তাদের উটের গদি এবং ফরশের মধ্যে পাথরের আওয়াজ শুনছিলাম। বায়ু

পাথর উড়িয়ে নিয়ে তাদেরকে আঘাত করছিল। এরপর আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম। অর্ধেক পথে পৌঁছার পর পাগড়ী পরিহিত বিশ জন অশ্বারোহীর দেখা পেলাম। তারা আমাকে বললেনঃ তোমার নবীকে যেয়ে বল, শত্রুপক্ষকে আল্লাহ তায়ালা পর্যুদস্ত করেছেন। আমি তৎক্ষণাৎঃ ফিরে এলাম। ফিরে আসার সাথে সাথে প্রবল শীত আমাকে জড়িয়ে ধরল এবং আমি কাঁপতে লাগলাম। এ স্থলে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا الاية (٩-٣٢)

মুমিনগণ, আল্লাহর! সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের উপর বিপুল সৈন্য ধেয়ে এল, অতঃপর আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন এক সেনাদল, যাদেরকে তোমরা চোখে দেখতে না।

বায়হাকীর এক রেওয়ায়েতে হযরত হুযায়ফার (রাঃ) বর্ণনায় আরও সংযোজিত হয়েছে , কাফেররা ভীষণ ঝঞ্ঝা বায়ুর দাপটে পড়ে সেখান থেকে সরে যেতে বাধ্য হলো। তাদের সাজসরঞ্জামেরও ভীষণ ক্ষতি হল।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) আরও বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি যাবে কি না? আমি বললাম ঃ আল্লাহর কসম, কাফেররা আমাকে হত্যা করবে, এ ভয় আমার নেই। তবে তাদের হাতে বন্দী হওয়ার আশংকা আছে। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ তুমি কখনও বন্দী হবে না।

বোখারী ও মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবীআওফা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাফের বাহিনীর জন্যে এই বলে বদদোয়া করলেনঃ পরওয়ারদেগার! তুমিই কিতাব অবতরণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, কাফের বাহিনীকে পরাস্ত কর এবং তাদেরকে কম্পমান করে দাও।

ইবনে সা'দ ইবনে জুবায়র (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন , খন্দক যুদ্ধের দিন জিবরাঈল ঝঞ্ঝা বায়ু নিয়ে আগমন করলেন। নবী করীম (সাঃ) জিবরাইল কে দেখে তিনবার বললেন ঃ সুসংবাদ, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের উপর ঝঞ্ঝা বায়ু চাপিয়ে দিয়েছেন। এই বায়ু তাদের তাঁবুসমূহকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, তাদের হাঁড়িপাতিল উল্টে দিয়েছে, উটের গদি ভূলুণ্ঠিত করেছে এবং তাঁবুর পেরেক ভেঙ্গে দিয়েছে। ফলে তারা কেউ কারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করেছে। আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করলেন ঃ স্মরণ কর যখন তোমাদের দিকে বিপুল সংখ্যক সৈন্য ধেয়ে এল, অতঃপর আমি তাদের উপর ঝঞ্ঝা বায়ু নাযিল করলাম এবং এমন বাহিনী প্রেরণ করলাম, যাদেরকে তোমরা চোখে দেখতে না।

ইবনে সা'দ হযরত ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলে আকরাম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম খন্দক যুদ্ধে পনের দিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ থেকে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হন। এক পর্যায়ে হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেন যে, পরওয়ারদেগার, আমি তোমাকে তোমার অঙ্গীকার-ওয়াদার কসম দিচ্ছি, কাফেররা যে পরিকল্পনা নিয়ে সমবেত হয়েছে, যদি তাই বাস্তবায়িত হয়, তবে তোমার এবাদত করার মত কেউ থাকবে না। ইবনে সা'দ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলে করীম (সাঃ) মসজিদে আহযাবে সোম, মঙ্গল ও বুধবারে দোয়া করলেন, বুধবারে যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া কবুল হল। আমরা তাঁর পবিত্র মুখমন্ডলে সুসংবাদের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করলাম। হযরত জাবের বর্ণনা করেন, আমি কোন দুঃখজনক বিষয়ের সম্মুখীন হইনি; কিন্তু আমি সময় তালাশ করে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করলাম। দোয়া কবুল হওয়া কি, তা আমি জানি।

ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর তরিকায় রেওয়ায়েত করেন, কাফের সরদার আমর ইবনে আবদে বুদ খন্দকের দিন ঘোষণা করতে লাগলঃ আমার সাথে মোকাবিলা করতে কেউ আসবে কি? হযরত আলী (রাঃ) গর্জে উঠে বললেনঃ আমি যাচ্ছি তার মোকাবিলায়। নবী করীম (সাঃ) হযরত আলীকে নিজে তরবারি দান করলেন। অতঃপর তাঁর মাথায় পাগড়ী বেঁধে বললেনঃ পরওয়ারদেগার! তাকে সাহায্য দ্বারা ভূষিত কর। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) অগ্রসর হলেন। দুজনই পরস্পরে কাছাকাছি এল এবং উভয়ের মধ্যে ধুলা উত্থিত হল। হযরত আলী (রাঃ) তরবারির এক আঘাতে প্রতিপক্ষকে হত্যা করলেন। তার সঙ্গীরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে গেল।

ইমাম তাহাভী রেওয়ায়েত করেন, একদিন নবী করীম (সাঃ) খন্দক যুদ্ধের সময় ব্যস্ততার কারণে যথাসময়ে আছরের নামায আদায় করতে ব্যর্থ হন। ফলে সূর্য ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। আল্লাহ তায়ালা সূর্যকে থামিয়ে দিলেন এবং আছরের মাত্রায় ফিরিয়ে দিলেন। হুযূর (সাঃ) আছরের নামায পড়ে নিলেন। ইমাম নববী মুসলিমের টীকায় বলেন ঃ এই বর্ণনাটির বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

বনী-কুরায়যার যুদ্ধ

বোখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) খন্দক যুদ্ধ থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন, অস্ত্র খুলে ফেললেন এবং গোসল করলেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে এসে বললেন ঃ আপনি অস্ত্র খুলে ফেলেছেন। আমরা অস্ত্র খুলিনি। চলুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ কোথায়? জিবরাঈল ইহুদী বনী-কুরায়যার দিকে ইশারা করে বললেন ঃ ওদিকে চলুন। সেমতে তিনি সেদিকে রওয়ানা হলেন।

বোখারী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেনঃ আমি সেই ধুলাবালি প্রত্যক্ষ করছিলাম, যা জিবরাঈলের ঘোড়ার পদাঘাতে বনী গনমের সড়কে উত্থিত হচ্ছিল। তখন নবী করীম (সাঃ) বনী কুরায়যার দিকে গমন করছিলেন।

বায়হাকী ও হাকেম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) আমার কাছে এলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে আমাদেরকে সালাম করল। নবী করীম (সাঃ) হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি তাঁর পিছনে যেয়ে দাঁড়ালাম। আমি দেহইয়া কলবীকে দেখতে পেলাম। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ ইনি জিবরাঈল (আঃ)। আমাকে বনী-কুরায়যার দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছেনঃ আপনি অস্ত্র খুলে ফেলেছেন; কিন্তু আমরা এখনও খুলিনি। আমরা মুশরিকদের খোঁজে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত গেছি। এ ঘটনা তখনকার, যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) খন্দক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) রওয়ানা হলেন। তাঁর এবং বনী কুরায়যার মাঝখানে বসার জায়গাগুলো পর্যন্ত তিনি গেলেন এবং লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের কাছ দিয়ে কি কেউ গমন করেছে? তারা বললঃ আমাদের কাছ দিয়ে দেহইয়া কলবী সাদা খচ্চরে বসে গমন করেছেন। খচ্চরটির গদিতে রেশমী গদি ছিল। নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ তিনি দেহইয়া কলবী নন; তিনি জিবরাঈল (আঃ)। তাঁকে বনী- কুরায়যার দিকে পাঠানো হয়েছে, যাতে তাদের স্থানসমূহ কম্পমান করে দেন এবং তাদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে দেন।

ইবনে সা'দ হুমায়দ ইবনে হেলাল (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, নবী করীম (সাঃ) ও ইহুদী বনী কুরায়যার মধ্যে চুক্তি ছিল। খন্দক যুদ্ধের জন্যে কাফেরদের বাহিনী আগমন করলে বনী-কুরায়যা চুক্তি ভঙ্গ করে এবং নবী করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করে। আল্লাহ তায়ালা খন্দকে ঝঞ্ঝা বায়ু ও ফেরেশতাদের দল প্রেরণ করেন। ফলে মুশরিকরা পলায়ন করে এবং বনী-কুরায়যা নিজেদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবীগণ যুদ্ধের হাতিয়ার খুলে ফেলেছিলেন। জিবরাঈল এসে বললেন ঃ আমি তো এখন পর্যন্ত হাতিয়ার খুলিনি। আপনি বনী কুরায়যার দিকে যান। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ আমার সৈন্যরা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। তাদেরকে কয়েকদিন সময় দিলে ভাল হত। জিবরাঈল বললেনঃ আপনি চলুন। আমি নিজের এই ঘোড়া তাদের দুর্গে দাখিল করে তাদেরকে প্রকম্পিত করে দিব। সে মতে জিবরাঈল ও তাঁর সঙ্গীয় ফেরেশতাগণ ফিরে চললেন। বনী-গনমের গলিসমূহে ধূলিকণা উড়তে দেখা গেল। খন্দকে হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায (রাঃ)-এর ধমনীতে তীর লেগেছিল। ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত বন্ধ হয়ে পুনরায় শুরু হয়েছিল। তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করলেন, বনী-কুরায়যার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে সান্ত্বনা লাভ না করা পর্যন্ত

যেন তাঁর মৃত্যু না হয়। মোট কথা, বনী-কুরায়যা তাদের দুর্গের মধ্যে অশেষ কষ্ট ভোগ করল। অবশেষে সা'দ ইবনে মুয়ায (রাঃ)-এর ফয়সালার শর্তে তারা দুর্গ থেকে অবতরণ করল। হযরত সা'দ ফয়সালা দিলেন , তাদের মধ্যে যারা যোদ্ধা, তাদেরকে হত্যা করা হোক এবং তাদের সন্তান সন্ততিকে বন্দী করা হোক।

বায়হাকী, ইবনে সাকান ও আবূ নয়ীম ইবনে ইসহাকের তরিকায় হযরত আসেম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদাহ্ বনী-কুরায়যার এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি থেকে রেওয়ায়েত করেন, ইবনুল বায়ান নামক এক ইহুদী সিরিয়া থেকে আমাদের কাছে আসে। তার চেয়ে ভাল মানুষ আমরা দেখিনি। বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকলে আমরা তাকে দোয়ার জন্যে বলতাম। সে বলত, দোয়ার জন্যে বের হওয়ার পূর্বে সদকা-খয়রাত কর। আমরা তাই করতাম। সে আমাদেরকে হাররার ময়দান পর্যন্ত নিয়ে যেত। আমরা সেখান থেকে ফিরে আসার পূর্বেই সকল উপত্যকা ও নালা পানিতে ভরে যেত। এরূপ এক দু'বার হয়নি, কয়েকবার হয়েছে। মৃত্যুর সময় এলে সে বলল ঃ হে ইহুদী সম্প্রদায়! মৃত্যু সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? মৃত্যু আমাকে আবাদ ভূমি থেকে ক্ষুধা ও অভাব-অনটনের জায়গায় বের করে দিয়েছে। আমরা বললাম ঃ এ বিষয়টি আপনিই উত্তমরূপে জানেন। কেননা, আপনি আমাদের চেয়ে বেশী জ্ঞানী। সে বললঃ শুন, আমি আশা করছি একজন নবী আবির্ভূত হবেন, এ শহরটি হবে তাঁর হিজরত ভূমি। এই নবী রক্তপাত ঘটানোর জন্যে এবং সন্তানদেরকে বন্দী করার জন্যে প্রেরিত হবেন এ বিষয়টি তাঁর আনুগত্য করতে তোমাদের জন্যে যেন বাধা না হয়। তোমরা যুদ্ধ করার ইচ্ছায় এই নবীর দিকে কখনও অগ্রাভিযান করবে না। এ কথা বলে ইবনুল-বায়ান প্রাণত্যাগ করল। বনী-কুরায়যাকে জয় করার রাতে এ ঘটনাটি সালাবা ইবনো সায়ীদ, ওসায়দ ইবনে সায়ীদ এবং আসাদ ইবনে ওবায়েদের ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়ে গেল।

ইবনে সা'দ ইয়াযীদ ইবনে রোমান ও আসেম ইবনে ওমর প্রমুখ থেকে রেওয়ায়েত করেন , নবী করীম (সাঃ) যখন বনী কুরায়যার দুর্গে প্রবেশ করলেন, তখন কা'ব ইবনে আসাদ বলল ঃ হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা এই ব্যক্তির অনুসরণ কর। খোদার কসম, ইনি নবী। ইনি যে প্রেরিত নবী, এ কথা তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। ইনি সেই নবী, যাঁর কথা তোমরা তোমাদের কিতাবে পাও। ইহুদীরা বলল ঃ নিঃসন্দেহে ইনি সেই নবী। কিন্তু আমরা তওরাতের নির্দেশ ত্যাগ করব না।

ইবনে সা'দ ছালাবা ইবনে মালেক থেকে রেওয়ায়েত করেন, সালাবা ইবনে সায়ীদ ও আসাদ ইবনে ওবায়দ বললেন ঃ হে বনী-কুরায়যা! তোমরা ভালরূপেই জান যে, ইনি আল্লাহর রসূল। তাঁর গুণাবলী ও প্রশংসা আমাদের কিতাবে বিদ্যমান আছে। আমাদের আলেম এবং বনী নুযায়রের আলেমগণ আমাদেরকে এ বিষয়ে

অবহিত করেছেন। এই হুয়াই ইবনে আখতাব উপস্থিত রয়েছেন, যিনি ইহুদী আলেমগণের প্রথম কাতারের একজন। অন্য একজন ইহুদী আলেম ইবনুল বয়ান শ্রেষ্ঠতম সত্যভাষী আলেম। তিনি মৃত্যুর সময় নবী করীম (সাঃ)-এর গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। বনী-কুরায়যা জবাবে বলল ঃ আমরা তওরাত পরিত্যাগ করব না। বনী-কুরায়যাকে ইসলাম গ্রহণে সম্মত হতে না দেখে তারা সে রাতেই দুর্গ থেকে বের হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরদিন সকালে বনী কুরায়যা আত্মসমর্পণ করে দুর্গ থেকে নিচে নেমে এল।

বোখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, খন্দক যুদ্ধে হযরত সা'দ ইবনে মুয়াযকে লক্ষ্য করে হাইয়ান ইবনে আরাফাহ একটি তীর নিক্ষেপ করে, যা তার ধমনীতে বিদ্ধ হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সা'দের জন্যে মসজিদে একটি তাঁবু স্থাপন করে দেন। তিনি সেখানেই নিকট থেকে তাঁর কুশলাদি জেনে নিতেন। দীর্ঘ অবরোধের পর যখন বনী-কুরায়যা আত্মসমর্পণ করে দুর্গ থেকে অবতরণ করে, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের সম্পর্কে ফয়ছালার ভার হযরত সা'দ ইবনে মুয়াযকে অর্পণ করেন। হযরত সা'দ বললেনঃ আমার ফয়সালা, বনী কুরায়যার মধ্যে যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম, তাদেরকে হত্যা করা হোক, তাদের শিশু ও মহিলাদেরকে বন্দী করা হোক এবং তাদের ধন সম্পদ জব্দ করা হোক। অতঃপর হযরত সা'দ দোয়া করলেনঃ পরওয়ারদেগার! তুমি জান, তোমার রসূলের শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদ অপেক্ষা কোন কিছু ই আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়।

পরওয়ারদেগার! আমি মনে করি, তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে লড়াই খতম করে দিয়েছ। এখন আমাদের ও কোরায়শদের মধ্যে যদি লড়াই বাকী থেকে থাকে, তবে তার জন্যে আমাকে জীবিত রাখ। আমি তোমার পথে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করব। অন্যথায় আমার এই জখম তাজা করে দাও এবং এ জখমেই আমাকে মৃত্যু দান কর। শেষ পর্যন্ত তিনি সেই জখমের কারণেই ইন্তেকাল করেন।

বায়হাকী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, নবী করীম (সাঃ) হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায (রাঃ) সম্পর্কে বললেন ঃ তাঁর জন্যে আল্লাহর আরশ নড়ে গেছে এবং তাঁর জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা অংশ গ্রহণ করেছে।

বায়হাকী ইবনে ইসহাকের বরাতে হযরত মুয়ায ইবনে রেফাআ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন ঃ আমার সম্প্রদায়ের এক প্রিয়জন আমাকে অবগত করেছেন, জিবরাঈল রেশমী পাগড়ী পরিহিত হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অর্ধ রাতে আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ কার ইন্তেকাল হয়েছে, যার জন্যে

আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং আরশ গতিশীল হয়েছে? এ কথা শুনে হুযূর (সাঃ) দ্রুত গতিতে সা'দ ইবনে মুয়াযের কাছে এসে দেখলেন, তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

বায়হাকী হযরত হাসান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন , হযরত সা'দ (রাঃ)-এর রূহ যখন ঊর্ধ্ব জগতে নীত হতে থাকে, তখন আনন্দে আল্লাহর আরশ গতিশীল হয়ে যায়।

আবূ নয়ীম হযরত আশআস ইবনে ইসহাক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত সা'দ (রাঃ) ভারী ও দীর্ঘদেহী ব্যক্তি ছিলেন। যখন তাঁর জানাযা বহন করা হল, তখন জনৈক মুনাফিক বলতে লাগল ঃ আজকের মত এত হাল্কা পাতলা জানাযা আমরা বহন করিনি। নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ সাদ ইবনে মুয়াযের জানাযায় এমন সত্তর হাজার ফেরেশতা অংশগ্রহণ করেছিল, যারা কখনও পৃথিবীতে পা রাখেনি। অন্য এক রেওয়ায়েতে তিনি বলেন ঃ তার জানাযা হাল্কা হবে না কেন, এমন ফেরেশতারাও তোমাদের সাথে জানাযা বহন করেছিল, যারা ইতিপূর্বে কখনও নিচে অবতরণ করেনি।

ইবনে সা'দ হযরত মোহাম্মদ ইবনে শোরাহবিল (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, এক ব্যক্তি সেদিন হযরত সা'দের কবর থেকে এক মুষ্টি মাটি সঙ্গে নিয়ে যায়। এরপর অন্য সময় সে এ মাটি মেশকের অনুরূপ পায়। নবী করীম (সাঃ) এ জন্যে 'সোবহানাল্লাহ! সোবহানাল্লাহ'!! বললেন ঃ এরপর তিনি আলহামদু লিল্লাহ বলে এরশাদ করলেন ঃ যদি কবরের পাকড়াও থেকে কেউ মুক্তি পেত, তবে সা'দই পেত। তাকে কবর একবার মাত্র চাপ দিয়েছে। এরপর আল্লাহ তায়ালা তা দূর করে দিয়েছেন।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে সায়ীদ ইবনে খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ আমিও হযরত সা'দ ইবনে মুয়াযের কবর খননকারীদের মধ্যে শরীক ছিলাম। আমরা যখন মাটি খনন করছিলাম, তখন মাটি থেকে মেশকের সুঘ্রাণ ভেসে আসছিল।

আবু রাফে'র হত্যা

বোখারী হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, আবদুল্লাহ ইবনে আতীক যখন দুরাচারী আবু রাফেকে হত্যা করে তার গৃহের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছিলেন, তখন মাটিতে পড়ে যান। ফলে তাঁর গোছার হাড্ডি ভেঙ্গে যায়। তিনি বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) -কে এ কথা বললাম। তিনি বললেন ঃ পা ছড়াও। আমি পা ছড়িয়ে দিলাম। তিনি নিজের পবিত্র হাত আমার পায়ের উপর বুলালেন। আমার মনে হল যেন কোন ব্যথাই লাগেনি।

সুফিয়ান ইবনে নবীহ হুযালীর হত্যা

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম আবদুল্লাহ ইবনে আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) আমাকে ডাকলেন এবং বললেন ঃ আমি সংবাদ পেয়েছি, সুফিয়ান ইবনে নবীহ আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্যে সেনাদল একত্র করছে। এক্ষণে সে নখলায় কিংবা আরনায় অবস্থান করছে। তুমি যেয়ে তাকে হত্যা কর। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! কোন চিহ্ন বলুন, যাতে তাকে চিনতে পারি। তিনি বললেন ঃ চিহ্ন , সে তোমাকে দেখে কাঁপতে থাকবে।

সেমতে আমি গেলাম। যখন তাকে দেখলাম, তখন তার সে অবস্থাই ছিল! যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) বর্ণনা করেছিলেন। সে অবিরাম কাঁপতে ছিল। আমি তার সঙ্গে কিছুদূর গেলাম। যখন সুযোগ পেয়ে গেলাম, তখন তরবারি দিয়ে হামলা করলাম এবং তার দফা রফা করে দিলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ফিরে এলে তিনি বললেনঃ افلح الوجه অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে সফলকাম করুন। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি তাকে হত্যা করেছি। তিনি বললেনঃ তুমি সত্য বলেছ। অতঃপর তিনি আমাকে একটি লাঠি দান করলেন এবং বললেনঃ এটি রাখ। আমি আরয করলামঃ এটি আমাকে কেন দিলেন? তিনি এরশাদ করলেনঃ কেয়ামতের দিন এ লাঠি তোমার ও আমার মধ্যে একটি নিদর্শন হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আনাস (রাঃ) লাঠিটি তাঁর তলোয়ারের সাথে সযত্নে রেখে দেন। ইন্তেকালের পর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী লাঠিটি তার কাফনের সাথে রেখে দেওয়া হয়।

বনী মুস্তালিক যুদ্ধ

বায়হাকী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে ওয়াকেদী বলেন ঃ আমার কাছে সায়ীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবিল আবইয়ান তার পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদী (যিনি হযরত জুয়াইরিয়া [রাঃ]-এর বাঁদী ছিলেন) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত জুয়াইরিয়া (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, আমাদের মোকাবিলা করার জন্যে রসূলে করীম (সাঃ) আগমন করলেন। আমরা মুরাইসীতে ছিলাম। আমার পিতা বলছিলেন, বিপক্ষের কাছে এত সৈন্য সামন্ত আছে, যার মোকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। হযরত জুয়াইরিয়া বলেন ঃ আমি এত লোকজন, ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র দেখছিলাম, যাদের সংখ্যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। নবী করীম (সাঃ) আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নিলেন। আমরা যখন মদীনায় ফিরে এলাম, তখন মুসলমানদের সেই সংখ্যা দৃষ্টিগোচর হল না, যা আমি পূর্বে দেখেছিলাম। তখন আমি বুঝতে পারলাম, এটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ত্রাস সৃষ্টি করার কার্যক্রম ছিল। মুশরিকদের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে

মন্তব্য করছিলেন– আমরা এমন শ্বেতকায় ব্যক্তিবর্গকে বিচিত্র রঙের ঘোড়ায় সওয়ার দেখছিলাম, যাদেরকে ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি।

বায়হাকী হযরত জুয়াইরিয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আগমনের তিন রাত পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখলাম, চাঁদ মদীনা থেকে অগ্রসর হয়ে আমার কক্ষে প্রবেশ করেছে। এ স্বপ্ন আমি কারও কাছে প্রকাশ করিনি। অবশেষে হুযূর (সাঃ) আগমন করলেন। যখন আমাদেরকে বন্দী করা হল, তখন আমি আমার স্বপ্নের প্রত্যাশা করলাম। হুযূর (সাঃ) আমাকে মুক্ত করে বিয়ে করে নিলেন।

মুসলিম হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলাল্লাহ (সাঃ) সফর থেকে ফেরার পথে যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন, তখন প্রবল বাতাস চলতে থাকে। বাতাসের তোড়ে সওয়াররা ভূলুণ্ঠিত হওয়ার উপক্রম হয়। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এই প্রবল বাতাস মুনাফিকের মৃত্যুর কারণে প্রেরিত হয়েছে। আমরা মদীনা পৌঁছে দেখলাম এক মুনাফিক নেতা মরে গেছে।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে এ ঘটনায় বনী-মুস্তালিক যুদ্ধের উল্লেখ আছে। আরও আছে যে, দিনের শেষ ভাগে এই বাতাস থেমে যায়। লোকেরা নিজ নিজ উট একত্রিত করে নেয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর উট হারিয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম উটের তালাশে দৌড় দিলেন।

জনৈক মুনাফিক আনসারগণের মজলিসে মন্তব্য করলঃ আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে তাঁর উটের জায়গা বলে দেন না কেন? অথচ মোহাম্মদ তো উটের চেয়ে অনেক বড় বড় কথা আমাদের কাছে বর্ণনা করেন। এ কথা বলে মুনাফিক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথা শুনার জন্যে তাঁর কাছে চলে গেল, কিন্তু তার সেখানে পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা তার মন্তব্য রসূলাল্লাহ (সাঃ)-এর গোচরীভূত করে দিলেন। সেমতে তিনি মুনাফিককে শুনিয়ে বললেন ঃ জনৈক মুনাফিক উপহাস করে বলেছে, আল্লাহ তায়ালা তার রসূলকে হারানো উটের সন্ধান বলে দিবেন না? তোমরা শুন, আল্লাহ পাক আমাকে উটের জায়গা বলে দিয়েছেন। মনে রাখবে, গায়েবী বিষয়াদি আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আমার উষ্ট্রী সম্মুখের মাঠটিতে আছে। সেখানে একটি বৃক্ষের সাথে তার নাকারশি জড়িয়ে গেছে। সাহাবায়ে কেরাম সেখানে যেয়ে উটনীটি নিয়ে এলেন। অতঃপর মুনাফিক দ্রুতগতিতে আনছারগণের পূর্বোক্ত মজলিসের দিকে গেল। মজলিস তখনও অব্যাহত ছিল এবং সেখান থেকে কেউ প্রস্থান করেনি। মুনাফিক বলল ঃ আমি আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, আপনাদের কেউ কি আমার মন্তব্য রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলে দিয়েছেন? আনসারগণ বললেন ঃ হায় আল্লাহ! আমাদের কেউ তো তাঁর কাছে যায়নি এমনকি এখন পর্যন্ত কেউ এ মজলিসও ত্যাগ করেনি। মুনাফিক

বলল ঃ আমি তো তাঁর পবিত্র মুখ থেকে সেই কথা শুনলাম, যা আমি আপনাদের কাছে বলেছিলাম। এ পর্যন্ত তাঁর কথাবার্তার সত্যতা সম্পর্কে আমি সন্দিহান ছিলাম। এখন আমি সাক্ষ্য দেই যে, তিনি নিশ্চিতরূপেই আল্লাহ তায়ালার রসূল।

আবূ নয়ীম হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন ঃ আমরা এক সফরে নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস বইতে লাগল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কিছু সংখ্যক মুনাফিক কিছু সংখ্যক মুমিনের গীবত করেছে। তাই এ বাতাস বইছে।

ইবনে আসাকির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, বনী-মুস্তালিক যুদ্ধে হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হস্তগত হন। তাঁর পিতা মুক্তিপণের অনেকগুলো উট নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উদ্দেশে রওয়ানা হয়। আকীক নামক স্থানে পৌঁছে সে উটগুলোর মধ্যে থেকে উৎকৃষ্ট দু'টি বেছে নিয়ে আকীকের একটি ঘাটিতে গোপন করে ফেলে এবং অবশিষ্ট উট নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। সে বলল ঃ মোহাম্মদ! আমার কন্যা আপনার হস্তগত হয়েছে। এই নিন তার মুক্তিপণ। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ সেই উট দু'টি কোথায়, যেগুলো তুমি আকীকের অমুক অমুক স্থানে গোপন করে এসেছ?

হারেস বলল ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল। দু'টি উটই আমি গোপন করেছি, যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ জানে না। অতঃপর হারেস মুসলমান হয়ে গেল।

অপবাদের ঘটনা

বোখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলে-আকরাম (সাঃ) যখন সফরে যেতেন, তখন পত্নীগণের মধ্যে লটারি করতেন। লটারীতে যার নাম বের হত, তিনি সফরে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। একবার জেহাদের উদ্দেশে সফরে গেলে লটারিতে আমার নাম বের হল। সেমতে আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম।

এ ঘটনার পূর্বেই পর্দার বিধান নাযিল হয়েছিল। তাই উটের পিঠে পাল্কী বসিয়ে আমাকে সফরে যেতে হল। যেখানেই শিবির স্থাপন করা হত, আমার পাল্কী নামিয়ে নেয়া হত। জেহাদ শেষে নবী করীম (সাঃ) মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে শিবির স্থাপন করা হল। অতঃপর রাত্রিকালে সেখান থেকে যাত্রা করার কথা ঘোষণা করা হল। ঘোষণা শুনেই আমি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যে এক জায়গায় গেলাম এবং সেখান থেকে পদব্রজে ফিরে এলাম। বক্ষদেশ হাতড়ে দেখলাম আমার গেফারী শঙ্খের হার ছিন্ন হয়ে কোথাও

পড়ে গেছে। আমি তৎক্ষণাৎ তা তালাশ করার জন্যে ফিরে চললাম। কিন্তু তালাশে বিলম্ব হয়ে গেল। সৈন্যদের যে দলটি আমার পাল্কী উটের পিঠে বসাত, তারা আমার পাল্কী বহন করে উটের পিঠে রেখে দিল। তারা মনে করল, আমি পাল্কীতেই আছি। তখনকার দিনে আমি খুবই হালকা-পাতলা ছিলাম। মোটাসোটা ও ভারী ছিলাম না। তাই পাল্কী বাহকরা আমার পাল্কী কখনও ভারী অনুভব করত না। এরপর উট দাঁড় করিয়ে তারা দলের সঙ্গে রওয়ানা হয়ে গেল। আমি যে পাল্কীতে নেই এটা কেউ টের পেল না। লশকর রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর আমি আমার হার পেয়ে গেলাম। আমি শিবিরে ফিরে এলাম, কিন্তু সেখানে না কেউ বলার মত ছিল, না কেউ জবাব দেওয়ার মত। আমি আমার শিবিরের স্থানে ফিরে এলাম এই মনে করে যে, আমাকে না পেয়ে তারা আমার জন্যে এখানে ফিরে আসবে। বসে থাকতে থাকতে আমার চোখে তন্দ্রা এসে গেল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। হযরত সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল (রাঃ) লশকরের পিছনে রাত্রিকালীন তদারককারী কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি কাফেলার বেশ পশ্চাতে সফর করে অগ্রবর্তী কাফেলার কোন জিনিসপত্র পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নিতেন। তিনি প্রত্যুষে আমার শিবিরের স্থানে পৌঁছে গেলেন। তিনি একজন নিদ্রিত মানুষের অবয়ব দেখতে পেলেন। নিকটে এসে তিনি আমাকে চিন্‌তে পারলেন। কেননা, পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি সজোরে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করলেন। তাঁর আওয়াজে আমার নিদ্রাভঙ্গ হল। আমি ওড়না দিয়ে নিজের মুখমন্ডল আবৃত করে নিলাম। তিনি কোন কথা বললেন না। ইন্না লিল্লাহি .... ছাড়া আমি তাঁর মুখ থেকে কোন কথা শুনিনি। তিনি আপন উষ্ট্রী বসালেন। আমাকে তাতে সওয়ার করালেন। অতঃপর উষ্ট্রীর নাকারশি ধরে পায়েহেঁটে রওয়ানা হয়ে গেলেন। দ্রুতগতিতে চলে তিনি লশকরের সাথে মিলিত হলেন। লশকরের কাফেলা দ্বিপ্রহরের তীব্র গরমের সময় এক জায়গায় থেমে পড়েছিল। কিছু লোক আমার এ ঘটনায় মনে কু ধারনা স্থান দিয়ে ধ্বংস হয়ে গেল। সর্বাপেক্ষা বেশী অনর্থ সৃষ্টির জন্যে দায়ী ছিল মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল। মদীনায় পৌঁছে দীর্ঘ এক মাস আমি অসুস্থ রইলাম। মানুষ অপবাদ রটনাকারীদের কথা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকল, কিন্তু আমি তার কিছুই জানতাম না। তবে অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে এ বিষয়ে অবশ্যই সন্দেহ জাগত যে, আমার অসুস্থতায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার প্রতি যে কৃপা দৃষ্টি দিতেন, এ অসুস্থতায় তা দৃষ্টিগোচর হল না। এটা অবশ্যই ছিল যে, তিনি আসার পর সালাম করে বলতেন ঃ তোমার অবস্থা কেমন? এরপর ফিরে যেতেন। এ কারণে আমার সন্দেহ হত। মন্দ কোন কিছুর অনুভূতিও ছিল না।

অবশেষে একদিন আমি দুর্বল অবস্থায় মিসতাহের জননীকে সঙ্গে নিয়ে সানাছের দিকে রওয়ানা হলাম। তখনকার দিনে সানাসে ছিল আমাদের "বায়তুল-খালা" (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার স্থান)। আমরা রাতের বেলায় সেখানে যেতাম। তখন আমাদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রাথমিক যুগের আরবদের অনুরূপ। গৃহমধ্যে বায়তুল-খালা তৈরী করতে আমাদের কষ্ট হত। বায়তুল-খালার কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর মিসতাহের জননী আপন ওড়নায় জড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে উচ্চারিত হয় "মিসতাহ ধ্বংস হোক।" আমি বললাম ঃ তুমি ভাল করনি। এমন এক ব্যক্তির জন্যে বদ দোয়া করেছ, যে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। মিসতাহের জননী বলল ঃ হায়রে সরলা আত্মভোলা নারী! মিসতাহের কুকর্মের কথা তুমি শুননি? আমি বললাম ঃ তার আবার কুকর্মের কথা কি? এরপর মিসতাহ-জননী অপবাদ রটনাকারীদের কথাবার্তা আমার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করল। এসব কথা শুনে আমার অসুস্থতা আরও বেড়ে গেল। আমি গৃহে ফিরে এলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এলেন এবং সালাম করার পর বললেনঃ তোমার অবস্থা কেমন? আমি বললামঃ আপনি আমাকে পিতামাতার কাছে চলে যাওয়ার অনুমতি দিবেন কি? তিনি অনুমতি দিলেন এবং আমি পিতামাতার কাছে চলে এলাম। আমি মাকে জিজ্ঞেস করলামঃ মা, মানুষ কি কানাঘুষা করছে? মা বললেন ঃ বেটি, তুমি দুঃখ করো না। যদি কোন নারী রূপ ও সৌন্দর্যের অধিকারিনী হয়, তার সতীনও থাকে এবং স্বামী তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তবে শত্রুও তাকে হেয় করার চেষ্টা করে এবং তার বিরুদ্ধে নানান আজগুবী কথা তোলে। আমি বললামঃ সোবহানাল্লাহ! খেয়ে পরে মানুষের আর কোন কাজ নেই। কি সব কানাঘুষায় মেতে উঠেছে! মোটকথা, আমি সারারাত কাঁদলাম। সকালেও আমার অশ্রু থামল না এবং নিদ্রা এল না। সকালে আমি যখন ক্রন্দনরত ছিলাম, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে পরামর্শের জন্যে হযরত আলী ও হযরত উসামাকে (রাঃ) ডাকলেন। কেননা, ওহী অবতরণে বিলম্ব হচ্ছিল। হযরত ওসামা আপন জ্ঞান অনুসারে পরামর্শ দিলেন, আপনার পত্নী সতী সাধ্বী, এতে কোন সন্দেহ নেই। আপনি তো পত্নীগণকে ভালবাসেন। ইয়া রসূলাল্লাহ! আয়েশার চরিত্রে মন্দ কোন কিছু আমি জানি না। হযরত আলী (রাঃ) আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহ আপনার জন্যে নারীর অভাব রাখেননি। ইনি ছাড়া নারী অনেক আছে। আপনি পরিচারিকাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে পারবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বুরায়দাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন ঃ বুরায়দা, তুমি কখনও আয়েশার মধ্যে সন্দেহজনক কোন কিছু দেখেছ কি? বুরায়দা বলল ঃ কসম আল্লাহর, যিনি আপনাকে সত্য রসূল করে প্রেরণ করেছেন, আমি আয়েশার মধ্যে সমালোচনার যোগ্য কোন কিছু দেখিনি। তবে এতটুকু যে, তিনি অল্পবয়স্কা

কিশোরী মেয়ে। গোলা আটা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন, আর ছাগলের বাচ্চা এসে তা খেয়ে ফেলে। অতঃপর সেদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) দণ্ডায়মান হয়ে মুনাফিক সরদার উবাই ইবনে সলূলের কাছে জওয়াব তলব করলেন।

আমি সেদিন দিনভর ক্রন্দন করলাম। অশ্রুও থামল না এবং নিদ্রাও এল না। অবশেষে আমার মনে হতে লাগল যে, কান্নাকাটির কারণে আমার কলিজা বিস্ফোরিত হয়ে যাবে। আমার পিতামাতা আমার কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি কাঁদছিলাম। ইত্যবসরে এক আনছারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইল। আমি অনুমতি দিলাম। সে-ও আমার কাছে বসে আমার সাথে কাঁদতে লাগল। ঠিক এই অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) আগমন করলেন এবং সালাম করে বসে গেলেন। যেদিন থেকে এই রটনা শুরু হয়েছিল, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও আমার কাছে বসেন নি। একমাস অতীত হতে চলছিল, আমার এ ঘটনা সম্পর্কে তাঁর উপর কোন ওহী নাযিল হয়নি। তিনি তাশাহুদ পাঠ করে বললেন ঃ আয়েশা, তোমার সম্পর্কে আমি এমন এমন কথা শুনেছি। যদি তুমি এই অভিযোগ থেকে মুক্ত থাক, তবে আল্লাহ তায়ালা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করে দিবেন। আর যদি কোন ভুল হয়েই থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা, বান্দা নিজের ক্রটি স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ পাক তার তওবা কবুল করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কথা শেষ করতেই আমার অশ্রু বন্ধ হয়ে গেল। এরপর এক ফোঁটা অশ্রুও বের হয়েছে বলে মনে হল না। আমি আমার পিতাকে বললাম ঃ আমার পক্ষ থেকে হুযূরকে জবাব দিন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, কি জওয়াব দিব আমি জানি না। এরপর আমি আমার মাকে বললাম ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমার পক্ষ থেকে জবাব দিন। তিনিও বললেন ঃ আমি জানি না কি জবাব দিব। আমি তখন অল্পবয়স্কা বালিকা ছিলাম। বেশী কোরআনও পড়িনি। কিন্তু আমি বললাম ঃ আল্লাহর কসম, আমি জানি আপনারা একটি কথা শুনেছেন, যা আপনাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। আপনারা একে সত্য মনে করছেন। অতএব আমি যদি বলি যে, আমি এ বিষয় থেকে পবিত্র ও নির্দোষ, তবে আপনারা তা সত্য বলে বিশ্বাস করবেন না। পক্ষান্তরে যদি আমি স্বীকারোক্তি করি, অথচ আল্লাহ সাক্ষী আছেন যে, আমি নির্দোষ, তবে আপনারা আমার স্বীকারোক্তিকে সত্য মনে করবেন। অতএব আমার ও আপনাদের মধ্যে মীমাংসার কোন পথ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। সুতরাং হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পিতা হযরত এয়াকুব (আঃ) যেমন বলেছিলেন -

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ - وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ

(অতএব পূর্ণ ধৈর্য্য ধারণ করাই আমার পক্ষে শ্রেয় ঃ, তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমাকে সাহায্য করবেন।)

আমিও তাই বলছি। একথা বলে আমি মুখ ফিরিয়ে আপন বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমি তখন ভাল রূপেই জানতাম যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই অভিযোগ থেকে অবশ্যই পবিত্র করবেন। কিন্তু আমার জ্ঞানে আমার অবস্থা যেহেতু খুবই নগণ্য ছিল, তাই আমি ভাবতেও পারতাম না যে, আল্লাহ তায়ালা আমার সম্পর্কে সরাসরি ওহী নাযিল করবেন। তবে আশা করতাম যে, তিনি নবী করীম (সাঃ)-কে কোন স্বপ্ন দেখিয়ে আমার নির্দোষতা প্রকাশ করে দিবেন। কিন্তু আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সে স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই এবং গৃহের কারও বাইরে যাওয়ার আগেই আল্লাহ পাক তাঁর নবীর উপর ওহী নাযিল করে দিলেন। ওহী অবতরণের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন হতেন, তা হলেন। কনকনে শীতের মধ্যেও ওহী নাযিল হওয়ার সময় তিনি ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে যেতেন। ঘামের ফোঁটা রৌপ্যের মোতির মত তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে টপকে পড়ত। ওহীর এই অবস্থা দূর হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুচকি হেসে সর্বপ্রথম একথা বললেন ঃ আয়েশা, আল্লাহ তায়ালা তোমার নির্দোষতা বর্ণনা করে আয়াত নাযিল করেছেন। আমার মা উল্লসিত হয়ে আমাকে বললেন ঃ উঠ এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) শোকর আদায় কর। আমি বললাম ঃ আল্লাহর কসম, আমি তাঁর শোকর আদায় করতে উঠব না এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারও প্রশংসা ও গুণকীর্তন করব না।

আল্লাহ তায়ালা আমার নির্দোষতা প্রকাশ করার জন্যে إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْإِفْكِ থেকে দশটি আয়াত নাযিল করলেন।

নিম্নে দশটি আয়াতের তরজমা উল্লেখ করা হল ঃ

নিশ্চয় যারা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল। এ অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্যে অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্যে আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্যে আছে কঠিন শাস্তি। একথা শোনার পর মুমিন পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের ব্যাপারে সৎ ধারণা করল না এবং কেন বলল না যে, এটা তো নির্জলা মিথ্যা অপবাদ! তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সেকারণে তারা আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে মগ্ন ছিলে তজ্জন্যে কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করছিলে, যদিও আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ছিল গুরুতর বিষয়।

তোমরা যখন এটা শ্রবণ করলে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়, আল্লাহ পবিত্র, এটা তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যাতে এ ধরনের ঘটনার কখনও পুনরাবৃত্তি না কর যদি তোমরা মুমিন হও। আল্লাহ তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার পছন্দ করে, তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়াতে ও আখেরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু না হলে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেতে না। (সূরা নূর ১১-২০ আয়াত)।

আল্লামা যমখশরী বলেন ঃ যে সংক্ষিপ্ত অথচ বিপুল অর্থবহ ভঙ্গিতে অপবাদের ঘটনায় তীব্র ভর্ৎসনা বিবৃত হয়েছে, তা কোরআন পাকে অন্যকোন পাপকর্মের জন্যে বিবৃত হয়নি। কেননা, এতে রয়েছে ভর্ৎসনা, কঠোর শাস্তি সম্পর্কিত সতর্কবাণী, তীব্র অসন্তোষ এবং কড়া ধমকি। অপবাদের প্রশ্নে এগুলোর মধ্যে যে কোন একটিই যথেষ্ট। এমনকি, মূর্তি পূজারীদের সম্পর্কে যে পরিমাণ শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, তা-ও এর তুলনায় কম। এ পরিমাণ সতর্কবাণীর উদ্দেশে রসূলে করীম (সাঃ)-এর অনন্য সাধারণ মর্যাদা প্রকাশ করা এবং সে ব্যক্তিত্বের পবিত্রতা তুলে ধরা যিনি হুযূর (সাঃ)-এর সাথে জড়িত আছেন।

কাযী আবূ বকর বাকেল্লানী বর্ণনা করেন ঃ মুশরিকরা আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে অনেক অযৌক্তিক কথাবার্তা বলত, যেমন তারা বলত আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে যেখানেই তাদের এসব কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানেই বহু আয়াতে আপন সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর চরিত্রে কলংক লেপন করে মুনাফিকরা যে ঘৃণিত উক্তি করে ছিল, আল্লাহ তায়ালা সেটির আলোচনা করে এরশাদ করেছেন- سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ (আল্লাহ পবিত্র, এটা তো এক গুরুতর অপবাদ)। এখানে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর চারিত্রিক পবিত্রতা সপ্রমাণ করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা একই নিয়মে নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন। এতে করে হযরত আয়েশার অসাধারণ মান-মর্যাদা প্রমাণিত হয়।

ইবনে জরীর মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, উম্মুল-মুমিনীন হযরত আয়েশা ও হযরত যয়নব (রাঃ) একবার পরস্পরে গর্ব প্রকাশ করেন। হযরত যয়নব বললেন ঃ আমাকে বিয়ে করার আদেশ আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন। হযরত আয়েশা বললেন ঃ আমিও কম নই। ছফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল যখন আমাকে নিজের উটে সওয়ার করিয়েছেন, তখন আমার ওযর

আল্লাহ তায়ালা আপন কিতাবে নাযিল করেছেন। যয়নব বললেন ঃ আয়েশা, যখন তুমি উটে সওয়ার হয়েছিলে, তখন কি বলেছিলে? হযরত আয়েশা বললেন ঃ

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

(আল্লাহ আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি চমৎকার কার্যনির্বাহী)। হযরত যয়নব বললেন ঃ তুমি মুমিনের কলেমা বলেছিলে।

ইবনে আবী হাতেম সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোরআন পাকের আঠারটি আয়াত লাগাতার হযরত আয়েশার (রাঃ) নির্দোষতা ও অপবাদ রটনাকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ নিম্নোক্ত আয়াতও বিশেষভাবে হযরত আয়েশার (রাঃ) শানে নাযিল হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

যারা সতীসাধ্বী, নিরীহ ও ঈমানদার নারীগণের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি।

সায়ীদ ইবনে মনছুর ও ইবনে জরীরের অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) উপরোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করে বললেন ঃ এটা হযরত আয়েশা ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্রা পত্নীগণের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাঁদের প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তওবার অবকাশ রাখেন নি। কিন্তু যে ব্যক্তি সাধারণ ঈমানদার নারীদের মধ্য থেকে কারও প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তার জন্যে তওবার অবকাশ রাখা হয়েছে। এর প্রমাণ স্বরূপ হযরত ইবনে আব্বাস এই আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا - وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ -

যারা সাধ্বী নারীগণের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত না করে, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করবে না। এরাই ফাসেক।

(সূরা নূর-৪ আয়াত)

এর পরের আয়াতেই আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন –

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ঃ তবে যদি এরপর তারা তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নূর ৫ আয়াত)

সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি কোন মুমিন নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে তওবার অবকাশ রেখেছেন, আর যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র পত্নীগণের মধ্য থেকে কারও প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তার জন্যে কোন প্রকার তওবা নেই।

তিবরানীর রেওয়ায়েতে খাছীফ বললেন ঃ আমি সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যিনা ও অপবাদের মধ্যে কোন্‌টি গুরুতর ও কবীরা? তিনি জবাব দিলেন, এতদুভয়ের মধ্যে জঘন্যতম হচ্ছে যিনা। আমি বললাম ঃ আল্লাহ তায়ালা তো বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ

তিনি বললেন ঃ এ আয়াতখানি বিশেষভাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

তিবরানী যাহহাক ইবনে মুযাহিম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, উপরোক্ত আয়াত বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পত্নীগণ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইবনে জরীর ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোন নবীর পত্নী কখনও কুকর্ম করেননি।

আছহাবে ওরায়নার ঘটনা

বুখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আকল ও ওরায়না গোত্রের একদল লোক মদীনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদেরকে মুসলমানরূপে পরিচিত করে। তারা আরয করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা উট ছাগল পালন করে জীবিকা নির্বাহ করি–যমিনের মালিক নই। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে বায়তুল মালের উট-ছাগলের মধ্যে বাস করে সেগুলোর দুধ ইত্যাদি পান করার আদেশ দিলেন। তারা সেখানে চলে গেল। হাররায় পৌঁছে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং বাইতুল মালের রাখালদেরকে হত্যা করে উট হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। সংবাদ পেয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে ধরে আনার জন্যে

লোক পাঠালেন। ধরে আনার পর তিনি আদেশ দিলেন, এদের চোখে উত্তপ্ত লোহার শলাকা প্রবেশ করাও এবং হাত কেটে দাও। অতঃপর তাই করা হল এবং ওদেরকে হাররায় ফেলে দেয়া হল। তদবস্থায়ই ওদের মৃত্যু হল।

বায়হাকী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুযূর (সাঃ) ওদের খোঁজে লোক পাঠালেন এবং তাদের জন্যে এরূপ বদদোয়া করলেন ঃ পরওয়াদেগার, ওদের চলার পথ অজ্ঞাত করে দাও। সেমতে আল্লাহ তায়ালা তাদের চলার পথ অজানা অচেনা করে দেন। ফলে তারা সহজেই ধরা পড়ে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে আনীত হয়। অতঃপর তাদের হাত পা কাটা হয় এবং চক্ষু ফোঁড়ে দেয়া হয়।

দওমাতুল জন্দলের যুদ্ধ

ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর তরিকায় রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি ক্ষুদ্র বাহিনী হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফের নেতৃত্বে বনূ কলবের দিকে দওমাতুল-জন্দলে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন যে, তারা ইসলাম কবুল করলে তুমি তাদের সরদারের কন্যাকে বিয়ে করে নিয়ো।

আবদুর রহমান (রাঃ) সেখানে পৌছলেন এবং তিন দিন অবস্থান করেন। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তাদের সরদার আছবাগ ইবনে আমর কলবী ইসলাম কবুল করলেন। তিনি ছিলেন ধর্ম খৃষ্টান। তার গোত্রের অধিকাংশ লোকও ইসলামে দাখিল হয়ে গেল। যারা জিযিয়া দিতে সম্মত হল, কেবল তারা স্বধর্মে রয়ে গেল। হযরত আবদুর রহমান তামাসুর বিনতে আছবাগকে বিয়ে করলেন এবং মদীনায় নিয়ে এলেন।

ইবনে আসাকির মূসা, এমরান ও ইসমাঈল থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন। তাতে আরও আছে যে, হুযূর (সাঃ) আবদুর রহমানকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আল্লাহকে খুব বেশী স্মরণ করবে। আশা করা যায় যে, তিনি তোমাকে বিজয় দান করবেন। যদি তুমি বিজয়ী হও, তবে তাদের গোত্রপতির কন্যাকে বিয়ে করে নিয়ো।

হোদায়বিয়ার ঘটনা

বোখারী মেসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান ইবনে হাকাম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) হোদায়বিয়ার বছর পনের শ' মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে ওমরার উদ্দেশে রওয়ানা হন। যুল-হুলায়ফা পৌছার পর তিনি কোরবানীর জন্তুদের গলায় চামড়ার হার পরান এবং "এহরাম" করেন। তিনি বনী-খুযাআর এক ব্যক্তিকে গুপ্তচর হিসাবে অগ্রে প্রেরণ করেন। রসূলাল্লাহ (সাঃ) যখন গাদীরে-আশতাত পৌছলেন, তখন গুপ্তচর ফিরে এসে বলল ঃ কোরায়শরা

আপনার মোকাবিলা করার জন্যে সেনাদল গঠন করেছে এবং বিভিন্ন গোত্র থেকে বিভিন্ন দলের সমাবেশ ঘটিয়েছে। তারা আপনার সাথে যুদ্ধ করার এবং আপনাকে বাধা দেয়ার ইচ্ছা রাখে। হুযূর (সাঃ) ছাহাবায়ে-কেরামকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমাদের কি মত? যারা আমাদেরকে বায়তুল্লাহ থেকে বাধা দিতে চায়, আমি তাদের দিকে মনোযোগ দিব, না শুধু বায়তুল্লাহর ইচ্ছায় অগ্রসর হব? এরপর যারা প্রত্যক্ষভাবে বাধা দিবে, তাদের সাথে যুদ্ধ করব?

হযরত আবূবকর (রাঃ) বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন– কারও সাথে যুদ্ধ বিগ্রহের ইচ্ছা নেই। সুতরাং আপনি বায়তুল্লাহর দিকেই অগ্রসর হোন, যারা আমাদেরকে বাধা দিবে, আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ ভাল কথা, আল্লাহর নাম নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাও।

পথিমধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ খালিদ ইবনে ওলীদ অশ্বারোহী দল নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তোমরা ডান দিকের পথে চল। খালিদ ইবনে ওলীদ একথা জানতেও পারল না। তারা ধুলা উড়তে দেখল। খালিদ ঘোড়া দৌড়িয়ে কোরায়শদের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। নবী করীম (সাঃ) সম্মুখে অগ্রসর হলেন। একটি টিলায় পৌছার পর তাঁর উষ্ট্রী বসে পড়ল। ছাহাবায়ে কেরাম সেটিকে তোলার জন্যে 'হল, হল' বললেন। কিন্তু সে উঠল না। ছাহাবীগণ বললেন ঃ 'কুছওয়া' অবাধ্য হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ না, কুছওয়া অবাধ্য হয়নি এবং অবাধ্য হওয়ার তার স্বভাব নয়; বরং তাকে সেই সত্তা বাধা দিয়েছে, যে আছহাবে ফীল (হস্তিবাহিনী)-কে বাধা দিয়েছিল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ তায়ালার মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ থাকে, এরূপ যে–কোন আবেদন কোরায়শ আমার কাছে করবে, আমি তা মঞ্জুর করব। এরপর তিনি তাঁর উষ্ট্রীকে খুব শাসালেন। সে লম্ফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) খালিদ-বাহিনীকে এড়িয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলেন। অবশেষে হোদায়বিয়ার শেষ প্রান্তে এক গর্তের কাছে অবতরণ করলেন, যাতে অল্প বিস্তর পানি ছিল। সকলেই গর্ত থেকে অল্প অল্প পানি সংগ্রহ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর পানি ফুরিয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পানি সংকটের কথা জানানো হলে তিনি তূন থেকে একটি তীর বের করলেন এবং ছাহাবায়ে-কেরামকে বললেন ঃ এটি পানির গর্তে গেড়ে দাও। আল্লাহর কসম, এত পানি উথলে উঠল যে, সকলেই তৃপ্ত হয়ে পানি পান করল। ইত্যবসরে বুদায়ল ইবনে ওয়ারাকা খুযায়ী একদল লোক নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল এবং বলল ঃ আমি বনী কা'ব ইবনে লুয়াই এবং আমের ইবনে লুয়াইকে ছেড়ে এসেছি। তারা হোদায়বিয়ায় পানি সংগ্রহের জন্যে অবতরণ করেছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে দুগ্ধবতী উষ্ট্রী। তারা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এবং

আপনাকে বায়তুল্লাহ থেকে বাধা দিতে চায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমরা কারও সাথে যুদ্ধ করতে চাই নে। আমরা ওমরা করার উদ্দেশে এসেছি। কোরায়শরা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং দুর্বল হয়ে গেছে। তারা চাইলে আমি তাদের জন্যে একটি সময়সীমা ঠিক করে দিব। তারা যেন আমার পথে অন্তরায় না হয়। আমি বিজয়ী হয়ে গেলে তারা ইচ্ছা করলে সকলের মত ইসলামে দাখিল হয়ে যাবে, না হয় যুদ্ধ করে স্বস্তি লাভ করবে। তারা যদি এই প্রস্তাবে সম্মত না হয়, তবে সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ –আমি ইসলামের জন্যে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিব, না হয় আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন।

বুদায়ল বলল ঃ আমি আপনার প্রস্তাব কোরায়শদের কাছে পৌছিয়ে দিব। অতঃপর সে কোরায়শদের কাছে এসে বলল ঃ আমি সেই ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছি। আমি তাঁর মুখ থেকে একটি কথা শুনেছি। তোমরা চাইলে আমি তা তোমাদের কাছে পেশ করব। কোরায়শদের মধ্যে যারা নির্বোধ তারা বলল ঃ তুমি সেই লোকের কোন কথা আমাদের কাছে বর্ণনা করবে, আমাদের তা কাম্য নয়। কিন্তু জ্ঞানীরা বলল ঃ তুমি তার কাছ থেকে যা শুনেছ, বর্ণনা কর। অতঃপর বুদায়ল আদ্যোপান্ত আলোচনার বিষয়বস্তু বর্ণনা করল।

সকল কথা শুনে ওরওয়া ইবনে মসউদ দাঁড়িয়ে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কি আমার বড় ও গুরুজন নও? কোরায়শ বলল ঃ অবশ্যই। ওরওয়া জিজ্ঞেস করল ঃ আমি কি তোমাদের পুত্র নই? তারা বলল ঃ অবশ্যই তুমি আমাদের সন্তান। ওরওয়া বলল ঃ তোমরা কি জান না যে, তোমাদের সাহায্যার্থে আমি ওকাযবাসীদেরকে একত্রিত করেছি। তারা যখন আমার ডাকে সাড়া দিতে বিলম্ব করল, তখন আমি আমার পরিবারবর্গকে এবং যারা আমার কথা মেনে নিয়েছিল তাদেরকে তোমাদের সামনে পেশ করেছি। এখন আমাকে অনুমতি দাও। আমি সেই লোকের কাছে যাই। কোরায়শরা বলল ঃ যাও।

ওরওয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে আলোচনা শুরু করল। নবী করীম (সাঃ) ওরওয়াকে তাই বললেন, যা বুদায়লকে বলেছিলেন। ওরওয়া বলল ঃ মোহাম্মদ! আপনি কি নিজ সম্প্রদায়কে সমূলে উৎপাটিত করে দিতে চান? আপনি আরবের কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ শুনেছেন কি যে, সে নিজে আপন কওমের লোকদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছে? যদি ভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে; অর্থাৎ কোরায়শরা বিজয়ী হয়, তবে আল্লাহর কসম, আমি অনেক মুখ মণ্ডল ও বিভিন্ন লোককে দেখতে পাচ্ছি, তারা তখন আপনাকে ছেড়ে পলায়ন করবে। একথা শুনে হযরত আবূ বকর ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বললেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ছেড়ে পলায়ন করব? ওরওয়া জিজ্ঞাসা করল ঃ এ ব্যক্তি কে? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আবূ বকর ছিদ্দীক। ওরওয়া বলল ঃ আমার উপর তার একটি অনুগ্রহ আছে, যার প্রতিদান

আমি আজ পর্যন্ত দিতে পারিনি। খোদার কসম, এই অনুগ্রহ না থাকলে আমি অবশ্যই তাকে জবাব দিতাম।

আলোচনায় ওরওয়া যখনই কোন কথা বলত, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শ্মশ্রু স্পর্শ করত। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা তরবারি হস্তে শিরস্ত্রাণ পরিহিত হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-পিছনে দণ্ডায়মান ছিলেন। ওরওয়া যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শ্মশ্রু মোবারকের দিকে হাত প্রসারিত করল, অমনি মুগীরা তরবারির হাত তার হাতে মেরে বললেন ঃ শ্মশ্রু থেকে আপন হাত দূরে রাখ। ওরওয়া মাথা তুলে তাকাল এবং জিজ্ঞাসা করল ঃ এ লোকটি কে? উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ ইনি মুগীরা ইবনে শো'বা। ওরওয়া বলল ঃ হে বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতকতার সময়কালে আমি কি তোর জন্যে চেষ্টা করি নি?

মুগীরা প্রাক ইসলামিক যুগে এক সম্প্রদায়ের সাথে বাস করতেন। তিনি তাদের সকলকে হত্যা করে তাদের ধনসম্পদ কুক্ষিগত করে নেন। এরপর ইসলামের আবির্ভাব হলে তিনি এসে মুসলমান হয়ে যান। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ আমি তোমার ইসলাম গ্রহণ স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু তোমার অর্জিত ধনসম্পদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

এরপর ওরওয়া ছাহাবায়ে-কেরামের অবস্থা নিরীক্ষণ করে বলল ঃ খোদার কসম, যখন আপনার মুখ থেকে থুথু কিংবা শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তখন তারা সেটাকে মাটিতে পড়তে দেয় না। হাতে হাতে নিয়ে নেয় এবং মুখমণ্ডলে ও শরীরে মালিশ করে। আপনি কোন কাজের আদেশ দিলে সকলেই সেদিকে অগ্রগামী হয়। যখন আপনি ওযূ করেন, তখন ওযূর অবশিষ্ট পানি নিয়েও তারা তাই করে। এমন কি, লড়াই লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়। আপনি যখন কথা বলেন, তখন আপনার সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে নেয়। আপনার মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে আপনার দিকে দৃষ্টি তুলে তাকায় না।

ওরওয়া কোরায়শদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! খোদার কসম, আমি রোম সম্রাট, পারস্যরাজ এবং নাজ্জাশীর দরবার দেখেছি, আমি কোন বাদশাহকে দেখিনি যে, তার সঙ্গীসহচরগণ তাকে এতটুকু সম্মান ও শ্রদ্ধা করে, যতটুকু মোহাম্মদের ছাহাবীগণ তাঁর প্রতি প্রাণঢালা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। মোহাম্মদ তোমাদের সামনে সত্য ও ন্যায়ের মহান বাণী পেশ করেছেন। তোমরা এটা মেনে নাও। বনী কেনানার এক ব্যক্তি বলল ঃ আমাকে তার কাছে যাওয়ার অনুমতি দাও। সকলেই বলল ঃ যাও। লোকটি ছাহাবায়ে-কেরামের নিকটে পৌঁছলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আগন্তুক এমন গোত্রের লোক, যারা কোরবানীর জন্তুর সম্মান করে। তার সামনে আমাদের কোরবানীর জন্তুগুলোকে দাঁড় করিয়ে দাও। সেমতে জন্তুগুলো খাড়া করা হল এবং ছাহাবায়ে-কেরাম

'লাব্বায়কা' বলতে বলতে এলেন। এ দৃশ্য দেখে লোকটি বলল ঃ তাদেরকে বায়তুল্লাহ যেতে বাধা দেয়া মোটেই উচিত নয়।

লোকটি কোরায়শদের মধ্যে ফিরে এসে বলল ঃ আমি কোরবানীর উটগুলোকে হার পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। আমার মতে তাদেরকে বায়তুল্লায় আসতে বাধা দেয়া সমীচীন নয়। একথা শুনে মুকরিয ইবনে হাফ্‌ছ নামক এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হল। সে বলল ঃ আমাকে মোহাম্মদের কাছে যাওয়ার অনুমতি দাও। সকলেই বলল ঃ যাও। মুকরিয যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটে এল, তখন তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে মুকরিয। সে একটি পাপাচারী ব্যক্তি। মুকরিয এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে আলোচনা শুরু করল। ইত্যবসরে কোরায়শ পক্ষের বিশেষ দূত সুহায়ল ইবনে আমর এসে গেল। নবী করীম (সাঃ) তাকে দেখে ছাহাবায়ে-কেরামকে বললেন ঃ তোমাদের ব্যাপারটি এখন কিছু 'সহল' অর্থাৎ সহজ হয়ে গেছে।

যুহরী বর্ণনা করেন যে, সুহায়ল ইবনে আমর নবী করীম (সাঃ)-কে বলল ঃ আপনার মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে একটি দলীলপত্র লিখে দিন। নবী করীম (সাঃ) দলীল লেখককে ডাক দিলেন এবং বললেন ঃ লিখ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।" সুহায়ল আপত্তি করে বলল ঃ আমি 'রহমান'কে চিনি না। তাই "বিইসমিকা আল্লাহুম্মা" লিখুন। ছাহাবীগণ বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমরা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমই লিখব। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ বিইসমিকা আল্লাহুম্মাই লিখ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এবার লিখ– এটা সেই চুক্তি। যেটা মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ সম্পাদন করেছেন। সুহায়ল বাধা দিয়ে বলল ঃ আপনি আল্লাহর রসূল– এ বিশ্বাস আমাদের থাকলে তো কোন ঝগড়াই ছিল না। আমরা আপনাকে বাধা দিতাম না এবং আপনার সাথে যুদ্ধ করতাম না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি নিশ্চিতরূপে আল্লাহর রসূল। যদি তোমরা না মান, তবে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ-ই লিখে দেয়া হবে।

ইমাম যুহরী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ সম্মতির কারণ তাঁর সেই উক্তি, যাতে তিনি ইতিপূর্বে বলেছিলেন– কোরায়শরা আল্লাহ তায়ালার মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ থাকে,– এরূপ যে কোন আবেদন আমার কাছে করবে, আমি তা মঞ্জুর করব।

মোটকথা, নবী করীম (সাঃ) সুহায়লকে বললেন ঃ একথা আমরা এই শর্তে লিখছি যে, তোমরা আমাদের ও বায়তুল্লাহর মধ্যে অন্তরায় হবে না। আমাদেরকে তওয়াফ করতে দিবে।

সুহায়ল বলল ঃ এটা হবে না। এখন আপনারা তওয়াফ করলে আরবরা বলাবলি করবে যে, শত্রুরা জোরে জবরে মক্কা এসে ওমরা করে গেছে। যদি আপনারা আগামী বছর এসে তওয়াফ ও যিয়ারত করতে চান, তবে কোরায়শরা বাধা দিবে না। সেমতে এ বিষয়ের উপরই ঐকমত্য হল এবং সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করা হল।

সুহায়ল বলল ঃ এই চুক্তিপত্রের একটি শর্ত আছে। তা এই যে, আমাদের দিক থেকে যেকোন ব্যক্তি আপনাদের দিকে আসবে, সে মুসলমান হলেও আপনারা তাকে আমাদের হাতে প্রত্যর্পণ করবেন। মুসলমানরা একথা শুনে বললেন ঃ "সোবহানাল্লাহ"! মুসলমান হয়ে এলেও তাকে মুশরিকদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে– এটা কিরূপে সম্ভব! এই কথাবার্তা হচ্ছিল এমন সময় সুহায়লের পুত্র আবু জন্দল বেড়ী হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে উপস্থিত হল এবং নিজেকে মুসলমানদের হাতে সমর্পণ করল।

সুহায়ল বলল ঃ মোহাম্মদ! সে প্রথম ব্যক্তি, যাকে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ফিরিয়ে দেয়া উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এখনও তো চুক্তিপত্র পুরাপুরি লিখাই হয়নি। সুহায়ল বলল ঃ তা হলে আমি আপনার সাথে সন্ধি করতে রাযী নই।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ সুহায়ল! আবূ জন্দলকে আমাদের মধ্যে থাকার অনুমতি দিয়ে দাও। সুহায়ল বলল ঃ আমি অনুমতি দিব না। এখন আপনার ইচ্ছা।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) অনুমতি দেয়ার জন্যে পুনরায় বললেন। কিন্তু সুহায়ল নাছোড় বান্দা। সে বলল আমি কখনও এ অনুমতি দিব না।

এটা দেখে আবূ জন্দল বলল ঃ হে মুসলিম সম্প্রদায়, আমাকে কাফেরদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে, অথচ আমি ইসলাম গ্রহণ করে এসেছি! আমি যে কি অবর্ণনীয় নির্যাতন ও কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছি, তা তোমরা দেখ না?

আবূ জন্দলকে ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে অকথ্য নির্যাতন ও কষ্ট দেয়া হয়েছিল। তার সর্বাঙ্গে এ নির্যাতনের ছাপ সুস্পষ্ট ছিল। মুসলমানগণ এই বীভৎস দৃশ্য দেখে কেঁপে উঠলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তো সহ্য করতেই পারলেন না। নিজেই বলেন ঃ আমি অস্থিরচিত্ত হয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ, আপনি কি আল্লাহ তায়ালার সত্য নবী নন? হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহতায়ালার সত্য নবী।

আমি ঃ আমরা সত্যপন্থী এবং আমাদের শত্রুরা বাতিলপন্থী নয় কি?

হুযূর ঃ অবশ্যই।

আমি ঃ তা হলে দ্বীনের ব্যাপারে আমরা এই অবমাননা কেন সহ্য করব?

হুযূর ঃ ওমর, আমি আল্লাহ তায়ালার রসূল। তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারি না। তিনি আমার সাহায্যকারী, মদদগার।

ওমর ঃ আপনি বলেন নি যে, আমরা বায়তুল্লায় আসব এবং তওয়াফ করব?

হুযূর ঃ অবশ্যই; কিন্তু একথা কবে বলেছিলাম যে, এবারই আসব এবং তওয়াফ করব?

ওমর ঃ না। আপনি বলেছিলেন ঃ তোমরা বায়তুল্লাহ আসবে এবং তওয়াফ করবে।

হযরত ওমর বলেন ঃ এরপর আমি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে এলাম এবং বললাম ঃ আবূ বকর, হুযূর সত্যনবী নন কি?

আবূ বকর ঃ নিঃসন্দেহে হুযূর সত্য নবী।

আমি ঃ আমরা সত্যপন্থী এবং দুশমন বাতিলপন্থী নয় কি?

আবূবকর ঃ অবশ্যই।

আমি ঃ তা হলে আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এ অবমাননা মেনে নিব কেন?

আবূ বকর ঃ হে মর্দে মুমিন, হুযূর আল্লাহর রসূল। তিনি তাঁর প্রতিপালকের অবাধ্যতা করতে পারেন না। আল্লাহ তো তাঁর মদদগার। তুমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর পদাঙ্ক শক্ত করে ধরে রাখ– সন্দেহ করো না। আল্লাহর কসম, তিনি হকপন্থী।

আমি ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তো বলেছিলেন আমরা বায়তুল্লাহ্ আসব এবং তওয়াফ করব।

আবূ বকর ঃ বলেছিলেন ঠিকই; কিন্তু তিনি তো বলেন নি যে, এ বছরই আসব এবং তওয়াফ করব। মনে রেখ, আমরা একদিন বায়তুল্লাহ যাব এবং তওয়াফ করব।

ইমাম যুহরীর রেওয়ায়েতে হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ পরবর্তী কালে এই ধৃষ্টতার ক্ষতিপূরণ করার জন্যে আমি অনেকগুলো সৎকর্ম সম্পাদন করি।

মোটকথা, নবী করীম (সাঃ) এ দলীল সম্পাদনের ব্যাপারটি চূড়ান্ত করে ছাহাবায়ে-কেরামকে বললেন ঃ তোমরা দাঁড়াও, কোরবানীর জন্তুগুলো যবেহ কর এবং মাথা মুণ্ডন কর। কিন্তু কেউ দাঁড়াল না। তিনি একই কথা তিনবার বললেন। তবুও সাড়া মিলল না। অগত্যা তিনি হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ)-এর কাছে চলে গেলেন। তাঁর কাছে ছাহাবায়ে কেরামের এই অনড় অবস্থা বর্ণনা করলেন। হযরত উম্মে সালামাহ বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী, যদি ভাল মনে করেন, তবে আপনি নিজে যান এবং কাউকে কিছু না বলে নিজের কোরবানীর উট যবেহ করুন। অতঃপর কাউকে ডেকে মাথা মুণ্ডন করান।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাইরে এলেন। তিনি কাউকে কিছু বললেন না। অবশেষে নিজের জন্তু যবেহ করে একজন লোককে ডাকলেন। সে এসে তাঁর মাথার কেশ মুণ্ডন করে দিল। ছাহাবায়ে-কেরাম এই দৃশ্য দেখলেন। অতঃপর অনতিবিলম্বে তারাও এসে কোরবানীর জন্তু যবেহ করলেন এবং একে অপরের মাথার কেশ মুণ্ডন করতে লাগলেন।

এরপর মক্কার দিক থেকে কয়েকজন নওমুসলিম মহিলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে এই নির্দেশ নাযিল করলেনঃ

ঃ মুমিনগণ, তোমাদের নিকট ঈমানদার নারীরা দেশত্যাগী হয়ে এলে তাদেরকে পরীক্ষা করো। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন, যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা ঈমানদার, তবে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ো না। ঈমানদার নারীগণ কাফেরদের জন্যে হালাল নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ো। অতঃপর তোমরা এই নারীদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখবে না, তোমরা যা ব্যয় করেছো, তা ফেরত চাইবে। আর কাফেররা (মুমেনা নারীদের জন্য) যা ব্যয় করেছে, তা তারা ফেরত চাইবে। এটাই আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মুমতাহিনা – ১০ আয়াত)।

উপরোক্ত বিধান নাযিল হওয়ার পর হযরত ওমর (রাঃ) দু'জন পত্নীকে তালাক দিলেন, যারা শিরকপন্থী ছিল। তাদের একজনকে মুয়ায ইবনে আবূ সুফিয়ান ও অপরজনকে ছফওয়ান ইবনে উমাইয়া বিয়ে করে নেয়।

নবী করীম (সাঃ) হোদায়বিয়া থেকে মদীনায় ফিরে আসার পর আবূ বছীর কোরায়শী মুসলমান হয়ে মদীনায় এলেন। কোরায়শরা আবূ বছীরকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে দু'ব্যক্তিকে প্রেরণ করল। তারা এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)–কে বলল ঃ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আবূ বছরীকে প্রত্যর্পণ করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ বছীরকে তাদের হাতে তুলে দিলেন। তারা তাকে নিয়ে রওয়ানা হল এবং যুল-হুলায়ফা পৌঁছে বিশ্রামের জন্যে অবতরণ করল। সঙ্গে যে খেজুর ছিল, সেগুলো খাওয়া শুরু করল। আবূ বছীর তাদের একজনকে বললেন ঃ তোমার তরবারিটি তো বেশ! লোকটি কোষ থেকে তরবারিটি বের করে বলল ঃ হাঁ, খোদার কসম, এটি খুব উৎকৃষ্ট তরবারি। আমি বারবার একে পরীক্ষা করেছি।

আবূ বছীর লোকটিকে বললেন ঃ আমাকেও দেখাও তো, দেখি কেমন তরবারি। লোকটি তরবারি দিয়ে দিল। আবূ বছীর কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ আঘাত করলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। অপর ব্যক্তি প্রাণপণে পলায়ন করে মদীনায় এল এবং মসজিদে-নববীতে প্রবেশ করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে দেখে বললেন ঃ নিশ্চয়ই লোকটি কোন ভয়ংকর ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটে যেয়ে বলল ঃ আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে। এখন আমাকেও কতল করা হবে। ইতিমধ্যে আবূ বছীরও এসে গেলেন। তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আপনার অঙ্গীকারকে পূর্ণ করেছেন।

আপনি আমাকে তাদের হাতে অর্পণ করেছেন। এরপর আল্লাহ আমাকে তাদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ আবূ বছীর, তুমি তো যুদ্ধের অনল প্রজ্বলিত করে দিচ্ছ। যদি কেউ তার সঙ্গী থাকে, তবে খবর পৌঁছে যাবে এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একথা শুনে আবূ বছীর বুঝলেন হুযূর আবার তাকে কোরায়শদের হাতে অর্পণ করবেন। তাই তিনি মদীনা থেকে বের হয়ে সমুদ্রোপকূলে যেয়ে বাস করতে লাগলেন।

রাবী বর্ণনা করেন, এদিকে আবূ জন্দলও কোরায়শদের কাছ থেকে পলায়ন করে আবূ বছীরের সাথে মিলিত হলেন। এরপর কোরায়শদের মধ্য থেকে যেই মুসলমান হয়ে মক্কা থেকে বের হত, সে আবূ বছীরের সাথে মিলিত হয়ে যেত। অবশেষে তাদের একটি দল তৈরী হয়ে গেল এবং যথেষ্ট শক্তি সামর্থ্যও অর্জিত হয়ে গেল। তারা যখন শুনত যে, কোরায়শদের কোন কাফেলা সিরিয়া যাচ্ছে, তখন অতর্কিতে কাফেলার উপর আক্রমণ করে লোকজনকে হত্যা করত এবং ধনসম্পদ লুট করে নিত। কোরায়শরা বাধ্য হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে দূত পাঠিয়ে আবেদন করল ঃ আল্লাহ তায়ালা ও আমাদের আত্মীয়তার দোহাই, এখন থেকে কেউ মুসলমান হয়ে মদীনায় গেলে তাকে ফেরত পাঠাবেন না। আমরা এ শর্তটি প্রত্যাহার করে নিলাম। আপনি আবূ বছীর ও আবূ জন্দলকে মদীনায় ডেকে নিন। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের কাছে দূত প্রেরণ করলেন এবং আল্লাহতায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন ঃ

ঃ তিনিই আল্লাহ যিনি, তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর মক্কা অঞ্চলে কাফেরদের হাতকে তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাতকে কাফেরদের হাত থেকে নিবারিত করেছেন। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন। তারাই তো কুফরী করেছে, তোমাদেরকে নিবৃত্ত করেছে, বাধা দিয়েছে মসজিদুল-হারাম থেকে এবং বাধা দিয়েছে কোরবানীর জন্তুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছুতে। যদি মক্কায় কাফেরদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী না থাকত, যাদেরকে অজ্ঞাতসারে হত্যা করলে তোমরা অনুতপ্ত হতে, তবে তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত। এ জন্যে যে, তিনি যাকে ইচ্ছা আপন অনুগ্রহ দান করবেন। যদি তারা পৃথক থাকত, তবে আমি কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দিতাম। কেননা, কাফেররা তাদের অন্তরে মূর্খতাযুগের ঔদ্ধত্য পোষণ করে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রসূল ও মুমিনদেরকে প্রশান্তি দান করলেন, তাদের উপর তাকওয়ার কলেমা অপরিহার্য করলেন। তারা ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।"

ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও হাকেমের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) বলেনঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সেই বৃক্ষের নিচে ছিলাম, যার উল্লেখ কোরআন মজীদে করা হয়েছে। এ বৃক্ষের শাখা পল্লব হুযূর (সাঃ)-এর পিঠের উপরে নুয়ে ছিল। হযরত আলী (রাঃ) ও কোরায়শ দূত সুহায়ল ইবনে আমর তার সম্মুখে ছিলেন। নবী করীম (সাঃ) হযরত আলীকে বললেনঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখ।

সুহায়ল হযরত আলীর হাত চেপে ধরল এবং বললঃ আমরা রাহমান ও রাহীমকে চিনি না। আমাদের ব্যাপারে তাই লিখ, যার সাথে আমরা পরিচিত, অর্থাৎ বিইসমিকা আল্লাহুম্মা অতঃপর হযরত আলী লিখলেন هذا ما صالح عليه محمد رسول الله (এটা সেই সন্ধিপত্র, যা মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ সম্পাদন করেছেন।) এবারও সুহায়ল হযরত আলীর হাত চেপে ধরল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললঃ আপনি আল্লাহর রসূল হলে আমরা এ যাবত নিজেদের উপর অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছি। আমাদের ব্যাপারে তাই লিখুন, যা আমরা বিশ্বাস করি, অর্থাৎ মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ' লিখুন। এ কথাবার্তা চলাকালেই ত্রিশজন সশস্ত্র যুবক আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করল। তারা আমাদের মুখমণ্ডলে আলোড়ন সৃষ্টি করে দিল। নবী করীম (সাঃ) তাদের জন্যে বদদোয়া করলেন। আল্লাহ তাদেরকে মূক করে দিলেন। হাকেমের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে অন্ধ করে দিলেন। আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম। হুযূর (সাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কেউ তোমাদেরকে অভয় দিয়েছেন কি? তারা বললঃ না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে ছেড়ে দিলেন।

মুসলিম হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি শানিয়াতুল মিরারে আরোহণ করবে? যে ব্যক্তি আরোহণ করবে, আল্লাহ তার বনী-ইসরাঈলের সমপরিমাণ গোনাহ মাফ করে দিবেন। অতঃপর সর্বপ্রথম সেই ঘাটিতে বনী-খাযরাজের ঘোড় সওয়াররা আরোহণ করল। এরপর অন্যরা আরোহণ করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ লাল উটওয়ালা ছাড়া তোমাদের সকলেরই মাগফেরাত করা হয়েছে। ছাহাবীগণ লাল উটওয়ালাকে বললেনঃ এস, তোমার জন্যে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এস্তেগফার করি। সে বললঃ আমার উট হারিয়ে গেছে। তোমাদের নবী আমার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করবেন– এর তুলনায় হারানো উট পাওয়াটাই আমার কাছে অধিক প্রিয়। লোকটি আসলে তার হারানো উটের তালাশে ছিল।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ হোদায়বিয়ার বছরে আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। আসফানে বিশ্রাম গ্রহণের

পর শেষ রাতে সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে হানযাল ঘাঁটিতে এলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ এই যে সম্মুখে ঘাঁটি দেখতে পাচ্ছ, আজিকার রাতে এটি আমাদের জন্যে সেই দ্বারের মত, যার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বনী-ইসরাঈলকে বলেছিলেন– وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْلَكُمْ خَطَايَاكُمْ (তোমরা সেজদাবনত হয়ে দ্বারে প্রবেশ কর এবং "হিত্তাতুন" বল। আমি তোমাদের সকল গোনাহ মাফ করব।) অর্থাৎ, আজিকার রাতে যে মুসলমান এ টিলা অতিক্রম করবে; তাকে মাফ করা হবে। আমরা সেই টিলা অতিক্রম করার সময় কিছুক্ষণ থেমে গেলাম। আমি আরয করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, কোরায়শরা আমাদের আগুনের আলো দেখে ফেলবে। তিনি বললেনঃ আবু সায়ীদ, এরূপ কখনও হবে না।

ভোর হলে হুযূর (সাঃ) আমাদেরকে নামায পড়ালেন এবং বললেনঃ সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আজিকার রাতে তোমাদের সকলেরই মাগফেরাত করা হয়েছে। তবে একজন উষ্ট্রারোহীর মাগফেরাত হয়নি। আমরা সকলেই লোকটির খুঁজে বের হলাম কিন্তু সে সেখানে ছিল না। অতঃপর আমরা এক বেদুইনকে সকলের মধ্যে পেলাম।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ এমন এক কওম আসতে পারে যাদের আমলের সামনে তোমরা নিজেদের আমলকে তুচ্ছ মনে করবে। আমরা আরয করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, তারা কোন্ কওম? তারা কি কোরায়শী? তিনি বললেনঃ না; বরং তারা এয়ামনী, তারা অত্যন্ত কোমলপ্রাণ। আমরা বললাম ঃ তারা কি আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন ঃ যদি কারও কাছে স্বর্ণের পাহাড় থাকে এবং সে তা ব্যয় করে, তবে সে তোমাদের এক মুদ ও অর্ধ মুদ ব্যয় করার মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে না। মনে রেখ, আমাদের ও তাদের মধ্যকার ব্যবধান এমন, যেমন তোমাদের ও তোমাদের পরবর্তী মুসলমানদের মধ্যকার ব্যবধান।

ওয়াকেদীর রেওয়ায়েতে আমর ইবনে আবদ বলেনঃ আমাদের লক্ষ্য ছিল যাতুল-খায়তলের ঘাঁটি। আমরা এর কাছে এলাম। যদি আমি একা সেটা পার করতে চাইতাম, তবে ঘাঁটিটি ছিল একটি ফিতার সমান। ঘাঁটিটি একটি প্রশস্ত মহাসড়কের মত বিস্তৃত হয়ে গেল। সে রাতে এর বিস্তৃতির কারণে সকলেই সারিবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। ঘাঁটিটি জোছনা রাতের মত আলোকময় হয়ে গেল। সকালে নামাযের পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আজিকার রাতে আল্লাহ তায়ালা সকল উষ্ট্রারোহীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তবে একজন ছোট উষ্ট্রারোহীর মাগফেরাত হয়নি। সে লাল রঙের উটের উপর সওয়ার।

মুসলিম হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ এক জেহাদে আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে গমনকালে দারুণ ক্ষুধা অনুভব করলাম। এমন কি, আমরা সওয়ারীর কিছু উট যবেহ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের ইচ্ছা করলাম। রসূলুল্লাহর (সাঃ) আদেশে আমরা নিজেদের খাদ্যসামগ্রী একটি চামড়ার দস্তরখান বিছিয়ে একত্রিত করলাম। আমি এগুলোর পরিমাণ আন্দাজ করার জন্যে গলা বাড়ালাম। একটি ছাগলছানা যতটুকু জায়গা নিয়ে বসে, খাদ্য সামগ্রীগুলো ততটুকু জায়গার মধ্যে ছিল। আমরা ছিলাম সংখ্যায় চৌদ্দ'শ। আমরা সকলেই সেখান থেকে তৃপ্ত হয়ে আহার করলাম। অবশেষে আমাদের খাদ্যের থলেগুলো ভরে নিলাম। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ ওযূর পানি আছে কি? এক ব্যক্তি তার লোটা নিয়ে উপস্থিত হল, যার মধ্যে সামান্য পানি ছিল। হুযূর (সাঃ) সেই পানি একটি বড় পাত্রে ঢেলে দিলেন। অতঃপর আমরা চৌদ্দ'শ মানুষ সেখান থেকে ওযূও করলাম। আমরা খুব স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে পানি ব্যবহার করলাম।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ হোদায়বিয়া থেকে ফিরার পথে কতক ছাহাবী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে তীব্র ক্ষুধার অভিযোগ করলেন। তারা বললেনঃ আপনি সওয়ারীর উট যবেহ করে খাওয়ার অনুমতি দিন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এরূপ করবেন না। অতিরিক্ত উট থাকলে তা আমাদের কাজে লাগবে। নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ আচ্ছা, তোমরা তোমাদের চামড়ার দস্তরখান বিছাও। সকলে তাই করল। অতঃপর তিনি বললেনঃ যার কাছে অবশিষ্ট খাদ্যসামগ্রী আছে, সে তা দস্তরখানে এনে রাখ। এরপর তিনি দোয়া করলেন এবং বললেনঃ আপন আপন পাত্র নিয়ে এস। অতঃপর আল্লাহ যে পরিমাণ চাইলেন, তারা খাদ্যসামগ্রী নিয়ে নিলেন।

বায়হাকী হযরত ওরওয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হোদায়বিয়ায় অবস্থান করে হযরত ওসমান (রাঃ)-কে কোরায়শদের কাছে প্রেরণ করলেন। তিনি ওসমানকে বললেনঃ তুমি কোরায়শদেরকে বলবে যে; আমরা যুদ্ধ করার ইচ্ছায় আসিনি; বরং ওমরা করার জন্যে এসেছি। আর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। মক্কায় যে সকল মুমিন পুরুষ ও নারী রয়েছে, তুমি তাদের কাছে যেয়ে সুসংবাদ দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মক্কার মাটিতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। তখন ঈমান গোপন করা প্রয়োজন হবে না।

হযরত ওছমান (রাঃ) কোরায়শদের কাছে চলে গেলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কোরায়শরা দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল। এদিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে-কেরামকে বয়াত তথা শপথ করার জন্যে অহ্বান জানালেন। ঘোষণা করা হল, জিবরাঈল বয়াতের আদেশ নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে আগমন করেছেন। সাহবায়ে-কেরাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে এই শর্তে বয়াত করলেন যে, তারা কোন অবস্থাতেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবেন না। এ সংবাদে মুশরিকরা ভীত হয়ে পড়ল। তারা সেইসব মুসলমানকে ছেড়ে দিল, যাদেরকে যিম্মি করে রেখেছিল এবং সন্ধির প্রস্তাব করল।

হোদায়বিয়ায় অবস্থানকারী মুসলমানগণ হযরত ওছমান (রাঃ)-এর ফিরে আসার পূর্বে পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলেন– ওছমান গণী বায়তুল্লায় চলে গেছেন। তিনি তওয়াফও করে থাকবেন। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ওছমান সম্পর্কে আমি এরূপ ধারণা করি না যে, আমাদিগকে এখানে বাধাপ্রাপ্ত অবস্থায় রেখে সে একা বায়তুল্লাহর তওয়াফ করবে।

অতঃপর হযরত ওছমান (রাঃ) ফিরে এলে সাহাবায়ে-কেরাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বায়তুল্লাহর তওয়াফ করছেন? তিনি বললেন ঃ আমার সম্পর্কে আপনাদের এই ধারণা ভ্রান্ত। আল্লাহর কসম, নবী করীম (সাঃ)-এর হোদায়বিয়ায় থাকা অবস্থায় যদি আমি এক বছরও মক্কায় অবস্থান করতাম, তবে তাঁর তওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতাম না। কোরায়শরা আমাকে তওয়াফের অনুমতি দিয়েছিল; কিন্তু আমি রাযী হইনি।

একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ আল্লাহর বিধানাবলী সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বাধিক জ্ঞাত এবং তাঁর ধারণা আমাদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশী উন্নত মানের।

বায়হাকী মোহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে-আকরাম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে বললেন ঃ লেখ এটা সেই সন্ধিপত্র, যা মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও সুহায়ল ইবনে আমর সম্পাদন করেছেন। কিন্তু হযরত আলী বেঁকে বসলেন যে, তিনি মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু লিখবেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি লিখ। তোমাকে সমান ছোয়াবই দেয়া হবে। কারণ, তুমি পরাভূত।

ইবনে সা'দ এয়াকূব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হোদায়বিয়ায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরাম সকলেই মাথার কেশ মুণ্ডন করেন এবং কোরবানীর উট যবেহ করেন। অতঃপর আল্লাহতায়ালার প্রেরিত একটি ঝঞ্ঝা বায়ু তাদের কেশসমূহ উড়িয়ে হেরেমের মধ্যে ফেলে দেয়।

আহমদ ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হোদায়বিয়া দিবসে সত্তরটি উট যবেহ্ করা হয়। কোরায়শদের বাধার কারণে বায়তুল্লায় পৌছতে না পেরে উটগুলো এমনভাবে কাঁদতে থাকে, যেমন সন্তানের শোকে কাঁদে।

ওয়াকেদী আবদুল্লাহ ইবনে আবী বকর ইবনে হযম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুয়ায়তাব ইবনে আবদুল ওয্যা বলত, হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে

যখন আমি মক্কায় ফিরে এলাম, তখন আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল মোহাম্মদ অচিরেই বিজয়ী হয়ে যাবেন।

বায়হাকী হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হোদায়বিয়া থেকে ফিরার পথে এক শেষ রাতে দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেন ঃ আমার হেফাযত কে করবে? আমি আরয করলাম ঃ আমি করব। তিনি বললেন ঃ তুমি ঘুমিয়ে পড়বে। এরপর তিনি বললেন ঃ আমাকে কে পাহারা দিবে? আমি পুনরায় আরয করলাম ঃ আমি দিব। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা, তুমিই পাহারা দাও। সেমতে আমি সম্পূর্ণ কাফেলাকে পাহারা দিলাম। যখন ভোর হয়ে গেল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথা অনুযায়ী আমাকে ঘুমে পেয়ে বসল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। এরপর সূর্যোদয়ের পরেই জাগ্রত হলাম। সকলেই জাগ্রত হয়ে গেলে হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা নামায থেকে গাফেল হয়ে যাবে– এটাই যদি আল্লাহর অভিপ্রায় না হত, তবে তোমরা ঘুমিয়ে পড়তে না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন যে, তাঁর বিধান তোমাদের পরে আগমনকারীদের জন্যে প্রকাশিত হোক। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সকলকে নিয়ে যথারীতি নামায আদায় করলেন। নামায শেষে তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের যে ব্যক্তি নামাযের সময় ঘুমিয়ে পড়ে, তার জন্যে বিধান হচ্ছে, যখন জাগ্রত হবে, তখনই সে নামায আদায় করবে।

এরপর সকলেই আপন আপন সওয়ারী নিয়ে এসে গেল। হুযূর (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ তুমি এদিকে যাও। আমি গেলাম এবং তাঁর উষ্ট্রীর নাকারশি নিয়ে এলাম, যা একটি বৃক্ষে লটকে গিয়েছিল। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আপনার উষ্ট্রীর নাকারশি একটি বৃক্ষে জড়ানো অবস্থায় পেয়েছি। হাত না লাগালে এটা খুলত না।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে মাজমা, ইবনে জারিয়া (রাঃ) বলেন ঃ আমরা যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হোদায়বিয়া থেকে ফিরে এলাম, তখন 'কুরা-গামীম' নামক স্থানে সূরা ফাতাহ্ নাযিল হল। এক ব্যক্তি আরয করল ঃ এটা কি ফাতাহ্ (বিজয়)? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এটা বিজয়।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবী ইয়ালা وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বললেন ঃ এই নিকটবর্তী বিজয়ের অর্থ হচ্ছে খয়বর বিজয় এবং وَاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا এর অর্থ হচ্ছে পারস্য ও রোম বিজয়, যা পরবর্তী কালে হওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছিল।

বায়হাকী মোজাহিদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) যখন হোদায়বিয়াতে ছিলেন, তখন তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয় যে, তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ শান্তিতে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। তাঁদের কারও মাথা মুণ্ডানো ছিল এবং কারও কেশ কর্তিত ছিল। অতঃপর সাহাবায়ে-কেরাম যখন হোদায়বিয়াতে কোরবানীর পশু যবেহ করলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি? এর প্রেক্ষাপটে আল্লাহতায়ালা এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ - لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ -

আল্লাহ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাহেন তো তোমরা মসজিদুল-হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে নিরাপদে – কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। (সূরা ফাতাহ)

এরপর সাহাবায়ে-কেরাম সেখান থেকে ফিরে আসেন এবং খয়বর জয় করেন। এর পরের বছর তাঁরা ওমরা আদায় করলেন। এভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) যখন এশার নামায পড়তেন, তখন শেষ রাকআতে 'কুনূতে-নাযেলা' পাঠ করতেন এবং এই দোয়া করতেন–পরওয়ার দেগার! ওলীদ ইবনে ওলীদকে মুক্তি দাও, পরওয়ারদেগার, আইয়াশ ইবনে আবী রবীযাকে রক্ষা কর, পরওয়ারদেগার, দুর্বল মুমিনদেরকে মুক্তি দাও। পরওয়ারদেগার, মুযার গোত্রের উপর এমন দুর্ভিক্ষ নাযিল কর, যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর আমলে হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সবসময় দুর্বল মুমিনদের জন্যে দোয়া করতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহতায়ালা তাদেরকে কোরায়শদের কবল থেকে মুক্তি দিলেন। মুক্তি লাভের পর তিনি তাদের জন্যে দোয়া করা ছেড়ে দেন।

'আল-আখবার' গ্রন্থে হায়ছাম ইবনে আদীর রেওয়ায়েতে সাঈদ ইবনে আছ (রাঃ) বলেন ঃ আমার পিতা আছ বদর যুদ্ধে নিহত হলে আমি আমার চাচা আবান ইবনে যায়ীদের লালন-পালনে এসে পড়লাম। সে বাণিজ্যের উদ্দেশে সিরিয়া গেল এবং এক বছর সেখানেই অবস্থান করল। এরপর সে ফিরে এল। সে রসূলুল্লাহ

(সাঃ)-এর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত। ফিরে এসেই সে সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করল ঃ মোহাম্মদের কি হল? আমার চাচা আবদুল্লাহ জবাব দিল ঃ খোদার কসম, মোহাম্মদ পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি শান-শওকতে অবস্থান করছেন এবং তাঁর সম্মান আরও বেড়ে গেছে। তার প্রচারিত দ্বীন পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি উচ্চস্তরে উন্নীত হয়ে গেছে।

এ কথা শুনে আবান চুপ হয়ে গেল এবং কোন প্রকার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করল না। এরপর সে ভোজের আয়োজন করে বনী-উমাইয়ার নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানাল। ভোজ শেষে সে বলল ঃ

ঃ বণী উমাইয়ার সম্মানিত নেতৃবৃন্দ! সিরিয়ায় অবস্থানকালে আমি বাকা নামক এক সন্ন্যাসীকে দেখেছি। সে চল্লিশ বছর পর্যন্ত গির্জার বাইরে মাটিতে পা রাখেনি। একদিন সে গির্জা থেকে নিচে অবতরণ করলে সকল মানুষ তাকে দেখার জন্যে সমবেত হল। আমিও তার কাছে গেলাম। আমি তাকে বললাম ঃ আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। সে আমাকে নিভৃতে নিয়ে গেল। আমি বললাম ঃ আমি একজন কোরায়শী। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করেছে। তার দাবী এই যে, আল্লাহ তাকে প্রেরণ করেছেন।

সন্ন্যাসী ঃ তার নাম কি?

আমি ঃ তার নাম মোহাম্মদ।

সন্ন্যাসী ঃ কতদিন পূর্বে আত্মপ্রকাশ করেছেন ?

আমি ঃ প্রায় বিশ বছর হয়ে গেছে।

সন্ন্যাসী ঃ আমি তোমার কাছে তার গুণাবলী ও দেহাবয়ব বর্ণনা করব না কি?

আমি হতবাক হয়ে বললাম ঃ অবশ্যই বর্ণনা করুন।

সন্ন্যাসী তাঁর গুণাবলী সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে বর্ণনা করল। অতঃপর সে বলল ঃ তিনি এই উম্মতের নবী। তিনি অবশ্যই বিজয়ী হবেন। তাঁকে আমার সালাম বলে দিয়ো। এরপর সন্ন্যাসী তার গির্জায় চলে গেল। এটা হোদায়বিয়ার বছরের ঘটনা।

ইবনে সা'দ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহতায়ালা আমার কল্যাণের ইচ্ছা করে আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেন। আমি মনে মনে বললামঃ মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মোকাবিলা করার জন্যে আমি সকল ক্ষেত্রেই উপস্থিত হয়েছি এবং প্রতি ক্ষেত্রেই আশাতীতরূপে এবং অলৌকিক পন্থায় তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁর এসব সাফল্য আল্লাহর সমর্থন ও সাহায্যের কথাই প্রমাণ করে। আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে, এক অসার বস্তুর জন্যে আমি আমার প্রচেষ্টা নিয়োজিত করছি। মোহাম্মদ (সাঃ) অচিরেই বিজয়ী হয়ে যাবেন।

মোহাম্মদ (সাঃ) যখন হোদায়বিয়া অভিমুখে গমন করছিলেন, তখন তাঁকে বাধা দেয়ার জন্যে আমি মুশরিকদের অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে বের হলাম। আমি আসফান নামক স্থানে তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের সাথে মিলিত হলাম। আমি তাঁর পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি তাঁর সহচরগণকে যোহরের নামায পড়ালেন। আমরা এই অবস্থায় তাঁর উপর হামলা করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আমাদের ইচ্ছা বদলে গেল। এতে কল্যাণই ছিল। তিনি আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হয়ে গেলেন। সেমতে তিনি আছরের নামায যুদ্ধকালীন পদ্ধতিতে পড়ালেন। ফলে আমাদের পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। আমি মনে মনে বললাম, লোকটি খোদায়ী হেফাযতপ্রাপ্ত। এরপর আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। আমাদের অশ্বারোহীরা যে রাস্তায় মোতায়েন ছিল, তিনি সেই রাস্তা পরিত্যাগ করে ডানদিকের পথ ধরলেন।

কোরায়শরা হোদায়বিয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সন্ধিচুক্তি স্থাপন করল। এর ফলে তিনি স্বস্তি পেলেন। তখন আমি মনে মনে বললাম, এখন আশ্রয়ের আর কি বাকী রইল। নাজ্জাশীর কাছে আশ্রয় নেয়ারও পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসারী হয়ে গেছেন। মুসলমানরা তার কাছে সুখে শান্তিতে বাস করছে। এখন আমি কি করব? সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দিকে চলে যাব এবং আপন ধর্ম বিসর্জন দিয়ে খৃষ্টধর্ম অথবা ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে নিব? এভাবে অনারবদের অনুগামী হয়ে তাদের মধ্যেই অবস্থান করব, না এখানে যারা এখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদের সহযোগী হয়ে আপন গৃহেই থেকে যাব? আমি সাংঘাতিকরূপে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলাম। ঠিকএমনি সময়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 'ওমরাতুল-কাযার' উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করলেন। আমি গা ঢাকা দিলাম। আমার ভ্রাতা ওলীদ ইবনে ওলীদ নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে এলেন। তিনি আমাকে অনেক তালাশ করেও পেলেন না। অবশেষে তিনি আমার নামে এই মর্মে একটি পত্র লিখলেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

ইসলাম থেকে তোমার পলায়ন আমাকে যারপর নাই বিস্মিত করেছে। তোমার বুদ্ধি বিকৃত, ইসলামের মত অমূল্য ধন কেউ হারাতে পারে কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে তোর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন এবং বলেছেন ঃ খালিদ কোথায়? আমি আরয করেছি, আল্লাহ তাকে নিয়ে আসবেন। তিনি বললেন ঃ তার মত ব্যক্তিত্বের ইসলাম থেকে দূরে থাকা উচিত নয়। সে যদি ইসলামের কাতারে এসে মুশরিকদের অবমাননা ও লাঞ্ছনার কারণ হত, তবে এটা তার জন্যে কল্যাণকর হত। আমরা তাকে অন্যদের অগ্রে স্থান দিতাম।

অতএব হে ভাই! যে সৌভাগ্য তোমার হাত ছাড়া হয়ে গেছে, সেটি পুনরুদ্ধারে ব্রতী হও এবং এই ক্ষতি পূরণ করে নাও।

হযরত খালিদ (রাঃ) বর্ণনা করেন – ভাইয়ের পত্র পাঠ করে আমি প্রভাবিত না হয়ে পারলাম না। ইসলামের প্রতি যে আগ্রহ আমার মনে দানা বেঁধেছিল, এ পত্র তাকে সজীব করে তুলল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি আমাকে অনাবিল আনন্দ ও প্রশান্তি দান করল। আমি তাঁর কাছে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। ইতিমধ্যে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি সংকীর্ণ ও অপ্রশস্ত জনবসতি এবং দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত এলাকা ও শহর থেকে বের হয়ে সতেজ ও সবুজে ঘেরা প্রশস্ত এলাকায় পৌছে গেছি। আমি মনে মনে বললাম, এটা নিশ্চিতই একটি সুসংবাদ।

মদীনায় পৌছার পর আমি স্থির করলাম যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর সাথে এই স্বপ্ন সম্পর্কে আলোচনা করব। সেমতে আমি তাঁকে স্বপ্নের কথা বললে তিনি মন্তব্য করলেন ঃ এটাই তোমার বের হওয়া, যার বদৌলতে আল্লাহ পাক তোমাকে ইসলামের তওফীক দান করেছেন। আর যে কঠোর অবস্থার মধ্যে তুমি ছিলে, সেটা ছিল কুফরী ও শিরকের অবস্থা।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে উপস্থিত হওয়ার পাকাপোক্ত সংকল্প করার পর আমি মনে মনে ভাবলাম, তাঁর কাছে যাওয়ার জন্যে আমি কাকে সঙ্গে নিয়ে যাব? আমি ছফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সাথে দেখা করলাম এবং বললাম ঃ হে আবূ ওয়াহাব! আমরা কি পরিস্থিতিতে আছি, তা তুমি দেখছ না? আমরা সকলেই দাঁতসদৃশ। তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে, মোহাম্মদ আরব ও আজমের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে গেছেন। যদি আমরা তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে তাঁর অনুসারী হয়ে যাই, তবে এটা আমাদের জন্যে উত্তম হবে। কেননা, মোহাম্মদের গৌরব ও মাহাত্ম্য আমাদেরই গৌরব ও মাহাত্ম্য।

ছফওয়ান কঠোরভাবে অস্বীকার করল এবং বলল ঃ যদি আমাকে ছাড়া কেউ অবশিষ্ট না থাকে, তবুও আমি মোহাম্মদের অনুসরণ করব না। এই কথাবার্তার পর আমি তার কাছ থেকে চলে এলাম এবং মনে মনে বললাম, ছফওয়ানের পিতা ও ভ্রাতা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে। ফলে তার অন্তরে জ্বালা আছে। এরপর আমি ইকরামা ইবনে আবী জহলের সাথে দেখা করলাম এবং ছফওয়ানের কাছে যা যা বলেছিলাম, তার কাছেও তাই বললাম। ইকরামাও আমাকে ছফওয়ানের অনুরূপ জওয়াব দিল। আমি তাকে বললাম ঃ তোমার সাথে যে কথাবার্তা হল, তা গোপন রাখবে। সে বলল ঃ আমি এ সম্পর্কে কারও কাছে কিছু বলব না।

হযরত খালিদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, এরপর আমি গৃহে এসে সওয়ারী প্রস্তুত করার আদেশ দিলাম। অতঃপর আমি ওছমান ইবনে তালহার কাছে গেলাম।

আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম ওছমান আমার গভীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলা উত্তম হবে। এরপর তার বাপদাদার নিহত হওয়ার কথা আমার মনে পড়ে গেল। এরপর আর তার সাথে আলাপ করা সমীচীন মনে করলাম

না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল যে, আমি যখন এখান থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছি, তখন তার সাথে কথা বললে ক্ষতি কি?

সেমতে আমি ওছমানের কাছে যেয়ে সেইসব কথাই বললাম, যা ইতিপূর্বে ছফওয়ান ও ইকরামার কাছে বলেছিলাম। আমি আরও বললাম ঃ আমাদের অবস্থা এখন শৃগালের গর্তের মত। এতে যত পানিই ঢালা হোক না কেন, গর্ত সকল পানি গিলে ফেলে।

আমার কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনে অতি শীঘ্রই সে পরিস্থিতির গভীরে পৌছে গেল। সে বিনা দ্বিধায় আমার সাথে একমত হয়ে সেই মুহূর্তেই রওয়ানা হতে সম্মত হল। সে বললঃ আমার এই উষ্ট্রীকে তুমি পথিমধ্যে বসা দেখতে পাবে।

খালিদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি ইয়াজিজ নামক স্থানে ওছমানের সাথে মিলিত হওয়ার পরিকল্পনা তৈরি করলাম। স্থির হল সে আমার পূর্বে সেখানে পৌছলে যাত্রা বিরতি দিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। আর আমি অগ্রে পৌছে গেলে তার জন্যে অপেক্ষা করব। সেমতে আমরা প্রত্যুষে রওয়ানা হয়ে গেলাম এবং ছোবহে ছাদিক পর্যন্ত ইয়াজিজে পরস্পরে মিলিত হলাম। পরদিন প্রত্যুষে সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে হাদা নামক স্থানে পৌছলাম। সেখানে আমরা আমর ইবনুল আছকে পেলাম। সে আমাদেরকে দেখে মারহাবা বলে জিজ্ঞেস করল ঃ কোথায় যাওয়া হচ্ছে? আমরা বললাম ঃ আপনি কোথায় যাচ্ছেন? সে বলল ঃ আগে তোমরা বল কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ?

আমরা বললাম ঃ ইসলামে প্রবেশ করতে এবং মোহাম্মদের অনুসরণ করতে যাচ্ছি। আমর ইবনুল আছ বলল ঃ এ সংকল্প আমাকেও গৃহ থেকে বের করেছে।

খালিদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) বলেন ঃ আমরা তিনজনেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে একসঙ্গে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলাম। হাররার ময়দানে উপস্থিত হয়ে উট থেকে অবতরণ করলাম। আমাদের আগমনের সংবাদ কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে পৌছিয়ে দিল। তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন। আমি সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করে তাঁর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করতেই ভাইয়ের সাথে দেখা হল। তিনি বললেন ঃ তাড়াতাড়ি যাও। তোমার আগমনের সংবাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) পেয়েছেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত মনে তোমাদের জন্যে অপেক্ষমাণ আছেন। আমরা দ্রুত রওয়ানা হয়ে গেলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে দেখে মুচকি হাসছিলেন। আমি সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সালাম করলাম। তিনি হাসিমুখে জবাব দিলেন। আমি বললাম ঃ আশহাদু আন্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্নাকা রসূলুল্লাহ।" তিনি বললেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَاكَ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তোমাকে সুপথ দেখিয়েছেন।

অতঃপর বললেন ঃ খালিদ! আমি তোমার মধ্যে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা লক্ষ্য করতাম। আমার ধারণা ছিল যখনই তুমি আল্লাহ প্রদত্ত এসব প্রতিভাকে কাজে লাগাবে, তখনই তোমার বিবেক তোমাকে কল্যাণের দিকে নিয়ে আসবে।

খালিদ ইবনে ওলীদ বর্ণনা করেন, আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি জানেন আমি বহুবার ইসলামের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি এবং সত্য ধর্মের অনুসারীদের মোকাবিলায় অশ্বারোহী সৈন্যদেরকে নিয়ে এসেছি। আপনি আল্লাহ পাকের দরবারে আমার এসব কুকর্ম ক্ষমা করার জন্যে দোয়া করুন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ ইসলাম পূর্ববর্তী সকল গোনাই মিটিয়ে দেয়।

হাকেম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) জেহাদের উদ্দেশ্যে উযকান নামক স্থানে মুশরিকদের সম্মুখীন হলেন। তিনি যখন সাহাবীগণকে যোহরের নামায পড়ালেন, তখন মুশরিকরা মুসলমানদেরকে রুকু ও সিজদা করতে দেখে পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল ঃ এটা চমৎকার সুযোগ। এই অবস্থায় তোমরা তাদের উপর অতর্কিতে হামলা করতে পারবে। তারা পূর্বাহ্নে টেরও পাবে না। তাদের এক ব্যক্তি বলল ঃ মুসলমানদের এরপর আরও একটি নামায (আছর) আছে, যা তাদের কাছে তাদের পরিবার-পরিজনের চেয়ে অধিক প্রিয়। অতএব সে সময় তাদের উপর একযোগে আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত থাক।

আল্লাহ তায়ালা وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ الخ আয়াত নাযিল করলেন এবং মুশরিকদের এই পরিকল্পনা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে অবগত করে দিলেন। তিনি যখন আছরের নামায পড়ালেন, তখন মুশরিক বাহিনী সম্মুখে কেবলার দিকে ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের পশ্চাতে মুসলমানদের দু'টি কাতার করে 'ছালাতে-খওফ' তথা যুদ্ধকালীন পদ্ধতিতে নামায পড়ালেন। ফলে মুশরিকরা দেখল যে, মুসলমানদের এক কাতার সিজদা করছে এবং এক কাতার দাঁড়িয়ে শত্রুপক্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। তারা বলতে লাগল ঃ আমরা তাদের উপর হামলা করার ব্যাপারে যে পরিকল্পনা করেছিলাম, সে সম্পর্কে তারা অবহিত হয়ে গেছে।

যীকার্দ যুদ্ধ

মুসলিম সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মুশরিকরা মুসলমানদের কিছু সংখ্যক উট লুট করে নিয়ে গেলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তারা (লুটের উট নিয়ে) গাতফান ভূমিতে অবস্থান করবে। ইতিমধ্যে জনৈক গাতফানী এসে সংবাদ দিল যে, মুশরিকরা অমুক গাতফানীর বাড়ী হয়ে গমন করেছে। সে তাদের জন্যে একটি উট যবেহ্ করেছে।

মুসলিম ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, মুশরিকরা মদীনার গবাদি পশু লুট করে পালিয়ে যায়। 'আযা' নাম্নী একটি উষ্ট্রীও এসব গবাদি পশুর মধ্যে ছিল। তারা একজন মুসলমান মহিলাকেও গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। লুটেরারা সকলেই এক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়লে মহিলা সন্তর্পণে উঠে আযা উষ্ট্রীর কাছে এল এবং তার পিঠে সওয়ার হয়ে ছহিছালামতে মদীনায় পৌঁছে গেল।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আছে যে, আবূ কাতাদাহ (রাঃ) মদীনায় আগত সওয়ারীর জন্তুসমূহের মধ্য থেকে একটি ঘোড়া ক্রয় করলেন। এরপর তার সাথে মুশরিক মুসইদা কেযারী দেখা করতে এল। সে জিজ্ঞাসা করল ঃ হে আবূ কাতাদাহ! এই ঘোড়া কেন? আবূ কাতাদাহ বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গী হয়ে জেহাদে যেতে চাই। তাই ঘোড়াটি ক্রয় করে প্রস্তুত রেখেছি। মুসইদা বলল ঃ তোমাদেরকে হত্যা করা তো খুবই সহজ।

একথা শুনে আবূ কাতাদাহ বললেন ঃ আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশা করছি যে, ভবিষ্যতে এই ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আমি তোমার সাথে দেখা করব। মুসইদা বলল ঃ আমীন!

একদিন আবূ কাতাদাহ্ এই ঘোড়াকে চাদরের আঁচল থেকে খোরমা খাওয়াচ্ছিলেন। ঘোড়াটি হঠাৎ মাথা উঁচু করল এবং কান নিচু করল। আবূ কাতাদাহ্ বললেন ঃ আল্লাহর কসম, সে প্রতিপক্ষের ঘোড়ার ঘ্রাণ পেয়েছে। আবূ কাতাদাহ্র জননী বললেন ঃ বেটা, আমরা মূর্খতা যুগে বাপের বেটাই ছিলাম 'মায়ের বেটা' ছিলাম না। এখন যখন আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ (সাঃ)-কে আমাদের মধ্যে এনেছেন, তখন আমরা কিরূপে মায়ের বেটা হতে পারি? অতঃপর ঘোড়াটি পুনরায় তার মাথা উত্তোলন করল এবং কান নিচু করল। আবূ কাতাদাহ বললেন ঃ খোদার কসম, সে প্রতিপক্ষের ঘোড়ার ঘ্রাণ পেয়েছে। এরপর বিলম্ব না করে তিনি ঘোড়ার পিঠে গদি কষলেন এবং অস্ত্র নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সাথে দেখা হলে সে বলল ঃ লুণ্ঠিত উটগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ সেগুলো উদ্ধার করতে গেছেন। আবূ কাতাদাহ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে দেখা করলেন। তিনি আদেশ করলেন ঃ আবূ কাতাদাহ! যাও। আল্লাহ তায়ালা তোমার সঙ্গে আছেন।

আবূ কাতাদাহ বর্ণনা করেন— আমি গেলাম। হঠাৎ আমি দেখলাম কিছুলোক উটগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি কালবিলম্ব না করে তাদের উপর হামলা করলাম। আমার ললাটে একটি তীর লাগল। আমি সেটি বের করে আনলাম। আমার ধারণা ছিল যে, আমি তীরের ফলা বের করে ফেলেছি। আমার সম্মুখে জনৈক দক্ষ অশ্বারোহী এল। তার মুখমণ্ডল শিরস্ত্রাণে আবৃত ছিল। সে বলল ঃ আবূ

কাতাদাহ! আল্লাহ আমাকে তোর সাথে মিলিয়েছেন। অতঃপর সে আপন মুখমণ্ডল খুলে দিল। অমনি আমি মুসইদা ফেযারীকে চিনতে পারলাম। সে বলল ঃ তরবারি কিংবা বর্শা দিয়ে যুদ্ধ করব, না মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হব? তুমি যা চাইবে, তাই করব। আমি বললাম ঃ তোর ইচ্ছা। সে বলল ঃ মল্লযুদ্ধই ভাল। অতঃপর সে তার ঘোড়া থেকে নিচে অবতরণ করল। আমিও আমার ঘোড়া থেকে নেমে পড়লাম। শুরু হল মল্লযুদ্ধ। আমি তাকে ভূতলশায়ী করে বুকের উপর চেপে বসলাম। অতঃপর হাত দিয়ে তার তরবারিতে আঘাত করলাম। পরক্ষণেই সে দেখল যে, তার তরবারি আমার হাতে এসে গেছে।

মুসইদা বলল ঃ হে আবূ কাতাদাহ! আমাকে জীবিত থাকতে দে। আমি বললাম ঃ আমি তোকে জীবিত ছাড়ব না। সে বলল ঃ আমার সন্তানদের কে লালন-পালন করবে? আমি বললাম ঃ অগ্নি আছে। অতঃপর আমি তার প্রাণ সংহার করলাম। আমি আমার চাদর খুলে তাতে মুসইদার মৃতদেহ জড়িয়ে দিলাম। তার কাপড় নিজে পরিধান করে অস্ত্রও নিয়ে নিলাম। অতঃপর তার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেলাম। কেননা, আমার ঘোড়া মোকাবিলার সময় পালিয়ে মুসলিম বাহিনীর দিকে চলে গিয়েছিল। বাহিনীর জওয়ানরা তাকে দেখে চিনে নেয়।

আমি সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে মুসইদার ভাতিজার নিকট পৌছলাম। সে সতের জন অশ্বারোহীর মধ্যে ছিল। আমি এত জোরে তার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করলাম যে, তার কোমর ভেঙ্গে নাড়িভুড়ি বের হয়ে পড়ল। যে উটগুলোকে তারা নিয়ে যাচ্ছিল, আমি বর্শা উঁচিয়ে সেগুলোকে ফিরালাম।

নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ লশকরের জায়গায় আগমন করলেন। তিনি আবূ কাতাদাহর ঘোড়াটিকে পা কাটা অবস্থায় দেখতে পেলেন। এক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আবূ কাতাদাহর ঘোড়ার পা কেটে দেয়া হয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) তাকে দু'বার বললেন ঃ তোমার জননীর কল্যাণ হোক, যুদ্ধে তোমার অনেক শত্রু আছে।

আবূ কাতাদাহ বলেন ঃ এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই জায়গায় এলেন, যেখানে আমি মুসইদার সাথে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। হঠাৎ তিনি আবূ কাতাদাহর চাদরে জড়ানো একটি মৃতদেহকে পড়ে থাকতে দেখলেন। এক ব্যক্তি বলে উঠল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আবূ কাতাদাহকে শহীদ করা হয়েছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ আবূ কাতাদাহর প্রতি রহমত নাযিল করুন। আল্লাহর কসম, আবূ কাতাদাহ লশকরের পিছনে সমর সঙ্গীত গাইতেছে।

হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক ও ওমর ফারুক (রাঃ) দ্রুতগতিতে মৃতদেহের দিকে অগ্রসর হলেন। মৃতদেহের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে নিতেই তারা মুসইদাকে দেখতে পেলেন। তারা বললেন ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্য

বলেছেন। এদিকে আমি উটগুলোকে একত্রিত করতে করতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন ঃ আবূ কাতাদাহ, তোমার মুখমণ্ডল গৌরবোজ্জ্বল হোক। তুমি অশ্বারোহীদের সরদার। আল্লাহ তোমার মধ্যে, তোমার সন্তানদের মধ্যে এবং তোমার পৌত্রদের মধ্যে বরকত দান করুন। তিনি আরও বললেন ঃ তোমার মুখমণ্ডলে একি দেখছি? আমি বললাম ঃ আমার ললাটে একটি তীর লেগেছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমার কাছে এস। অতঃপর তিনি খুব নম্রভাবে তীরের ফলাটি টেনে বের করলেন এবং ক্ষতস্থানে পবিত্র মুখের থুথু লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর তার উপরে আপন হাতের তালু দিয়ে ঈষৎ চাপ দিলেন। কসম সেই সত্তার, যিনি তাঁকে নবুওয়তের সম্মানে ভূষিত করেছেন। এরপর সারা জীবন আমার শরীরে কোন আঘাত লাগেনি এবং কোন ক্ষতও সৃষ্টি হয়নি।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে হযরত মুহরিয ইবনে নযলা (রাঃ) বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম দুনিয়ার আকাশ আমার জন্যে খুলে দেয়া হয়েছে। আমি তাতে প্রবেশ করে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌছে গেলাম। এরপর আমি সিদরাতুল-মুন্তাহা পর্যন্ত গেলাম। আমাকে বলা হল, এটা তোমার জায়গা। আমি এ স্বপ্নটি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। কেননা, তিনি ছিলেন স্বপ্নের সর্বোত্তম ব্যাখ্যাতা। তিনি বললেন ঃ তোমাকে শাহাদাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এর একদিন পর যীকার্দ যুদ্ধে হযরত মুহরিম শহীদ হয়ে যান।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে আবূ কাতাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ যীকার্দ যুদ্ধের দিন রসূলে করীম (সাঃ) আমাকে পেয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং বলেন ঃ ইলাহী! তার কেশে এবং ত্বকে বরকত দান কর। তিনি আমাকে বললেন ঃ তোমার মুখমণ্ডল গৌরবোজ্জ্ব হোক। তুমি মুসইদাকে হত্যা করেছ? আমি বললাম ঃ জ্বী হাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমার মুখে কি হল? আমি বললাম ঃ তীর লেগেছে। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে এস। আমি কাছে গেলে তিনি তাতে পবিত্র থুথু লাগিয়ে দিলেন। এরপর কখনও আমার কোন আঘাত লাগেনি এবং আঘাতে পুঁজও সৃষ্টি হয়নি। আবূ কাতাদাহ সত্তর বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন; কিন্তু মনে হত যেন পনের বছরের কিশোর।

ইবনে সা'দ মোহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) যীকার্দ যুদ্ধে 'বায়সান' নামক ঝরণার কাছ দিয়ে গমন করেন। এই ঝরণা সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জওয়াবে আরয করা হল যে, এর নাম বায়সান। এর পানি লবণাক্ত। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ বরং এর নাম নো'মান এবং এর পানি মিঠা। অতএব রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই ঝরণার নাম বদলে দিলেন এবং আল্লাহ পাক এর পানির স্বাদ পরিবর্তন করে মিঠা করে দিলেন।

খয়বর যুদ্ধ

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে খয়বরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং সারারাত বিরতিহীনভাবে চলতে লাগলাম। কাফেলার এক ব্যক্তি হযরত আমের ইবনে আওফকে বলল ঃ আপনি আমাদেরকে নিজের কিছু কবিতা শুনান। বলাবাহুল্য, তিনি কবি ছিলেন। আমের উষ্ট্রপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন এবং কবিতা গেয়ে গেয়ে উট হাঁকাতে লাগলেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ছিল এরূপ ঃ ইলাহী! তোমার সাহায্য না হলে আমরা সৎপথ পেতাম না। না আমরা যাকাত দিতাম না নামায পড়তাম। আমাদের গোনাহসমূহ মার্জনা কর। আমরা এটাই প্রার্থনা করি। শত্রুর সাথে মোকাবিলার সময় আমাদের পদযুগল অনড় রাখ। রসূলে আকরাম (সাঃ) বললেনঃ কে উট হাঁকাচ্ছে? সাহাবীগণ বললেন ঃ আমের। তিনি এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি রহমত নাযিল করুন। এক ব্যক্তি আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! তার জন্যে শাহাদত ওয়াজেব হয়ে গেছে।

যুদ্ধের সারিতে দণ্ডায়মান হয়ে আমের জনৈক ইহুদীর গোছায় আঘাত করার জন্যে তরবারি উত্তোলন করলেন। ঘটনাচক্রে তরবারির অগ্রভাগ তারই হাঁটুতে আঘাত করল এবং এতেই তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত সালামাহ্ ইবনে আকওয়া (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এই কবিতা পাঠক কে? সাহাবীগণ জওয়াব দিলেন ঃ আমের। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তোমার মাগফেরাত করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কারও জন্যে বিশেষভাবে এস্তেগফার করতেন, তখন সে অবশ্যই শহীদ হত।

বুখারী ও মুসলিম হযরত সালামাহ্ ইবনে আকওয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, খয়বর যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে যেতে পারেন নি। তাঁর চোখে অসুখ ছিল। তিনি মনে মনে বললেন, এটা কিরূপে সম্ভব যে, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে পিছনে থেকে যাব? সেমতে তিনি অসুস্থ চোখ নিয়েই রওয়ানা হলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মিলিত হলেন। খয়বর বিজয়ের পূর্ব রাত্রিতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আগামীকাল আমি এমন ব্যক্তিকে ঝাণ্ডা দিব, যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল পছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাতেই বিজয় দিবেন। এরপর দেখা গেল যে, হযরত আলী উপস্থিত আছেন। অথচ আমরা তাঁর উপস্থিতি আশাও করতাম না। সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেন ঃ এই যে আলী উপস্থিত আছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে ঝাণ্ডা দিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাতে সাফল্য দান করলেন।

মুসলিম অন্য তরিকায় সালামাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীর চোখে পবিত্র থুথু দিলে তিনি সুস্থ হয়ে যান। সালামাহ থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী ঝাণ্ডা নিলেন এবং দুর্গের নিচে গেড়ে দিলেন। দুর্গের উপর থেকে এক ইহুদী তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনি কে?

উত্তর হল ঃ আমি আলী। ইহুদী বলল ঃ হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের কসম, আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করবেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা সেদিনই হযরত আলীর হাতে খয়বর বিজয় সম্পন্ন করলেন।

আবূ নয়ীম বলেন ঃ এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ইহুদীদের প্রতি প্রেরিত কিতাবের তথ্য অনুযায়ী হযরত আলী সম্পর্কে তারা পূর্ব থেকেই জানত যে, তাঁর হাতে খয়বর বিজিত হবে।

ইমাম সুয়ূতী বলেন ঃ এ ঘটনাটি ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ, আবূ হুরায়রা, আবূ সায়ীদ খুদরী, এমরান ইবনে হুছায়ন, জাবের ও আবূ লায়লা আনছারীর রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত আছে। আবূ নয়ীম সবগুলো রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। সবগুলো রেওয়ায়েতেই চোখে থুথু দেয়া এবং তাতে হযরত আলীর চোখ সুস্থ হওয়ার কথাও বর্ণিত আছে।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত বুরায়দা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) খয়বরে বললেন ঃ আগামীকল্য ঝাণ্ডা এমন এক ব্যক্তিকে দিব, যে আল্লাহ ও রসূলের প্রিয়। সে খয়বরের দুর্গ জয় করবে। হযরত আলী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। অন্য কোরায়শগণ ঝাণ্ডা পাওয়ার জন্যে উৎসাহী হয়ে উঠেন। কিন্তু এর পরেই হযরত আলী (রাঃ) এসে পড়লেন। তিনি তখন চক্ষু রোগে ভুগছিলেন। রসূলে করীম (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ আমার কাছে এস। অতঃপর তিনি আলীর (রাঃ) উভয় চোখে পবিত্র থুথু দিয়ে দিলেন। ফলে তাঁর অসুখ দূর হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর হাতেই ঝাণ্ডা দিয়ে দিলেন।

বায়হাকী, আবূ নয়ীম ও তিবরানী আওসাতে আবদুর রহমান ইবনে আবী ইয়ালা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আলী (রাঃ) তীব্র গরমের দিনে মোটা কাপড়ের আলখেল্লায় তুলা ভর্তি করে পরিধান করতেন এবং কন্কনে শীতের দিনে দু'টি হালকা ও পাতলা কাপড় পরিধান করতেন। তিনি শীতের কোন পরওয়া করতেন না। কেউ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ নবী করীম (সাঃ) খয়বর যুদ্ধের দিন বললেন, কাল আমি এমন ব্যক্তিকে ঝাণ্ডা দিব, যে আল্লাহ ও রসূলের প্রিয়। আল্লাহ তায়ালা তার হাতে কামিয়াবী দান করবেন। সেমতে হুযূর (সাঃ) আমাকে ডেকে ঝাণ্ডা দিলেন এবং বললেন ঃ ইলাহী! শৈত্য ও উত্তাপ থেকে তাকে হেফাযত কর। এরপর থেকে আমি শৈত্য ও উত্তাপ অনুভব করিনা।

ইবনে ইসহাক, হাকেম ও বায়হাকী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ইহুদী মারহাব খয়বরের দূর্গ থেকে বের হয়ে ঘোষণা করল ঃ আমার মোকাবিলা কে করবে? মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা বললেন ঃ আমি করব। হুযূর (সাঃ) মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে বললেন ঃ মোকাবিলার জন্যে দাঁড়িয়ে যাও। অতঃপর তিনি দোয়া করলেন ঃ পরওয়ারদেগার! মারহাবের মোকাবিলা করার জন্যে ইবনে মাস্‌লামাকে সাহায্য কর। এরপর মোকাবিলায় মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা মারহাবকে হত্যা করলেন।

বায়হাকী মূসা ইবনে ওকবা ও হযরত ওরওয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, খয়বরবাসীদের মধ্য থেকে জনৈক কৃষ্ণকায় গোলাম আগমন করল। তার সঙ্গে ছিল তার মালিকের এক পাল ছাগল। সে এসেই বলল ঃ যদি আমি মুসলমান হয়ে যাই, তবে কি পাব? নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ তুমি জান্নাত পাবে। গোলাম আরয করল ঃ হে আল্লাহর নবী! এই ছাগলগুলো আমার কাছে আমানতস্বরূপ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এগুলোকে আমাদের লশকর এলাকার বাইরে নিয়ে যাও। এরপর এগুলোর প্রতি কংকর নিক্ষেপ করে আওয়াজ সহকারে তাড়িয়ে দাও। আল্লাহ তায়ালা তোমার আমানত যথাস্থানে পৌঁছে দিবেন। গোলাম তাই করল। সেমতে ছাগলগুলো মালিকের কাছে পৌঁছে গেল। ইহুদী মালিক বুঝতে পারল যে, তার গোলাম মুসলমান হয়ে গেছে। অতঃপর গোলাম ঘাতকের হাতে নিহত হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা এই গোলামকে মাহাত্ম্য দান করেছেন। তার অন্তর কল্যাণের প্রতি আগ্রহী এবং সাচ্চা ঈমানদার ছিল। আমি তার মাথার কাছে দু'জন আয়তলোচনা হুরকে দেখতে পেয়েছি।

বায়হাকী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, খয়বর যুদ্ধে সৈন্যরা এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করে। তার সাথে এক পাল ছাগল ছিল, সেগুলোকে সে চরাচ্ছিল। লোকটিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আনা হলে সে বলল ঃ আমি আপনার প্রতি এবং আপনার আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি। কিন্তু এই ছাগলগুলোর কি ব্যবস্থা করব ? এগুলো আমার কাছে আমানত। এতে কারও একটি, কারও দু'টি কারও এর বেশি ছাগল রয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ছাগলদের মুখে কংকর নিক্ষেপ কর। তারা তাদের মালিকদের কাছে পৌঁছে যাবে। সেমতে এক মুষ্টি কংকর নিয়ে ছাগলগুলির মুখে মেরে দেয়া হল। তারা দৌড়ে দৌড়ে আপন আপন মালিকের কাছে পৌঁছে গেল। এরপর লোকটি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হল। তার গায়ে একটি তীর বিদ্ধ হলে সে শহীদ হয়ে গেল। অথচ সে ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহর সামনে একটি সিজদাও করেনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তার কাছে আয়তলোচনা দু'জন হুর স্ত্রী রয়েছে।

হাকেম ও বায়হাকী শাদ্দাদ ইবনে হাদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক বেদুঈন ইসলাম গ্রহণ করে এবং মদীনায় হিজরত করে। খয়বর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিছু গণীমত লাভ করে তা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করেন। এ লোকটিকেও তার অংশ দিলেন। সে বলে উঠল ঃ আমি এজন্যে আপনার অনুসরণ করিনি; বরং এই উদ্দেশ্যে অনুসরণ করেছি, যাতে আমার (কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করে) এই জায়গায় একটি তীর লেগে যায়, যার ফলশ্রুতিতে আমি মারা যাই এবং জান্নাতে প্রবেশ করি। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ যদি তুমি আল্লাহকে সত্য বলে বিশ্বাস কর, তবে আল্লাহ তোমার বাসনা পূর্ণ করবেন। সেমতে যুদ্ধ শুরু হলে লোকটির সেই জায়গায় তীর লাগল, যেদিকে সে ইশারা করেছিল। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ সে আল্লাহকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে। তাই আল্লাহ তার সাধ পূর্ণ করেছেন।

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী বকর ইবনে হযম (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি খয়বরে হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ঃ আমরা অর্থাভাবে খুবই কষ্টে দিনাতিপাত করছি। আমাদের কাছে কিছুই নেই। হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেন ঃ পাওয়ারদেগার! তুমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত আছ। তাদের কোন সামর্থ্য নেই। তাদেরকে দেয়ার মত আমার কাছেও কিছু নেই। অতএব তুমি তাদের হাতে একটি বড় খাদ্যসামগ্রী বিশিষ্ট দূর্গ জয় করে দাও। সেমতে সাহাবায়ে-কেরাম গেলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁদের হাতে ছা'ব ইবনে মুয়াযের কেল্লা জয় করে দিলেন। খয়বরে এর চেয়ে অধিক খাদ্যসামগ্রী বিশিষ্ট কোন কেল্লা ছিল না।

ওয়াকেদী ও বায়হাকী আবু সুফিয়ান মোহাম্মদ ইবনে সহল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খয়বরে ইহুদীদের মোকাবিলা করছিলেন, তখন খয়বরবাসীরা নিযার নামক দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করল এবং কঠোর মোকাবিলা করল। এমন কি, একটি তীর এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাপড়ে লাগল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক মুঠি কংকর নিয়ে তাদের দুর্গে নিক্ষেপ করলেন। দূর্গ নড়ে উঠল এবং দেখতে দেখতে ভূমিসাৎ হয়ে গেল। মুসলমানরা অগ্রসর হয়ে দুর্গের অধিবাসীদেরকে গ্রেফতার করল।

বায়হাকী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) হযরত ছফিয়্যার চোখে সবুজ চিহ্ন দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এই সবুজ চিহ্ন কেন? তিনি বললেন ঃ আমি ইবনে আবিল হাকীকের কোলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম যে, একটি চাঁদ আমার কোলে এসে গেছে। আমি এ স্বপ্ন ইবনে আবিল হাকীকের কাছে বর্ণনা করলে সে আমাকে সজোরে চপেটাঘাত করে বলল ঃ ইয়াসরিবের রাজার রাণী হওয়ার বাসনা রাখ ? (এটা সেই চপেটাঘাতেরই চিহ্ন।)

ইবনে সা'দ হুমায়দ ইবনে হেলাল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ছফিয়্যা বর্ণনা করেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, এক জায়গায় আমি আছি এবং সেই ব্যক্তি আছেন, যিনি আল্লাহর রসূল হওয়ার দাবী করেন। একজন ফেরেশতা আমাদের দু'জনকে তার পাখার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। আমার লোকজন এই স্বপ্নের খণ্ডন করল এবং এ ব্যাপারে আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করল।

আবূ ইয়ালা হুমায়দ ইবনে হেলাল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ছফিয়্যা বলেছেন, আমি যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নীত হই, তখন তিনি আমার কাছে সর্বাধিক অপছন্দনীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমার কওম এরূপ করেছে, এরূপ করেছে। এরপর সেখানে থাকতে থাকতেই আমার পছন্দ হঠাৎ এমন পাল্টে যায় যে, তিনি সর্বাধিক পছন্দনীয় ব্যক্তি মনে হতে লাগল।

বায়হাকী আছেম আহয়ালের তরিকায় রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খয়বরে আগমন করেন, তখন খয়বরে খেজুর ফসলের অপূর্ব সমাহার ছিল। সাহাবীগণ প্রচুর খেজুর খেলেন এবং জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এর প্রতিকারের জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ মশকে পানি ঠাণ্ডা কর। অতঃপর ফজরের উভয় আযানের মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহর নাম নিয়ে সেই পানি শরীরে ঢেলে দাও। সাহাবায়ে কেরাম তাই করলেন। ফলে তাঁরা রোগ মুক্ত হয়ে গেলেন।

ওয়াকেদী ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি খয়বর রওয়ানা হলাম। সঙ্গে আমার গর্ভবতী স্ত্রীও ছিল। পথিমধ্যে তার রক্তস্রাব শুরু হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একথা জানালে তিনি বললেন ঃ পানিতে খেজুর ভিজিয়ে রাখ। খেজুর উত্তমরূপে ভিজে গেলে তোমার স্ত্রী সেই পানি পান করে নিবে। আমি তাই করলাম। ফলে আমার স্ত্রী কোন অসহনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি।

আবূ নয়ীম হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমরা খয়বর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার ইচ্ছা করে আমাকে বললেন ঃ আবদুল্লাহ! দেখ তো আড়াল করার কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় কিনা? আমি একটি বৃক্ষ দেখতে পেয়ে তাঁকে জানালে তিনি বললেন ঃ দেখ, আরও কিছু দেখা যায় কিনা? আমি এ বৃক্ষ থেকে যথেষ্ট দূরে আরও একটি বৃক্ষ দেখলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ উভয় বৃক্ষকে বলে দাও যে, আল্লাহর রসূলের নির্দেশে তোমরা পরস্পরে মিলে যাও। আমি উভয় বৃক্ষকে তাই বলে দিলাম। তারা পরস্পরে একত্রিত হয়ে গেল। প্রয়োজন শেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রস্থান করলে প্রত্যেক বৃক্ষ পুনরায় আপন আপন স্থানে চলে গেল।

ইবনে সা'দ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) যুদ্ধে জয়লাভের পর খয়বরবাসীদের সাথে নিম্নোক্ত শর্তে সন্ধি করেন ঃ

(১) আপন প্রাণ ও পরিবার পরিজনকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাবে,

(২) সোনা, রূপা ও এগুলো দিয়ে নির্মিত কোন বস্তু সঙ্গে নেয়া যাবে না।

এরপর কেনানা ও রবী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হল। তিনি তাদেরকে বললেনঃ তোমাদের সেইসব পাত্র কোথায়, যেগুলো তোমরা মক্কাবাসীদেরকে ধার দিতে? তারা বলল ঃ আমরা পলায়নপর অবস্থায় দিনাতিপাত করেছি। এক ভূখণ্ড আমাদেরকে লাঞ্ছিত করত এবং অন্য ভূখণ্ড সম্মান দিত। এই অবস্থায় আমরা সকল পাত্র নষ্ট করে ফেলেছি। রসূলে করীম (সাঃ) বললেনঃ মনে রেখ, তোমরা কোন বস্তু গোপন করলে আমি তার সংবাদ পেয়ে যাব। তখন এ জন্যে তোমাদের প্রাণ ও সন্তান-সন্তুতিকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

তারা উভয়েই এক বাক্যে বললঃ আপনি আমাদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা করবেন না। আমরা যা বলেছি এর খেলাফ হলে আমরা যে-কোন শাস্তি মাথা পেতে নিব।

এরপর রসূলে করীম (সাঃ) জনৈক আনছারীকে ডেকে বললেনঃ অমুক ভূ-খণ্ডের দিকে যাও। সেখানে কোন পানি ও বৃক্ষলতা নেই। এরপর সেখান থেকে খর্জুর বাগানের দিকে অগ্রসর হলে তুমি প্রথমেই ডানে কিংবা বামে একটি খর্জুর বৃক্ষ দেখবে। এরপর আরও একটি উঁচু বৃক্ষ দেখবে। সেই বৃক্ষে যা কিছু আছে, সব আমার কাছে নিয়ে এস। সেমতে আনছারী সেখানে গেলেন এবং সেখান থেকে ইহুদীদের পাত্র ও অন্যান্য সম্পদ নিয়ে এলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের উভয়কে মৃত্যুদন্ড দিলেন এবং তাদরে সন্তান-সন্ততিকে বন্দী করে নিলেন।

হারেছ ইবনে আবী উসামা হযরত আবু ওসামা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) খয়বর যুদ্ধে বললেনঃ যে ব্যক্তির উট দুর্বল কিংবা অবাধ্য, সে যেন যুদ্ধ থেকে ফিরে যায়। অতঃপর তিনি হযরত বেলালকে এ কথা লশকরের মধ্যে ঘোষণা করে দিতে বললেন। ঘোষণার পর এ ধরনের লোক ফিরে গেল। কিন্তু লশকরের মধ্যে এক ব্যক্তি একটি অবাধ্য উটে সওয়ার হয়ে রাতের বেলায় একটি দলের কাছ দিয়ে গমন করল। উট ক্ষিপ্ত হয়ে সওয়ারকে মাটিতে ফেলে দিল। এতে তার মৃত্যু হল লোকটির লাশ হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে আনা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ এর কি হয়েছে? ছাহাবীগণ ঘটনা বর্ণনা করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত বেলালকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি আমার ফরমান ঘোষণা করনি? বেলাল (রাঃ) বললেনঃ আমি ঘোষণা করেছিলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকটির নামাযে জানাযা পড়াতে অস্বীকার করলেন।

বায়হাকী হযরত ছওবান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সফরকালে বললেনঃ ইনশাআল্লাহ, আজ রাতে আমরা সফর করব। তাই

আমাদের সাথে এমন কোন ব্যক্তি যেন না চলে, যার উট দুর্বল কিংবা অবাধ্য। এতদসত্ত্বেও এক ব্যক্তি তার অবাধ্য উটে সওয়ার হয়েই রওয়ানা হয়ে গেল। পথিমধ্যে উট তাকে নিচে ফেলে দিল। ফলে তার উরু চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং সে মারা গেল। হুযূর (সাঃ) বেলালকে আদেশ দিলেন। তিনি তিনবার ঘোষণা করলেন যে, নবী করীমের (সাঃ) নির্দেশ অমান্যকারীদের জন্য জান্নাত বৈধ নয়।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে হযরত আবু বকর ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আমর (রাঃ) বলেনঃ হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) তাঁর শাসনামলে আমাকে লিখিত আদেশ দিলেন, 'কাছিবা' সম্পর্কে তদন্ত কর, এটা খয়বরের মাল থেকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রাপ্য এক পঞ্চমাংশ ছিল, না বিশেষভাবে তাঁরই ছিল! আমি এ সম্পর্কে ওমরা বিনতে আবদুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইবনে আবিল হাকীকের সাথে সন্ধি করার সময় নাতাত ও শিকের পাঁচটি অংশ করেন। তন্মধ্যে 'কাছিবা' ছিল এক অংশ। অতঃপর তিনি পাঁচটি বড়ি তৈরী করে একটিতে 'আল্লাহ' শব্দ লিখে দিলেন এবং দোয়া করলেনঃ পরওয়ারদেগার! আমার অংশ কাছিবায় করে দাও। সে মতে সর্বপ্রথম 'আল্লাহ' শব্দ লিখিত বড়িটি কাছিবার সীমার ভিতরই পাওয়া গেল। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, কাছিবা হচ্ছে নবী করীম (সাঃ)-এর এক পঞ্চমাংশ। অবশিষ্ট অংশগুলোর উপর কোন চিহ্ন ছিল না। সেগুলো মুসলমানদের জন্যে আঠার অংশে ভাগ করা হয়। আবু বকর বলেনঃ আমি এ তথ্যটি লিপিবদ্ধ করে ওমর ইবনে আবদুল আজীজের কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

বোখারীর রেওয়ায়েতে হযরত এয়াযিদ ইবনে আবী ওবায়দ (রাঃ) বলেনঃ আমি হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়ার (রাঃ) পায়ের গোছায় একটি আঘাতের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞাসা করলামঃ এটি কিসের চিহ্ন? তিনি বললেনঃ এ আঘাতটি খয়বর যুদ্ধে লেগেছিল। সকলেই বলছিল সালামাহ শহীদ হয়ে গেছে। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এলে তিনি তিনটি ফুঁক দিলেন। এরপর আজ পর্যন্ত এ আঘাতের কারণে আমার কোন কষ্ট হয়নি।

বোখারী ও মুসলিম হযরত সহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোন এক যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের তুমুল সংঘর্ষ হল। বহুলোক হতাহত হল। অতঃপর উভয় দলই আপন আপন লশকরের দিকে চলে গেল। মুসলমানদের মধ্যে এক (মুনাফিক) ব্যক্তি এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত কাফেরের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের হত্যা করছিল। মুসলমানরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আলোচনা করলেন যে, আজকের যুদ্ধে অমুক ব্যক্তি যেরূপ অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছে, তা আর কেউ দেখাতে পারেনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ এ লোকটি

তো দোযখী। ছাহাবায়ে-কেরামের কাছে এ উক্তি দুঃখজনক ঠেকল। তাঁরা বলতে লাগলেন, যদি অমুক ব্যক্তিও দোযখী হয়, তবে আমাদের মধ্যে জান্নাতী কে হবে? এক ব্যক্তি বললঃ আল্লাহর কসম, সে এই অবস্থায় কখনও মৃত্যু বরণ করবে না। এ কথা বলে সে লোকটির পিছনে পিছনে রইল। লোকটি দ্রুত চললে সেও দ্রুত চলত। সে থেমে গেলে সেও থেমে যেত। অবশেষে লোকটি গুরুতর রূপে আহত হল। যখমের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করার সংকল্প করল। সেমতে নিজের তরবারি মাটিতে রেখে আপন বক্ষ তার ধারাল অংশের উপর স্থাপন করল। অতঃপর সজোরে চাপ দিয়ে আত্মহত্যা করল। পশ্চাতে গমনকারী মুসলমান হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এসে আরয করলঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর সাচ্চা রসূল। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ ব্যাপার কি? সে লোকটির ঘটনা বর্ণনা করল।

বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমরা সফরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন যে, সে দোযখী, অথচ সে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করত। যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌঁছে লোকটি অসম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করল এবং গুরুতর আহত হল। ফলে সে নড়াচড়া করতেও সক্ষম ছিল না। হুযূর (সাঃ)-কে বলা হলঃ আপনি যার সম্পর্কে দোযখী বলেছিলেন, আল্লাহর কসম, সে আল্লাহর পথে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেছে এবং গুরুতর আহত হয়েছে।

হুযূর (সাঃ) বললেনঃ সে দোযখী। এতে কারও কারও মনে সন্দেহ দেখা দিল। অবশেষে লোকটি যখমের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আপন তূনের দিকে হাত বাড়াল এবং একটি তীর নিয়ে নিজেই নিজেকে হত্যা করল। ছাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আপনার কথা সত্য করে দিয়েছেন।

বায়হাকী যায়দ ইবনে খালিদ জুহানী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, খয়বর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গীগণের মধ্যে এক ব্যক্তির ইন্তেকাল হলে তিনি ছাহাবীগণকে বললেনঃ তোমরা তোমাদের সঙ্গীর নামাযে-জানাযা পড়ে নাও। কথা শুনে ছাহাবীগণের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তোমাদের সঙ্গী আল্লাহর পথে খিয়ানত করেছে। অতঃপর আমরা তার আসবাব পত্রের তল্লাশী নিলাম। সেখানে ইহুদীদের একটি হার পাওয়া গেল, যা দু'দেরহামেরও সমমূল্যের ছিল না।

বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে খয়বর যুদ্ধে ছিলাম। আমরা গনীমতে সোনারূপা পেলাম

না। তবে কাপড় ও অন্যান্য সম্পদ পেলাম। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) উপত্যকার দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি মুদগাম নামক একটি গোলাম উপহার পেয়েছিলেন। সে তাঁর গদি খুলছিল, এমন সময় একটি তীর এসে লাগায় সে শহীদ হয়ে গেল। ছাহাবীগণ বললেনঃ তার জন্যে জান্নাত মোবারক হোক।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ কখনই নয়। সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, খয়বর যুদ্ধে গনীমত বন্টনের পূর্বে যে চাদরটি সে চুরি করেছিল, সেটি তার প্রতি অগ্নিবর্ষণ করছে।

বোখারী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, খয়বর বিজিত হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে বিষমিশ্রিত একটি রান্না করা ছাগল পেশ করা হল। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ এখানে যত ইহুদী উপস্থিত আছে, সবাইকে একত্রিত কর। সে মতে সকল ইহুদীকে তাঁর সম্মুখে সমবেত করা হল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করব। তোমরা হয় অস্বীকার করবে, না হয় স্বীকার করে নিবে।

ইহুদীরা বললঃ খুব ভাল কথা।

হুযূরঃ তোমাদের পিতা কে?

ইহুদীঃ আমাদের পিতা অমুক।

হুযূরঃ তোমরা মিথ্যা বলেছ। তোমাদের পিতা অমুক নয়; বরং অমুক।

ইহুদীঃ আপনি ঠিকই বলেছেন।

হুযূরঃ তোমরা এই ছাগলে বিষ মিশ্রিত করেছ?

ইহুদীঃ হাঁ, আমরা এতে বিষ দিয়েছি।

হুযূরঃ কি কারণে তোমরা এরূপ করলে?

ইহুদীঃ আমাদের উদ্দেশ্যে ছিল আপনি মিথ্যা নবী হলে আমরা স্বস্তি পেয়ে যাব। আর সত্য নবী হলে এই বিষে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।

বায়হাকী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, এক ইহুদী মহিলা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে একটি রান্না করা বিষ মিশ্রিত ছাগল প্রেরণ করল। ছাহাবীগণ খেতে উদ্যত হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ থাম। এতে বিষ মিশ্রিত আছে। তিনি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন যে, তুমি এরূপ করলে কেন? সে বললঃ আমি জানতে চেয়েছিলাম যে, আপনি নবী হলে আল্লাহ আপনাকে এ সম্পর্কে অবগত করে দিবেন। আর মিথ্যাবাদী হলে মানুষ স্বস্তি পেয়ে যাবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাকে কিছুই বললেন না।

বায়হাকী হযরত আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, খয়বরে এক ইহুদী মহিলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে একটি বিষ মিশ্রিত ছাগল প্রেরণ করল। তিনি তা থেকে কিছু খেলেন এবং ছাহাবীগণও খেলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ থেমে যাও। এরপর মহিলাকে বললেনঃ তুমি এতে বিষ মিশ্রিত করেছ? সে বললঃ আপনাকে কে বলল? তিনি হস্তস্থিত একটি হাড়ের দিকে ইশারা করে বললেনঃ সে বলেছে। মহিলা বললঃ হাঁ, আমি বিষ মিশ্রিত করেছি।

ওয়াকেদী ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ) বলেনঃ আমি জরফ নামক স্থানে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি- এশার নামাযের পরে কারও কাছে যেয়ো না। গোত্রের এক ব্যক্তি রাতের বেলায় তার স্ত্রীর কাছে এসে অসহনীয় পরিস্থিতি দেখতে পেল। সে স্ত্রীকে কিছুই বলল না এবং তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করল। কিন্তু স্ত্রীর গর্ভ থেকে তার সন্তানও ছিল এবং স্ত্রীর প্রতি তার অগাধ ভালবাসাও ছিল। বলাবাহুল্য, সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাফরমানীর কারণে এই দুঃখজনক পরিস্থিতি দেখতে পেল।

মুসলিম হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) খয়বর থেকে ফেরার পথে সারা রাত সফর করেন। যখন আমাদের চোখে নিদ্রা প্রবল হল, তখন শেষ রাত্রে তিনি অবস্থান করলেন এবং বেলালকে বললেনঃ রাতে আমার হেফাযত কর। অতঃপর আপন সওয়ারীর সাথে ঠেস দিয়ে বসা অবস্থায় বেলালেরও নিদ্রা এসে গেল। তিনিও জাগ্রত হলেন না এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও ছাহাবায়ে-কেরামের মধ্যে কেউ জাগ্রত হলেন না। এমতাবস্থায় রৌদ্র উঠে গেল।

যায়দ ইবনে আসলাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত বায়হাকীর রেওয়ায়েতে উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বললেনঃ বেলাল যখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল, তখন শয়তান তার কাছে এসে তাকে শুইয়ে দিল এবং শিশুকে যেমন ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো হয়, তেমনিভাবে বেলালকে ঘুম পাড়াল। এরপর হুযূর (সাঃ) বেলালকে ডাকলেন। তিনিও তাই বললেন, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু বকরের কাছে বলেছিলেন। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার লশকর

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত শিহাব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে ত্রিশজন অশ্বারোহীর সঙ্গে ইয়াসির ইবনে রিসাম ইহুদীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এই দলে আবদুল্লাহ ইবনে আনীসও

ছিলেন। ইয়াসির আবদুল্লাহ ইবনে আনীসের মুখমন্ডলে এমন মারাত্মক আঘাত করল, যা তার মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

আবদুল্লাহ ইবনে আনীস হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে আগমন করলেন। তিনি ক্ষতস্থানে পবিত্র থুথু লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই ক্ষতস্থান থেকে কোন রক্তও বের হয়নি এবং তাঁর কোন প্রকার কষ্টও হয়নি।

ওমরাতুল কাযা

ওয়াকেদী ও বায়হাকী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) ওমরাতুল কাযার জন্যে অস্ত্রশস্ত্রসহ বাতনে-ইয়াজিজ পর্যন্ত আগমন করেন। এরপর একদল কোরায়শ তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললঃ মোহাম্মদ! আপনি এ পর্যন্ত আমাদের ছোটবড় কাউকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখেননি। আপনি নিজের কওমের কাছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাচ্ছেন; অথচ আপনি সন্ধিপত্রে শর্ত করেছিলেন যে, আপনি তাদের কাছে মুসাফির সুলভ হাতিয়ার নিয়ে এবং তরবারি কোষবদ্ধ করে যাবেন। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ আমি তোমাদের কাছে অস্ত্রসহ যাব না।

আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরাম মক্কায় আগমন করলে মুশরিকরা পরস্পর বলাবলি করলঃ তোমাদের কাছে যারা আসছে, তাদেরকে মদীনার জ্বর দুর্বল ও নিস্তেজ করে দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে তাদের এই উপহাস সম্পর্কে অবগত করে দিলেন। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাহাবায়ে-কেরামকে আদেশ দিলেন, তোমরা তওয়াফের তিন চক্করে রমল করবে; অর্থাৎ বুক ফুলিয়ে গর্বভরে চলবে, যাতে মুশরিকরা তোমাদের শক্তি সামর্থ্য প্রত্যক্ষ করে।

আহমদ ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) যখন ওমরার সফরে 'মাররুয্-যাহ্‌রানে' অবস্থান করছিলেন, তখন ছাহাবায়ে-কেরাম সংবাদ পেলেন, কোরায়শরা বলাবলি করছে- এরা এত দুর্বল ও কৃশ হয়ে গেছে যে, ঠিকমত দাঁড়াতেও পারে না। সাহাবায়ে-কেরাম একে অপরকে বললেনঃ যদি আমরা নিজেদের সওয়ারীর উটগুলোকে যবেহ করে এগুলোর গোশত ও শোরবা খেয়ে নেই, তবে আগামীকাল মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছুলে আমরা যথেষ্ট শক্তিবান ও সতেজ থাকতে পারব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ এরূপ করো না। তবে নিজেদের খাদ্য পাত্র আমার কাছে নিয়ে এস। সকলেই আপন আপন খাদ্য পাত্র এনে একত্রিত করলেন। অতঃপর দস্তরখান বিছিয়ে সকলেই পেটপুরে আহার করলেন। প্রত্যেকেই আপন খাদ্য পাত্রও ভরে

নিলেন। পরদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে হারামে প্রবেশ করলেন এবং ছাহাবায়ে-কেরামকে রমল করার আদেশ দিলেন। তখনকার দৃশ্য দেখে কোরায়শরা বলতে লাগল, কোথায় চলতেও রাযী ছিল না, আর এখন কি না হরিণের মত লাফালাফি করছে!

গালিব লায়ছীর অভিযান

ইবনে সা'দ জুনদুব ইবনে মুকায়ছ জুহানী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) গালিব লায়ছীকে একটি লশকরের সাথে প্রেরণ করেন। আমিও তাদের সাথে ছিলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) লশকরকে কুদিয়া নামক স্থানে বনী মলূহ গোত্রে অভিযান পরিচালনা করার আদেশ দেন। আমরা অভিযান শেষে তাদের উট হাঁকিয়ে নিয়ে এলাম। তারা তড়িৎগতিতে বিপদসংকেত দিল এবং অল্প সময়ের মধ্যে গোটা গোত্রকে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন ও মোকাবিলা করার জন্যে প্রেরণ করল। আমাদের সংখ্যা খুবই অল্প ও সীমিত ছিল এবং তাদের মোকাবেলা করার শক্তি আমাদের ছিল না। আমরা উটগুলোকে হাঁকিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে পড়লাম কিন্তু তারা আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে নিকটে পৌঁছে গেল। অবশেষে আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র উপত্যকা অন্তরায় হয়ে গেল। আমরা উপত্যকার একদিকে মুখ করা অবস্থায় ছিলাম। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা এই উপত্যকায় পানি নিয়ে এলেন। উপত্যকার উভয় প্রান্ত জলমগ্ন হয়ে গেল। সেদিন আমরা মেঘ অথবা বৃষ্টি কিছুই দেখিনি। অথচ উপত্যকায় এতবেশী পানি এসে গেল যে, তা পার করার সাধ্য কারও ছিল না। আমরা তাদেরকে দেখলাম, তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে; ফলে আমরা তাঁদের নাগালের বাইরে চলে এলাম।

যায়দ ইবনে হারেছার লশকর

আবূ নয়ীম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বনী ফিজারা গোত্রের উম্মে কারফা নাম্নী এক মহিলা নবী করীম (সাঃ)-কে হত্যা করার জন্যে তার পুত্র ও পৌত্রদের সমন্বয়ে গঠিত ত্রিশ জনের একটি অশ্বারোহী দল প্রেরণ করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সংবাদ পেয়ে বললেনঃ ইয়া আল্লাহ! তাঁকে সবংশে খতম করে দাও। অতঃপর তিনি যায়দ ইবনে হারেছাকে একটি দলসহ তাদের উদ্দেশে প্রেরণ করলেন। উভয় লশকরের মধ্যে সংঘর্ষ হল। ফলশ্রুতিতে উম্মে কারফা ও তার সন্তান সন্ততি সকলেই নিহত হল।

মূতা অভিযান

বোখারী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মূতা অভিযানে যায়দ ইবনে হারেছা (রাঃ)-কে আমীর নিযুক্ত করে বলেনঃ

যদি সে শহীদ হয়ে যায়, তবে হযরত জাফরকে আমীর করে নিবে। তাকেও শহীদ করা হলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আমীর হবে।

ওয়াকেদী রবীয়া ইবনে ওছমানের তরিকায় রেওয়ায়েত করেন যে, ইহুদী নোমান ইবনে রাহতী এসে অন্যান্য লোকের সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটে দাঁড়িয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন বলছিলেন- যায়দ ইবনে হারেছা লশকরের আমীর, সে শহীদ হয়ে গেলে জাফর ইবনে আবী তালেব আমীর এবং সেও শহীদ হয়ে গেলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আমীর হবে। যদি আবদুল্লাহও শহীদ হয়ে যায়, তবে মুসলমানরা নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে আমীর নির্বাচিত করে নিবে।

এ কথা শুনে ইহুদী নোমান বললঃ হে আবুল কাসেম! আপনি নবী হলে আপনি কমবেশী যাদের নাম বলেছেন, তারা সবাই শহীদ হয়ে যাবে। কেননা, বনী-ইসরাঈলের নবীগণের মধ্যে এটাই হয়ে এসেছে। তারা যখন কোন কওমের বিরুদ্ধে কাউকে আমীর নিযুক্ত করে বলতেন, সে শহীদ হয়ে গেলে অমুক আমীর হবে, তখন তারা একশ জনের নাম উচ্চারণ করলে একশ জনই শহীদ হয়ে যেত। এরপর সেই ইহুদী যায়দ ইবনে হারেছাকে বললঃ তুমি প্রস্তুত থাক, মোহাম্মদ নবী হলে তুমি আর ফিরে আসবে না। যায়দ বললেনঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, তিনি সত্য নবী এবং অত্যন্ত সৎকর্মপরায়ণ নবী।

ওয়াকেদী ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমি মূতা অভিযানে উপস্থিত ছিলাম। আমি এত সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া, রেশম ও সোনারূপা দেখলাম, যা দেখা কারও সাধ্যে ছিল না। আমার দৃষ্টি ঝলসে গেল। ছাবেত ইবনে আকরাম আমাকে বললঃ আবূ হুরায়রা! তোমার কি হল? তুমি শত্রুপক্ষের বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখে হতভম্ব হয়ে যাচ্ছ। তুমি বদর যুদ্ধে আমাদের সাথে ছিলে না। আমরা যে সাফল্য অর্জন করেছিলাম, তা সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে ছিল না।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম মূসা ইবনে ওকবা ও ইবনে শিহাব থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আমার কাছ দিয়ে জা'ফর ফেরেশতাদের দলের সাথে গমন করেছেন। তিনি ফেরেশতার মতই দ্রুতগতিতে যাচ্ছিলেন। যেন তাঁর দু'টি পাখা ছিল।

সাহাবায়ে-কেরাম বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়ালা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে মূতার মুজাহিদগণের খবর নিয়ে এলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে সংবাদ দাও। আর যদি চাও, তবে আমি তোমাকে বিস্তারিত সংবাদ বলে দিতে পারি। ইয়ালা বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ, আপনিই বর্ণনা করুন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) সমস্ত ঘটনা ও পরিস্থিতি বর্ণনা করলেন।

এসব শুনে ইয়ালা বললেনঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন, আপনি তাদের ঘটনাবলীর মধ্য থেকে কোন একটিও বর্ণনা না করে ছাড়েননি। রসূলে করীম (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহ তায়ালা আমার সম্মুখ থেকে ভূপৃষ্ঠের সকল আড়াল দূর করে দিয়েছিলেন। ফলে আমি স্বচক্ষে রণাঙ্গনের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি।

বোখারী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) হযরত যায়দ, জা'ফর ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে প্রেরণ করেন এবং যায়দের হাতে ঝাণ্ডা সমর্পণ করেন। তাঁরা তিনজনই শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁদের শাহাদতের সংবাদ আমার পূর্বেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে-কেরামকে বলে দিলেন। তিনি বললেনঃ যায়দের হাতে ঝান্ডা ছিল। সে শহীদ হয়ে গেলে জা'ফর ঝান্ডা তুলে নিল। সে-ও শহীদ হয়ে গেল। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঝান্ডা হাতে নিলে সে-ও শহীদ হয়ে গেল। এরপর খালিদ ইবনে ওলীদ আমীর নিযুক্ত না হয়েই ঝান্ডা হাতে নিল। সে কামিয়াব হয়ে গেল।

বায়হাকী আবু কাতাদাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মূতার উদ্দেশে সৈন্য প্রেরণের সময় বললেনঃ যায়দ ইবনে হারেছা তোমাদের আমীর। সে শহীদ হয়ে গেলে জা'ফর তোমাদের আমীর হবে। যদি সে-ও শহীদ হয়ে যায়, তবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আমীর হবে। তাঁরা রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করলেন। এরপর হুযূর (সাঃ) মিম্বরে এলেন এবং নামাযের প্রস্তুতি ঘোষণা করা হল। সকলেই সমবেত হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ তোমাদের লশকর সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অবগত করছি যে, দুশমনের সাথে মোকাবিলায় যায়দ শহীদ হয়ে গেছে। এরপর ঝান্ডা জা'ফরের হাতে যায়। শেষ পর্যন্ত সে-ও শহীদ হয়ে গেছে। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঝান্ডা তুলে নেয় এবং দৃঢ়তার সাথে জেহাদে প্রবৃত্ত হয়। শেষ পর্যন্ত তাকেও শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর খালিদ ইবনে ওলীদ নিজেই আমীর হয়ে ঝান্ডা তুলে নিয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বললেনঃ পরওয়ারদেগার! খালিদ তোমার একটি তরবারি। তুমিই তাকে সাহায্য কর। তখন থেকে হযরত খালিদ সায়ফুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত হন।

ওয়াকেদী ও বায়হাকী আবদুল্লাহ ইবনে আবী বকর ইবনে হযম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন মূতায় কাফেরদের সাথে সাহাবীগণের মোকাবিলা হল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) মিম্বরে এসে বসলেন। তাঁর ও সিরিয়ার মাঝখানে যে সকল বস্তু অন্তরায় ছিল, সেগুলোকে হটিয়ে দেওয়া হল। তিনি মিম্বরে বসে রণাঙ্গণ পরিদর্শন করছিলেন। তিনি বললেনঃ যায়দ ঝান্ডা নিয়েছে। তার কাছে শয়তান

এসেছে। সে তার দৃষ্টিতে পার্থিব জীবনের মহব্বত, মৃত্যুর তিক্ততা এবং দুনিয়ার মহব্বত সৃষ্টি করল। যায়দ বললঃ এখন মুমিনদের অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল হয়ে গেছে। কাজেই দুনিয়ার মোহ সৃষ্টি করে লাভ হবে না। অতঃপর সে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শহীদ হয়ে গেল। এরপর জান্নাতে প্রবেশ করল। সেখানে সে দ্রুতগতিতে পদচারণা করছে।

এরপর ঝান্ডা জা'ফরের হাতে গেল। তার কাছেও শয়তান এসে তার মনে জীবনের মহব্বত এবং মৃত্যুর তিক্ততা সৃষ্টি করার প্রয়াস পেল। জা'ফর বললঃ মুমিনদের অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় হয়ে গেছে। কাজেই তোর চেষ্টা ব্যর্থ হবে। অতঃপর সে সম্মুখে অগ্রসর হল এবং শহীদ হয়ে জান্নাতে চলে গেল। সে জান্নাতে ইয়াকূতের দু'টি পাখায় ভর করে উড়ছে। যথেচ্ছা গমন করছে। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঝান্ডা হাতে নিল এবং শহীদ হয়ে গেল। সে থেমে থেমে জান্নাতে প্রবেশ করল।

সর্বশেষ খবরটিতে আনছারগণের মনে কিছুটা বিষাদের ছায়া নেমে এল। তাঁরা প্রশ্ন করলেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্, তাঁর থেমে থেমে জান্নাতে প্রবেশ করার কারণ কি? তিনি বললেনঃ আহত হওয়ার কারণে তার মধ্যে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে। ফলে সে নিজেকে তিরস্কার করে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে এবং শহীদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার গোত্রের লোকজন আশ্বস্ত হল।

ওয়াকেদী স্বীয় ওস্তাদগণ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর জন্যে পৃথিবীস্থিত আড়ালসমূহ তুলে নেওয়া হয়। ফলে তিনি যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেন। যখন খালিদ ইবনে ওলীদ ঝাণ্ডা হাতে নিলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ এবার যুদ্ধের চুল্লী গরম হবে।

ইবনে সা'দ আবু আমের থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে যখন হযরত জা'ফর ও তাঁর সঙ্গীগণের শাহাদতের সংবাদ এল, তখন তিনি কিছুক্ষণ বিষন্ন হয়ে বসে থাকেন, এরপর মুচকি হাসেন। এই হাসির কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেনঃ আমার সহচরগণের শাহাদত আমাকে বিষন্ন করেছিল। এরপর আমি তাদেরকে জান্নাতে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকতে দেখে হেসেছি। তারা সিংহাসনে মুখোমুখি উপবিষ্ট রয়েছে। তাদের কারও মধ্যে আমি বিমুখতা অনুভব করেছি। যেন সে তরবারিকে অপছন্দ করছে। আমি জাফরকে দু'পাখা বিশিষ্ট ফেরেশতার মত দেখেছি। তার উভয় পাখা রক্ত রঞ্জিত।

হাকেম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর নিকটে হযরত আসমা বিনতে ওমায়স বসা ছিলেন।

হঠাৎ তিনি সালামের জওয়াব দিলেন, অতঃপর বললেনঃ হে আসমা, সে জা'ফর। সে জিব্রাইল, মিকাইল ও ইসরাফীলের সঙ্গে রয়েছে। সে আমাকে সালাম করেছে। তুমিও তার সালামের জওয়াব দাও। জা'ফর আমাকে বলেছে যে, সে অমুক অমুক দিন দুশমনের সাথে মোকাবিলা করেছে। তার শরীরের সম্মুখভাগে তীর, বর্শা, ও তরবারির তেহাত্তরটি যখম আছে। সে ডান হাতে ঝাণ্ডা নিলে ডান হাত কর্তিত হল। এরপর বাম হাতে নিলে তা-ও কর্তিত হয়ে গেল। উভয় হাতের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে দু'টি পাখা দিয়েছেন। সে জিবরাঈল, মিকাঈল উভয়ের সাথে উড্ডয়ন করে। জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা অবতরণ করে এবং জান্নাতের ফলমূলের মধ্য থেকে যেটি ইচ্ছা ভক্ষন করে।

ইবনে ইসহাক, ইবনে সা'দ, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত আসমা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার কাছে এসে বললেনঃ জা'ফরের শিশু সন্তানদেরকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তাদেরকে নিয়ে এলাম। তিনি তাদের ঘ্রাণ নিলেন। তার চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত হল। আমি আরয করলামঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি কাঁদছেন কেন? জা'ফর ও তার সঙ্গীদের কোন দুঃসংবাদ এসেছে কি? তিনি বললেনঃ হাঁ, অদ্য সে শহীদ হয়ে গেছে।

ওয়াকেদী, বায়হাকী ও ইবনে আসাকির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার মায়ের কাছে এলেন এবং তাঁকে আমার পিতার শাহাদতের সংবাদ দিলেন।। তিনি বললেনঃ আমি সুসংবাদ দেই যে, আল্লাহ তায়ালা জা'ফরের দু'টি পাখা তৈরী করে দিয়েছেন। সে জান্নাতে উড়ছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন এলেন, তখন আমি আমার ভাইয়ের জন্যে ছাগল ক্রয় করছিলাম। তিনি বললেনঃ পরওয়ারদেগার! তার কারবারে বরকত দান কর। তখন থেকে আমি যে-কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করি, তাতে বরকত হয়।

বোখারী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) যখন হযরত জা'ফরের পুত্রকে সালাম করতেন, তখন বলতেন اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِى الْجَنَاحَيْنِ সালাম তোমার প্রতি হে দু'পাখা ওয়ালার পুত্র।

হাকেম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন– আমি জান্নাতে গিয়ে দেখি, জা'ফর ফেরেশতাদের সাথে উড়ছে এবং হামযা সিংহাসনে ঠেস দিয়ে বসে আছেন।

দারেকুতনী গারায়েবে-মালেক গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আকাশের দিকে মাথা তুলে বললেনঃ "ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ"। সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ, এটা কি? তিনি বললেনঃ আমার কাছ দিয়ে জা'ফর একদল ফেরেশতার সাথে গমন করেছে। সে আমাকে সালাম করেছে।

হাকেম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ রাতে জা'ফর আমার কাছ দিয়ে একদল ফেরেশতার সাথে গমন করেছে। তার দু'টি রক্তাক্ত পাখা আছে, যার অগ্রভাগ সাদা।

ইবনে সা'দ মোহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে আলী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ আমি জা'ফরকে ফেরেশতার আকৃতিতে দেখেছি। সে জান্নাতে উড়ে বেড়াচ্ছে। তার পাখাদ্বয়ের অগ্রভাগ থেকে রক্ত ঝরছে। আমি যায়দ ইবনে হারেছাকে তার চেয়ে কম মর্তবায় দেখেছি। আমি বললামঃ আমি তো যায়দকে জা'ফররের চেয়ে কম মর্তবার মনে করতাম না। তখন জিবরাঈল আমার কাছে এসে বললেনঃ যায়দ জা'ফর অপেক্ষা মর্তবায় কম নয়। কিন্তু আমরা জা'ফরকে আপনার সাথে আত্মীয়তার কারণে একটু বেশী সম্মান করে থাকি।

হাকেম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেনঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি। আমি জা'ফরের মর্তবাকে যায়দের মর্তবার চেয়ে উচ্চ দেখলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি এর কারণ জানেন কি? আমি বললামঃ না। বলা হল, আপনার এবং জা'ফরের মধ্যে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, সে কারণেই জা'ফরের মর্তবা উঁচু করা হয়েছে।

যাতুস সালাসিল অভিযান

বায়হাকী ও ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাঃ) বলেনঃ আমি যাতুস-সালাসিল অভিযানে উপস্থিত ছিলাম। হযরত আবু বকর এবং ওমরও (রাঃ) আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম। তারা একটি যবেহ করা উটের কাছে সমবেত ছিল এবং উটের গোশত কাটাকাটি করতে পারছিল না। আমি উট যবেহ করা ও গোশত তৈরী করার কাজে পারদর্শী ছিলাম। আমি তাদেরকে বললামঃ তোমরা যদি এই উটের এক দশমাংশ আমাকে দাও তবে আমি এর গোশত দ্রুত তৈরি করে দিব। তোমরা এ শর্তে রাযী আছ কি? তারা বললঃ হাঁ, দিব।

আমি গোশত কেটে-কুটে তাদের মধ্যে বন্টন করে দিলাম এবং শর্ত অনুযায়ী এক দশমাংশ গোশত নিয়ে সঙ্গীদের কাছে এলাম। আমরা সকলেই সে গোশত খেলাম। হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) বললেনঃ হে আওফ, তোমার কাছে এই গোশত কোত্থেকে এল?

আমি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। তারা উভয়েই বললেন ঃ আমাদেরকে এই গোশত খাইয়ে তুমি ভাল করনি। অতঃপর তারা উভয়েই বমি করে পেট থেকে এই গোশত বের করতে শুরু করলেন।

ছাহাবীগণ যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন আমি সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তিনি বললেনঃ আওফ নাকি? আমি আরয করলামঃ জ্বী হাঁ। এছাড়া তিনি আমার সাথে আর কোন কথা বললেন না।

সাইফুল-বাহর অভিযান

বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ রসূলে করীম (সাঃ) আমাদেরকে তিনশ অশ্বারোহীর সাথে প্রেরণ করলেন। আমাদের নেতা ছিলেন আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ। আমরা কোরায়শদের একটি কাফেলার সন্ধানে ছিলাম। আমরা তীব্র ক্ষুধার সম্মুখীন হয়ে শেষ পর্যন্ত বৃক্ষের লতা-পাতা খেতে শুরু করলাম। এরপর সমুদ্র আমাদের জন্যে আম্বর নামক একটি মৎস্য তীরে নিক্ষেপ করল। পনের দিন পর্যন্ত আমরা এই মাছ খেয়ে বেশ মোটাতাজা হয়ে গেলাম। আবূ ওবায়দা এর একটি পাঁজরের হাড় নিয়ে খাড়া করলেন এবং লশকরের মধ্যে দীর্ঘতম ব্যক্তিকে তালাশ করলেন। তেমনি সর্বাধিক দীর্ঘ উট নিলেন। লোকটিকে উটে সওয়ার করিয়ে দিলেন। অতঃপর সে এই হাড়ের নিচ দিয়ে ওপারে চলে গেল।

মুসলিম হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেনঃ রসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে হযরত আবু ওবায়দার নেতৃত্বে কোরয়শদের একটি কাফেলার সন্ধানে প্রেরণ করেন। তিনি আমাদেরকে এক বস্তা খেজুর পাথেয় স্বরূপ দিলেন। এ ছাড়া আমাদের কাছে কোন কিছু ছিল না। আবূ ওবায়দা আমাদেরকে একটি করে খেজুর দিতেন। আমরা সেটি চুষে চুষে পানি পান করে নিতাম। এটিই সারা দিনের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যেত। ঘটনাক্রমে সমুদ্র আমাদের জন্যে আম্বর নামক একটি মৎস্য নিক্ষেপ করল। আমরা এক মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে এই মৎস্য খেলাম এবং মোটাতাজা হয়ে গেলাম।

মক্কা বিজয়

বায়হাকী মারওয়ান ইবনে হাকাম ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির ফল স্বরূপ এটা স্থির হয়েছিল যে, কেউ

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে কোন চুক্তি করতে চাইলে করতে পারে। পক্ষান্তরে কেউ কোরায়শদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাইলে তারও এরূপ করার ক্ষমতা আছে। সে মতে বনী খোযায়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে এবং বনু বকর কোরায়শদের কাতারে শামিল হয়ে গেল। তাদের এই চুক্তি সতের কিংবা আঠার মাস পর্যন্ত কার্যকর থাকে। এরপর বনু বকর ও বনী খোযায়ার মধ্যে পানি তথা একটি কূপের প্রশ্নে বিবাদ হয়ে গেল। বনু বকর রাতের বেলায় বনী খোযায়ার উপর হামলা করে বসল। কোরায়শরা মনে করল, রাতের অন্ধকারে কেউ টের পাবে না। সে মতে তারা বনু বকরকে কেবল অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ সরঞ্জাম দিয়েই সাহায্য করল না, উপরন্তু নিজেরা বনু-বকরের সাথে মিলে মিশে বনী খোযায়ার উপর হামলাও করল।

বনী খোযায়ার আমর ইবনে সালেম দ্রুতগামী উটে সওয়ার হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে খবর দেওয়ার জন্যে রওয়ানা হল। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি বললেনঃ হে আমর! তোমাদের মদদ করা হবে। এ কথাবার্তা বলার সময় আকাশে মেঘখন্ড দেখা গেল। হুযূর (সাঃ) মেঘখণ্ড দেখে বললেনঃ এই মেঘ বনী কা'বের সাহায্যার্থে প্রচুর বারিবর্ষণ করবে।

মোটকথা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে যুদ্ধপ্রস্তুতির আদেশ দিলেন এবং নিজেদের রওয়ানা হওয়ার বিষয়টি গোপন রাখলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছে এই বলে দোয়া করলেন যে, শত্রুর বস্তীতে উপনীত হওয়া পর্যন্ত যেন বিষয়টি কোরায়শদের কাছে অজানা থাকে।

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার পাকাপোক্ত ইচ্ছা করলেন, তখন হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতায়া গোপনে কোরায়শদের কাছে একটি পত্র লিখলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদের উপর হামলা করার জন্যে মুসলিম বাহিনীর প্রতি প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ জারি করেছেন।

পত্রটি মুযায়না গোত্রের এক মহিলাকে পারিশ্রমিক ঠিক করে অর্পন করা হল, যাতে সে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কোরায়শদের হাতে সেটি পৌঁছে দেয়। মহিলা পত্রটি তার মাথার চুলের মধ্যে রেখে উপরিভাগে খোপা বেঁধে নিল। অতঃপর সে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেল।

হযরত হাতেব (রাঃ)-এর এই কার্যক্রমের সংবাদ ঊর্ধজগত থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে গেল। তিনি হযরত আলী ও যুবায়র ইবনে আওয়াম (রাঃ)-কে প্রেরণ করলেন। তাঁরা যেয়ে হাতেব (রাঃ)-এর প্রেরিত মহিলাকে পত্রসহ ধরে ফেললেন।

বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে, যুবায়রকে এবং মেকদাদকে প্রেরণ করলেন এবং বললেনঃ তোমরা 'রওযা খাখ' পর্যন্ত যাও। সেখানে তোমরা উটের পিঠে এক পর্দানশীন মহিলাকে পাবে। তার কাছে একটি পত্র আছে। তোমরা পত্রটি হস্তগত করে নিবে। হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ আমরা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে চললাম এবং রওযা খাখে পৌঁছে গেলাম। সেখানে উটের পিঠে এক মহিলাকে পেয়ে বললামঃ শীঘ্র করে পত্রটি বের কর। কিন্তু সে এমন ভান করল যেন কিছুই জানে না। বললঃ একজন মুসাফির মহিলাকে উত্যক্ত করো না। আমার কাছে কোন পত্র নেই।

আমরা বললামঃ তোকে পত্র অবশ্যই দিতে হবে। নতুবা আমরা তোর দেহ তল্লাশী করব। যদি তোকে উলঙ্গ করার প্রয়োজন হয়, তবে আমরা তা করতেও দ্বিধা করব না।

অনেক কথা কাটাকাটির পর মহিলা খোপার ভিতর থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা সেটি নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। পত্রটি হাতেব ইবনে আবী বালতায়া (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিকের নামে ছিল। এতে তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কতিপয় গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করেছিলেন।

রসূলে করীম (সাঃ) হাতেবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হাতেব, এটা কি?

(বলাবাহুল্য, হযরত হাতেব ছিলেন একজন পাক্কা ও নিষ্ঠাবান মুসলমান।) তিনি বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ, আমার সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিবেন না। ব্যাপার এই যে, মক্কায় আমার সন্তানাদি থাকার কারণে আমি কোরায়শদের মিত্র ছিলাম। কারণ, আমি কোরায়শ বংশীয় নই। আপনার সঙ্গে যত মুহাজির আছেন, কোরায়শদের সাথে তাদের আত্মীয়তার বন্ধন আছে। ফলে কোরায়শরা তাদের সন্তান-সন্ততির হেফাযত করে। তাদের সাথে আমার কোন বংশগত সম্পর্ক না থাকার কারণে আমি সমীচীন মনে করলাম যে, তাদের সাথে কোন অনুগ্রহ মূলক আচরণ করা উচিত, যাতে তারা আমার সন্তান-সন্ততির হেফাযত করে। সুতরাং আমি এই পত্র ধর্মত্যাগ করার এবং ইসলামের পর কুফরে সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে লিপিবদ্ধ করিনি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাহাবায়ে-কেরামকে লক্ষ্য করে বললেনঃ দেখ, যা সত্য, হাতেব তাই বর্ণনা করেছে।

ওমর ফারুক (রাঃ) বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ, আমাকে অনুমতি দিন এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ হাতেব বদর যুদ্ধে শরীক ছিল। তোমরা কি জান, যারা বদরযোদ্ধা, তাদেরকে আল্লাহ্পাক বলে দিয়েছেন- যা চাও, কর। আমি তোমাদেরকে মাফ করলাম। এরপর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ الخ

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের অভিন্ন দুশমনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।

হাকেম ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা বিজয়ের বছরে দশ হাজার মুসলমান সমভিব্যাহারে মক্কা রওয়ানা হন এবং 'মাররুয-যাহরানে' অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর এই আগমনের বিষয়টি কোরায়শদের অজানা ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোন খবর তারা পাচ্ছিল না। তিনি কি করছেন, তাও তারা জানত না।

বায়হাকী ইবনে শিহাব থেকে রেওয়ায়েত করেন, কথিত আছে, মক্কা গমনের পথে হযরত আবু বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ, আমি নিজেকে এবং আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি, আমরা মক্কার নিকটে পৌঁছলে একটি কুকুর হাঁপাতে হাঁপাতে বের হয়ে এল।

আমরা তার কাছে পৌঁছলে সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি দেখলাম, তার স্তন থেকে দুধ বের হচ্ছে। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তাদের কুকুর চলে গেছে এবং দুধও এসে গেছে। তারা তোমার কাছে স্বজন তোষণের আবেদন করবে এবং তুমি তাদের কতকের মোকাবিলা করবে। যদি তুমি আবু সুফিয়ানের মুখোমুখি হয়ে যাও, তবে তাকে হত্যা করবে না। আবু সুফিয়ান ও হাকামের সাথে আমাদের মোকাবিলা হল।

মুসিলম, তায়ালেসী ও বায়হাকী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন আনছারগণ বলাবলি করলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন শহর ও আপন বংশের প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে গেছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ এ সময় ওহী আসতে শুরু করল। যখন ওহী আসত, তখন আমরা জানতে পারতাম। ওহী নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত কেউ তাঁর দিকে দৃষ্টি তুলে তাকাতে পারত না।

যখন ওহী সমাপ্ত হল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ হে আনছারগণ! তোমরা বলেছ যে, তাঁর মনে আপন শহরের প্রতি মহব্বত এবং আপন গোত্রের প্রতি দয়া সৃষ্টি হয়ে গেছে। কখনই নয়। তোমরা যা মনে করছ, তা কখনই হবে না। আমি তো আল্লাহর বার্তাবাহক ও রসূল। আমার জীবন মরণ তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। আমি তোমাদেরকে কিরূপে ত্যাগ করতে পারি?

এ কথা শুনে আনছারগণ ভাবের আতিশয্যে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর বিনয় সহকারে বললেনঃ আল্লাহর কসম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মহব্বতের তাগিদে এ কথাটি আমাদের মুখ থেকে বের হয়ে পড়েছে। কোন মন্দ খেয়ালের বশবর্তী হয়ে নয়। রসূলে আকরাম (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদের ভাবাবেগ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং তোমাদের ওযর কবুল করেন।

ইবনে সা'দ আবূ ইসহাক সুবাইয়ী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যুলজৌশন কেলাবী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এলে তিনি তাকে বললেনঃ তোমার ইসলাম গ্রহণে বাধা কিসের? সে বললঃ আপনার কওম কোরায়শ আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে, দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং আপনার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এখন আমি ভাবছি, যদি আপনি তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হন, তবে আমি আপনার প্রতি ঈমান আনব এবং আপনার অনুসরণ করব। পক্ষান্তরে যদি তারা বিজয়ী হয়, তবে আমি আপনার অনুসরণ করব না।

রসূলে আকরাম (সাঃ) বললেনঃ হে যুলজৌশন, যদি তুমি কিছুদিন জীবিত থাক, তবে ইনশাআল্লাহ অতি সত্বর আমার বিজয় প্রত্যক্ষ করবে।

যুলজৌশন বর্ণনা করেন- আমি খরবিয়া নামক স্থানে অবস্থান কালে মক্কার দিক থেকে জনৈক উষ্ট্রারোহী আগমন করল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ মক্কার খবর কি? সে বললঃ মোহাম্মদ (সাঃ) মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিজয় অর্জন করেছেন। তখন আমি অনুভব করলাম যে, এ পর্যন্ত ইসলাম থেকে দূরে অবস্থান করে আমি মূর্খতারই পরিচয় দিয়েছি।

হাকেম ও বায়হাকী আবু মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে কথা বলার সময় এক ব্যক্তি থর থর করে কাঁপছিল। তিনি তাকে বললেনঃ সহজ হও। আমিও একজন কোরায়শী মহিলার সন্তান, যিনি অনেক সময় গোশতের শুটকি খেয়েও জীবন ধারণ করতেন।

এক রেওয়ায়েত আছে- আমি তো কোন বাদশাহ নই।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে তিনশ ষাটটি মূর্তি দেখতে পেলেন। তিনি প্রত্যেকটি মূর্তির দিকে ছড়ি দিয়ে ইশারা করলেন এবং বললেন- সত্য এসে গেছে এবং বাতিল অপসৃত হয়েছে। বাতিল অপসৃত হওয়ারই বিষয়। তিনি যে মূর্তির দিকেই ইশারা করতেন, সেটিই ছড়ি স্পর্শ করা ব্যতিরেকেই আপনা-আপনি ভূমিসাৎ হয়ে যেত।

আবু নয়ীম হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন ছড়ি হাতে দণ্ডায়মান হলেন। তখন বায়তুল্লাহর আশেপাশে তিনশ ষাটটি প্রতিমা রাখা ছিল। পৌত্তলিকেরা এগুলোকে সীসা ও তামা গলিয়ে স্থাপন করে রেখেছিল। তিনি যখনই হাতের ছড়ি কোন প্রতিমার দিকে উত্তোলন করতেন, তখনই সেটি আপনা-আপনি ভূমিস্যাৎ হয়ে যেত। রসূলে করীম (সাঃ) তখন আল্লাহর এই বাণী উচ্চারণ করতেন ঃ

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

সত্য এসে গেছে এবং বাতিল অপসৃত হয়েছে। নিশ্চয় বাতিল অপসৃত হওয়ারই বিষয়।

এ সম্পর্কেই তামীম ইবনে আসাদ খুযায়ী এই কবিতা বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিমার কাছে ছোয়াব অথবা শাস্তির আশা রাখে, তার জন্যে প্রতিমাদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান আছে।

ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মক্কা বিজয়ের সময় এক রাতে মক্কার নিকটবর্তী হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কোরায়শের মধ্যে এমন চার ব্যক্তি আছে, যারা শিরক থেকে অনেকটি মুক্ত এবং সকলের চেয়ে বেশি ইসলামের প্রতি আগ্রহশীল। তাঁকে প্রশ্ন করা হলঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! তারা কারা?

তিনি বললেন ঃ ইতাব ইবনে ওসায়দ, জুবায়ব ইবনে মুতয়িম, হাকীম ইবনে হেযাম এবং সুহায়ল ইবনে আমর।

হাকেমের রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বায়তুল্লায় পৌঁছে আমাকে বললেন ঃ বসে যাও। আমি কা'বা প্রাচীরের এক পার্শ্বে বসে গেলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার কাঁধে আরোহণ করে বললেন ঃ দাঁড়িয়ে যাও। আমি তাঁকে বহন করে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আপন পায়ের নিচের দিকে দুর্বলতা অনুভব করে বললেন ঃ আলী, তুমি আমার কাঁধে আরোহণ কর। আমি আরোহণ করলে তিনি আমাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি ইচ্ছা করলেই আকাশের প্রান্ত স্পর্শ করতে পারি। আমি কা'বার ছাদে আরোহণ করলাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) আলাদা হয়ে গেলেন। তিনি বললেন ঃ কোরায়শদের প্রতিমাই হচ্ছে কাফেরদের সর্ববৃহৎ প্রতিমা, সেটি ভূমিসাৎ করে দাও।

কোরায়শদের প্রতিমাটি ছিল তাম্রনির্মিত। এটি লোহার পেরেগ দ্বারা মজবুতভাবে স্থাপন করা হয়েছিল। পেরেগগুলো মাটি পর্যন্ত প্রোথিত ছিল। রসূলে

করীম (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ এটি ভূমিসাৎ করার কৌশল কর; অর্থাৎ বল যে, সত্য এসে গেছে এবং বাতিল অপসৃয়মান।

সেমতে আমি সেটি উপড়ানোর তদবীর করতে লাগলাম। অবশেষে আমি সক্ষম হয়ে গেলাম। প্রতিমাটি ভূমিসাৎ হয়ে ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন শহরে প্রবেশ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ চাচা, তোমার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র ওতবা ইবনে আবী লাহাব ও মা'তাব ইবনে আবী লাহাব কোথায়? আমি আরয করলাম ঃ যে সকল কোরায়শ দূরে পালিয়ে গেছে, তারাও তাদের সাথে চলে গেছে। তিনি বললেন ঃ তাদেরকে আমার কাছে আন।

আমি উটে সওয়ার হয়ে আরনা পর্যন্ত গেলাম এবং তাদেরকে নিয়ে এলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হল। তারা বয়াতও করল। এরপর হুযূর (সাঃ) তাদেরকে হাত ধরে মুলতাযাম পর্যন্ত নিয়ে এলেন এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করে হাসিখুশী ফিরে এলেন। তাঁর চোখে মুখে আনন্দের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। আমি আরয করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে সদা প্রফুল্ল রাখুন, আমি আপনার মুখমণ্ডলে আনন্দের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন ঃ আমি পরওয়ারদেগারের কাছে আমার এই চাচাত ভ্রাতৃদ্বয়কে চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে দিয়ে দিলেন।

তিবরানী 'আওসাতে' হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) মক্কাবিজয়ের দিন বললেন ঃ এটা সেই বিজয়, যার ওয়াদা আল্লাহ পাক আমাকে দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করলেন ঃ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ

(যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে)।

আবূ ইয়ালা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কা জয় করলেন, তখন ইবলীস বুকফাটা বিলাপে ভেঙ্গে পড়লো। তার কাছে তার চেলাচামুণ্ডারা সমবেত হলে সে বলল ঃ আজিকার পর তোমরা আর আশা করোনা যে, উম্মতে-মোহাম্মদীকে শিরকের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারবে।

বায়হাকী ইবনে আবযা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কা জয় করলেন, তখন এক কৃষ্ণাঙ্গিনী বৃদ্ধা এলোকেশী নারী আগমন করল। সে তার মুখ মণ্ডল আঁচড়াচ্ছিল এবং অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছিল। আরয করা হল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা এক কৃষ্ণাঙ্গিনী বৃদ্ধাকে দেখেছি। সে নিজের মুখমণ্ডল আঁচড়াচ্ছে

এবং ধ্বংস ও বিনাশ আহ্বান করছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ সে হচ্ছে 'নায়েলা' প্রতিমার প্রতিচ্ছবি। সে হতাশ হয়ে গেছে যে, তোমাদের এই জনপদে কখনও তার পূজাপাট করা হবে!

ইবনে সা'দ, তিরমিযী, হাকেম, ইবনে হাব্বান, দারেকুতনী ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হারেছ ইবনে মালেক বলেন ঃ আমি মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আজিকার পরে কিয়ামত পর্যন্ত কখনও এই শহরকে জেহাদের ময়দানে পরিণত করা হবে না।

ইমাম বায়হাকী বলেন ঃ এই উক্তির অর্থ এই যে, মক্কাবাসীরা কখনও কুফরে ফিরে যাবে না। ফলে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদও করতে হবে না। সেমতে তাই হয়েছে।

মূসা ইবনে দাউদ ও ইবনে লুহাইয়ার রেওয়ায়েতে হযরত মুতী বলেন ঃ আমি মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহকে (সাঃ) বলতে শুনেছি, আজিকার পরে কিয়ামত পর্যন্ত কোন কোরায়শীকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হবে না।

ইমাম বায়হাকী বলেন ঃ এই উক্তির অর্থ এই যে, কোরায়শরা সকলেই মুসলমান হয়ে যাবে। কোন কোরায়শীকে কুফরের কারণে হত্যা করা হবে না।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ মক্কা বিজয়ের দিন আকাশে ধোঁয়া ছিল এবং দিনটি ছিল আল্লাহ তায়ালার এই উক্তির প্রতীক ঃ

يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ

যেদিন আকাশ সুস্পষ্ট ধূম্রে আচ্ছাদিত হবে।

ইবনে আবী হাতেম বলেন ঃ আল্লাহর ফরমান,

يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ

এর তফসীর প্রসঙ্গে আল মরজ বলেন ঃ এটা ছিল মক্কা বিজয়ের দিন।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত আবূ তোফায়ল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কা জয় করলেন, তখন হযরত খালিদ ইবনে ওলীদকে নখলায় প্রেরণ করলেন। নখলায় 'ওযযা' নামক প্রতিমাটি স্থাপিত ছিল। তিনটি পেরেগের উপর প্রতিমাটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। খালিদ সেখানে যেয়ে পেরেগগুলো কেটে দিলেন এবং তার উপর নির্মিত গৃহ বিধ্বস্ত করে দিলেন। অতঃপর তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে অবহিত করলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ

তুমি কিছুই করনি। তুমি আবার সেখানে যাও। হযরত খালিদ আবার গেলেন। তাকে পুনরায় আসতে দেখে ওযযার পূজারীরা পালিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিল। তারা বলছিল ঃ হে ওযযা! তুমি তাকে অন্ধ করে দাও। নতুবা তুমি নিজেই লাঞ্ছিত হয়ে মরে যাও।

হযরত খালিদ বর্ণনা করেন, অকস্মাৎ আমি একজন উলঙ্গ এলোকেশী নারীকে দেখলাম। সে নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করছিল। তিনি মাথায় তরবারির আঘাত করে ওকে হত্যা করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে অবহিত করলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এই নারী ছিল ওযযা।

ইবনে সা'দ সায়ীদ ইবনে আমর হুযালী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) যখন মক্কা জয় করলেন, তখন স্বীয় লশকরকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিলেন। তিনি খালিদ ইবনে ওলীদকে প্রেরণ করলেন ওযযা প্রতিমাটি বিধ্বস্ত করার জন্যে। খালেদ ওযযার কাছে যেয়ে তরবারি উত্তোলন করতেই হঠাৎ এক কৃষ্ণকায়া, উলঙ্গ দেহ, এলোকেশী নারী তাঁর দিকে তেড়ে এল। হযরত খালিদ তরবারির আঘাতে ওটিকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন। এরপর তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে ঘটনা বিবৃত করলেন। তিনি এরশাদ করলেন ঃ হ্যাঁ, এই নারীই ছিল ওযযা। তোমাদের এই জনপদে যে আর কোন কালেই ওর উপাসনা অর্চনা হবে না এরূপ নিশ্চিত দেখেই সে এরূপ বেপরোয়া হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

ওয়াকেদী তাঁর ওস্তাদগণ থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) যায়দ আশহালকে প্রেরণ করলেন 'মানাত' প্রতিমাটি ধ্বংস করার জন্যে। মানাত প্রতিমার মন্দির ছিল মুশাল্লাম নামক স্থানে। যায়দ বিশজন অশ্বারোহী নিয়ে রওয়ানা হলেন। সেখানে পৌঁছার পর মানাতের সেবকরা বললঃ তোমার ইচ্ছা কি? যায়দ বললেন ঃ মানাত প্রতিমা বিধ্বস্ত করার ইচ্ছা রাখি। সেবকরা বললঃ হুঁ, তুমি আর মানাত!

যায়দ মানাতের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। হঠাৎ একটি কৃষ্ণকায়া এলোকেশী নারী তাঁর দিকে তেড়ে এল। সে ক্রমাগত অভিশাপের বানী উচ্চারণ করছিল এবং নিজের বুকে করাঘাত করছিল। পূজারীরা বলল ঃ হে মানাত! কিছু ক্রোধ প্রদর্শন কর।

হযরত যায়দ তরবারির এক আঘাতে সেই নারীকে হত্যা করলেন এবং প্রতিমার দিকে এগিয়ে চললেন, অতঃপর সেটি মাটিতে মিশিয়ে দিলেন।

ইবনে সা'দ, বায়হাকী ও ইবনে আসাকির আবূ ইসহাক সুবাইয়ী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মক্কা বিজয়ের পর আবূ সুফিয়ান ইবনে হরব বসে বসে এই বলে বিড়বিড় করছিল যে, হায়! যদি আমি মোহাম্মদের মোকাবিলার জন্যে একটি বড় সৈন্যদল গঠন করতাম! ইত্যবসরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার উভয় কাঁধে করাঘাত করে বললেন ঃ তুমি এরূপ করলে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে লাঞ্ছিত করে দিতেন। আবূ সুফিয়ান মাথা তুলতেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মাথার কাছে দণ্ডায়মান দেখতে পেলেন। আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ এই মুহূর্তে আমি আপনার নবুওয়তে বিশ্বাসী ছিলাম না। নিঃসন্দেহে আমি মনে মনে এসব কথা বলেছি।

বায়হাকী ও ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ সুফিয়ান দেখলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যাচ্ছেন এবং পিছনে বহু লোকজন তাঁকে অনুসরণ করছে। আবূ সুফিয়ান মনে মনে বলতে লাগলেন ঃ হায়! আমি যদি এই ব্যক্তির সাথে পুনরায় যুদ্ধ করতাম! অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এলেন এবং নিজের পবিত্র হাতে আবূ সুফিয়ানের বুক স্পর্শ করে বললেন ঃ তাহলে আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ করে দিতেন।

আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ আমি মনে মনে যে কথা বলেছি, তার জন্যে আল্লাহর কাছে তওবা ও এস্তেফার করছি।

বায়হাকী, ইবনে আসাকির ও আবূ নয়ীম হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়ির (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মক্কা বিজয়ের সময় সাহাবায়ে-কেরাম রাতের বেলায় শহরে প্রবেশ করেন এবং সকাল পর্যন্ত সকলেই তকবীর, তাহলীল ও তওয়াফে ব্যাপৃত থাকেন। এ সময় আবূ সুফিয়ান তার স্ত্রী হিন্দাকে বলেন ঃ দেখতে পাচ্ছ, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। এরপর সকালে আবূ সুফিয়ান রসূলুল্লাহর (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলে তিনি এরশাদ করলেন ঃ তুমি হিন্দাকে বলেছ- দেখতে পাচ্ছ, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। ঠিকই এই বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর বান্দা ও রসূল। খোদার কসম, আমার এ কথা আল্লাহ ও হিন্দা ছাড়া কেউ শুনেনি।

ওকায়লী ও ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বায়তুল্লায় তওয়াফরত অবস্থায় আবূ সুফিয়ানের দেখা পান। তিনি আবূ সুফিয়ানকে বললেন ঃ তোমার ও হিন্দার মধ্যে এইসব কথা হয়েছে। আবূ সুফিয়ান মনে মনে বললেন ঃ হিন্দা আমার গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছে। আমি তাকে শাস্তি দিব। তওয়াফ শেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ সুফিয়ানের সাথে দেখা করে বললেন ঃ আবূ সুফিয়ান! হিন্দাকে এ ধরনের কোন কথা বলবে না। কেননা, হিন্দা তোমার কোন গোপন কথা ফাঁস করেনি। আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

ইবনে সা'দ, ইবনে আসাকির ও হারেছ ইবনে আবী উমামা স্বীয় মসনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী বকর ইবনে হযম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাইরে চলে গেলেন এবং আবূ সুফিয়ান মসজিদে বসে মনে মনে বললেন ঃ মোহাম্মদ (সাঃ) কেন যে বিজয়ী হলেন, তা আমি বুঝি না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার কাছে এলেন এবং বুকে হাত মেরে বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালার সমর্থনের কারণে তোমাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছি। আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ শুরায়হ আদভী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন দণ্ডায়মান হয়ে এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা মক্কাকে সম্মানিত ও নিষিদ্ধ করেছেন– মানুষ তা করেনি। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্যে মক্কায় রক্তপাত সংঘটিত করা অথবা মক্কার বৃক্ষ কর্তন করা জায়েয নয়। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর রসূলের যুদ্ধ করার কারণে এখানে যুদ্ধ করাকে বৈধ মনে করে, তবে তাকে বলে দাও যে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে অনুমতি দিয়েছেন– তোমাদেরকে অনুমতি দেননি। আমাকেও কেবল দিনের এক মুহূর্তের জন্যে অনুমতি দেয়া হয়েছে। আজ মক্কার নিষিদ্ধতা তেমনি বহাল হয়ে গেছে, যেমন কাল ছিল।

বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা মক্কা থেকে 'আছহাবে-ফীল' তথা হস্তীবাহিনীকে প্রতিহত করে দেন এবং স্বীয় রসূল ও মুমিনগণকে এখানে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করে দেন। সাবধান! মক্কা আমার পূর্বে কারও জন্যে হালাল ছিল না এবং আমার পরে কারও জন্যে হালাল হবে না। আমার জন্যেও কেবল দিনের এক মুহূর্তের জন্যে হালাল হয়েছে।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে হযরত ওছমান ইবনে তালহা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হিজরতের পূর্বে মক্কায় আমার সাথে মিলিত হন এবং আমাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। আমি বললামঃ মোহাম্মদ! আমি অবাক যে, আপনি চান আমি আপনার অনুসরণ করি! অথচ আপনি স্বগোত্রের বিরোধিতা করছেন এবং একটি নতুন দ্বীন নিয়ে আগমন করেছেন।

আমরা ইতিপূর্বে সোমবার ও বৃহস্পতিবার বায়তুল্লাহর দ্বার খুলতাম। একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) এলেন এবং মানুষের সাথে ভিতরে প্রবেশ করতে লাগলেন। আমি

কঠোর ভাষায় তাঁকে ভিতরে প্রবেশে বাধা দিলাম। কিন্তু তিনি আমার সাথে সহনশীল আচরণ করলেন এবং বললেন ঃ আশা করি একদিন তুমি এই চাবি আমার হাতে দেখবে। তখন আমি যার হাতে ইচ্ছা, চাবি দিয়ে দিব। আমি বললাম ঃ তাহলে কোরায়শ ধ্বংস ও লাঞ্ছিত হয়ে যাবে? তিনি বললেন ঃ সেদিন কোরায়শ থাকবে এবং সসম্মানে থাকবে। একথা বলার পর তিনি বায়তুল্লাহর ভিতরে চলে গেলেন।

তাঁর এ উক্তি আমার মনে গভীর দাগ কাটলো। আমি বিশ্বাস করে নিলাম যে, তিনি যেমন বলেছেন, তেমনি হবে। সেমতে আমি ইসলাম গ্রহণের সংকল্প করলাম। এ জন্যে আমার গোত্র আমাকে খুব শাসাল। এরপর মক্কা বিজয়ের দিন হুযূর (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ ওছমান! বায়তুল্লাহর চাবি আন। আমি চাবি নিয়ে এলাম। তিনি চাবি হাতে নিলেন এবং আমাকে দিয়ে দিলেন, অতঃপর বললেন ঃ চিরকালের জন্যে এই চাবি নিয়ে নাও। জালেম ছাড়া কেউ এ চাবি তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিবে না। আমি যখন পিঠ ঘুরিয়ে সেখান থেকে রওয়ানা হলাম, তখন হুযূর (সাঃ) আমাকে ডাক দিলেন। আমি তাঁর কাছে ফিরে এলে তিনি বললেন ঃ মনে আছে আমি একদিন তোমাকে কি বলেছিলাম? আমার সেই কথা মনে পড়ে গেল, যা হিজরতের পূর্বে মক্কায় তিনি আমাকে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ওছমান! অচিরেই তুমি এই চাবি আমার হাতে দেখতে পাবে। তখন আমি যার হাতে ইচ্ছা, এ চাবি তুলে দিব। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি বল, আমার কথা বাস্তবে পরিণত হয়েছে কি না? আমি আরয করলাম ঃ নিঃসন্দেহে ঘটনা তাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

যুহরী বর্ণনা করেন, খুযায়মা ইবনে হাকীম আসলামী একবার হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর কাছে এলেন এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা প্রকাশ করে বললেন ঃ

ঃ মোহাম্মদের মধ্যে আমি এমন অনেক গুণ দেখতে পাই, যা অন্য কারও মধ্যে দেখি না। তিনি আপন বংশের মধ্যে মহৎ এবং অত্যধিক বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তাঁর প্রতি মানুষের মহব্বত দেখে আমি বিস্মিত হই। আমি মনে করি, তিনি সেই নবী, যিনি তেহামায় (মক্কায়) আবির্ভূত হবেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ আমি মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল।

খুযায়মা বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি সত্যবাদী। অতঃপর তিনি নিজের দেশে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! যখন আমি

আপনার আবির্ভাবের সংবাদ পাব, তখনই আপনার খেদমতে হাযির হয়ে যাব। অতঃপর খুযায়মা মক্কা বিজয়ের দিন উপস্থিত হন।

হুনায়ন যুদ্ধ

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, বারা ইবনে আযেব (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ আপনি হুনায়ন যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে পালিয়েছিলেন? হযরত বারা বললেন ঃ কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) পলায়ন করেননি। হাওয়াযেনের লোকজন ছিল দক্ষ তীরন্দাজ। আমরা যখন তাদের উপর আক্রমণ করলাম, তখন তারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করল। সাহাবীগণ গণীমত সংগ্রহে মেতে উঠলেন। তখন তারা আমাদের উপর অজস্র ধারায় তীরবর্ষণ করতে লাগল। এতে মুসলিম বাহিনী পরাজয়বরণ করল। আমি সেদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখলাম যে, আবূ সুফিয়ান তাঁর খচ্চরের লাগাম ধারণ করে আছেন এবং তিনি বলছেন,

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ - أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

আমি নবী। মিথ্যা নয়। আবদুল মুত্তালিবের রক্ত আমার ধমনীতে প্রবহমান।

মুসলিম, আবূ উয়ায়না ও নাসায়ী হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হুনায়ন যুদ্ধে কয়েকটি কংকর হাতে নেন এবং কাফেরদের মুখমণ্ডলের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ পরওয়ারদেগারের কসম, কাফেররা পরাজিত হয়েছে। তাঁর কংকর নিক্ষেপের পর আমি লক্ষ্য করলাম কাফেরদের জোর বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের ব্যাপারটির কায়া পলট হয়ে গেছে।

মুসলিম সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুনায়ন যুদ্ধে যখন মুশরিকরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ঘিরে ফেলল, তখন তিনি খচ্চর থেকে অবতরণ করলেন এবং এক মুষ্টি মাটি হাতে তুলে মুশরিকদের মুখের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। তিনি বললেনঃ শত্রুর মুখ লাঞ্ছিত হোক। সে মতে এমন কোন লোক ছিল না, যার চোখ এই মাটিতে ভরে না গিয়েছিল। অতঃপর তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে গেল।

ওবায়দ ইবনে হুমায়দ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে এয়াযিদ ইবনে আমের বর্ণনা করেন যে, তাকে সেই ভয়ভীতির পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যা হুনায়ন যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের অন্তরে জাগরুক করে দিয়েছিলেন। জবাবে

এয়াযিদ কংকর হাতে নিয়ে বড় বাসনে ফেলতেন, ফলে তাতে আওয়াজ সৃষ্টি হত। অতঃপর এয়াযিদ বলতেনঃ আমরা অন্তরে এমনি ধরনের আওয়াজ অনুভব করতাম।

বায়হাকী ও ইবনে আসাকির উম্মে বরছনের মুক্ত ক্রীতদাস আবদুর রহমান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুনায়নে উপস্থিত ছিল এমন এক মুশরিক বলে– মুসলমানদের সাথে আমাদের মোকাবিলা হলে তারা ততক্ষণও টিকে থাকতে পারল না যতক্ষণে একটি ছাগলকে দোহন করা যায়। আমরা তাদের মুখ ফিরিয়ে দিলাম। আমরা যখন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছিলাম, তখন হঠাৎ সাদা খচ্চরের আরোহীকে দেখতে পেলাম। তিনি ছিলেন রসূলে করীম (সাঃ)। আমরা তাঁর কাছে শুভ্র সুন্দর লোকদেরকে দেখলাম। তিনি বললেনঃ শত্রু লাঞ্ছিত হোক। ফিরে যাও। আমরা ফিরে এলাম। অতঃপর আমরা পরাজিত হলাম।

ইবনে ইসহাক, আবূ নয়ীম ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে জুবায়র ইবনে মুতয়িম বলেনঃ আমি হুনায়ন যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। সাহাবায়ে কেরাম লড়াইরত ছিলেন। হঠাৎ আমি কাল চাদরের মত একটি বস্তু দেখলাম, যা আকাশ থেকে নেমে আমাদের লশকরের মধ্যে পতিত হল। এরপর আমরা বিক্ষিপ্ত পিপীলিকায় উপত্যকা ভরে যেতে দেখলাম। অতঃপর কাফেরদের পরাজয় ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। আমরা এ বিষয়ে সন্দেহ করি না যে, তারা ছিল ফেরেশতা।

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির আবদুল মালেক ইবনে ওবায়দ প্রমুখ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, শায়বা ইবনে ওছমান স্বীয় ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ নবী করীম (সাঃ) যখন বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন আমি মনে মনে বললাম, আমি কোরায়শদের সাথে হাওয়াযেনবাসীদের সাহায্যার্থে হুনায়ন যাব। কোরায়শ ও হাওয়াযেনের সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ আসন্ন। যদি আমি যুদ্ধের চরম মুহূর্তে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে সফল হয়ে যাই, তবে আমি হব সকল কোরায়শের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। আমি মনে মনে আরও বললামঃ যদি আরব ও অনারবের মধ্য থেকে একটি লোকও অবশিষ্ট না থাকে এবং সকলেই মোহাম্মদের অনুসারী হয়ে যায়, তবুও আমি তাঁর অনুসরণ করব না।

সে মতে আমি যে ইচ্ছা নিয়ে হুনায়নে শরীক হয়েছিলাম, সেই সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। আমার এই ইচ্ছা আমার মনে অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়ে যাচ্ছিল। মোকাবিলা শুরু হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের খচ্চর থেকে নামলেন। আমি তরবারি উত্তোলন করলাম এবং তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে গেলাম।

তরবারি তুলে যেই তাঁকে আঘাত করব, অমনি বিদ্যুতের মত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আমার সম্মুখে অন্তরায় হয়ে গেল। অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আমাকে জ্বালিয়ে দেয়ার উপক্রম হল। দৃষ্টিশক্তি রহিত হওয়ার আশংকায় আমি দু'হাত দিয়ে দুই চোখ চেপে ধরলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার প্রতি মনোনিবেশ করলেন। তিনি ডাক দিলেনঃ শায়বা! আমার কাছে এস। আমি কাছে গেলে তিনি আমার বুকে হাত বুলিয়ে বললেনঃ পরওয়ারদেগার! একে শয়তানের কবল থেকে বাঁচাও।

শায়বা বর্ণনা করেনঃ সেই মুহূর্তেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার কাছে আমার দৃষ্টিশক্তি, আমার শ্রবণশক্তি এবং আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় হয়ে গেলেন। আমার মধ্যে শত্রুতার যে আগুন ছিল, আল্লাহ তায়ালা তা দূর করে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ কাছে এস এবং যুদ্ধ কর। আমি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাঁর দুশমনদেরকে তরবারি দিয়ে খতম করছিলাম। আল্লাহ জানেন আমি সবার চেয়ে বেশি আপন প্রাণের সাথে তাঁর হেফাযত করাকেই পছন্দ করতাম। তখন যদি আমার মৃত পিতা জীবিত হয়ে আমার মুখোমুখি হত, তবে আমি তার উপরও হামলা করতে দ্বিধা করতাম না। এরপর হুযূর (সাঃ) তাঁর তাবুতে চলে গেলেন। আমিও সঙ্গে গেলাম। তিনি বললেনঃ শায়বা! আল্লাহ তোমার ব্যাপারে যে ইচ্ছা করেছেন, তা তোমার মনে লুক্কায়িত ইচ্ছা অপেক্ষা উত্তম। এরপর তিনি সেইসব ইচ্ছা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করলেন, যেগুলো আমি মনে মনে করেছিলাম। আমি সেসব ইচ্ছার কথা কখনও কারও কাছে ব্যক্ত করিনি। আমি আরয করলামঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রসূল। আমি আরও বললামঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করুন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ তোমার মাগফেরাত করে দিয়েছেন।

আবুল কাসেম বগভী, বায়হাকী, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির শায়বা ইবনে ওছমান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন হুনায়নের যুদ্ধে অবতরণ করেন, তখন আমি আমার পিতা ও চাচাকে স্মরণ করলাম। তাদেরকে হযরত আলী ও হযরত হামযা (রাঃ) হত্যা করেছিলেন। আমি মনে মনে বললামঃ আজ মোহাম্মদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব। আমি তাঁর কাছে এসে হযরত আব্বাসকে তাঁর ডান দিকে দেখলাম। আমি ভাবলাম আব্বাস তো তাঁর চাচা। তাঁকে ছেড়ে যাবে না। আমি তাঁর বাম দিকে এসে আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেছকে দেখলাম। আমি ভাবলাম আবূ সুফিয়ান তাঁর চাচাত ভাই। তাঁর সঙ্গ ছাড়বে না। অতঃপর আমি তাঁর পিছন দিকে থেকে এলাম এবং একেবারে কাছে এসে গেলাম। যখন তরবারি দিয়ে আঘাত করতে কোন ব্যবধান রইল না,

তখন আমার সামনে বিদ্যুতের মত আগুনের স্ফুলিঙ্গ উথিত হল। আমি ভীত হয়ে পিছনে সরে এলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘুরে আমার দিকে দেখলেন এবং বললেন ঃ শায়বা, এস। অতঃপর তিনি আমার বুকে হাত রাখলেন। আল্লাহ তায়ালা আমার মন থেকে শয়তান বের করে দিলেন। আমি তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতেই তিনি আমার কাছে প্রাণাধিক প্রিয় হয়ে গেলেন। তিনি বললেনঃ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এরপর হুযূর আব্বাসকে বললেনঃ যে সকল মুহাজির বৃক্ষতলে আমার হাতে বয়াত করেছে এবং যে সকল আনছার মুহাজিরগণকে আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, তাদের সকলকে ডেকে আন।

শায়বা বলেনঃ আনছারগণ যেরূপ দ্রুতবেগে হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এলেন, আমি তার তুলনা খুঁজে পাই না। তবে এটা বলা যায় যে, যেরূপ উট দ্রুতবেগে তার বাচ্চাদের কাছে যায়। সাহাবীগণ এত অধিক সংখ্যায় তাঁর কাছে জমায়েত হলেন যেন তিনি লোকারণ্যের মধ্যে আছেন। আনছারগণের বর্শা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এত বেশি নিকটে ছিল যে, ভয়াবহতার দিক দিয়ে সেগুলো কাফেরদের বর্শা অপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক ছিল। অতঃপর হুযূর (সাঃ) বললেনঃ আব্বাস! আমাকে কিছু কংকর দাও। শায়বা বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা খচ্চরকে কথা বুঝার ক্ষমতা দান করেছিলেন। সে হুযূর (সাঃ)-কে পিঠে নিয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং তার পেট মাটিতে লেগে যাওয়ার উপক্রম হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কংকর নিয়ে কাফেরদের মুখের উপর মারলেন এবং বললেনঃ

شَاهَتِ الْوُجُوْهُ - حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ

তারা ধ্বংস হোক। তরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

আবূ নয়ীম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মুসলমানরা হুনায়ন যুদ্ধে পরাজয় বরণ করল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) 'দুলদুল' নামক সাদা খচ্চরে সওয়ার ছিলেন। তিনি বললেনঃ দুলদুল! মাটির সাথে মিশে যা। সে তার পেট মাটিতে লাগিয়ে দিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক মুষ্টি মাটি নিয়ে কাফেরদের মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেনঃ حٰمٓ - لَا يُنْصَرُوْنَ তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। এরপর সকল কাফের পলায়ন করল। আমরা না কোন তীর মারলাম, না কোন বর্শা।

তায়েফ যুদ্ধ

যুবায়র ইবনে বাক্কার ও ইবনে আসাকির যায়ীদ ইবনে ওবায়দ শফকী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি তায়েফ যুদ্ধের সময় আবূ সুফিয়ানকে

ইবনে ইয়ালার প্রাচীরের ছায়ায় বসে ফল খেতে দেখলাম। আমি তাকে লক্ষ্য করে একটি তীর মারলাম। তীরটি তার চোখে লাগল। আবূ সুফিয়ান হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার এই চক্ষু আল্লাহর পথে আহত হয়েছে। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ তুমি চাইলে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব। তিনি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিবেন। আর যদি চাও, তবে এর বিনিময়ে তোমার জন্যে রয়েছে জান্নাত। আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ আমি জান্নাতই চাই।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, উনিয়া ইবনে হিছন রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বললেন ঃ আপনি আমাকে তায়েফবাসীদের কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি তাদের সাথে ইসলাম সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করব। সম্ভবতঃ আল্লাহতায়ালা তাদেরকে হেদায়েত দান করবেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে অনুমতি দিলেন। সে তায়েফবাসীদের কাছে যেয়ে বলল ঃ তোমরা স্বস্থানে অটল থাক। আমরা গোলামের চেয়েও বেশি লাঞ্ছিত হয়ে গেছি। আমি কসম খেয়ে বলছি যদি তোমরা জয়যুক্ত হতে পার তবে আরবরা সম্মানিত ও শক্তিশালী হবে। তোমরা তোমাদের দুর্গে অটল থাক এবং নিজেদের শক্তি নিজেদের হাতে খতম করা থেকে বেঁচে থাক। তারা যেন তোমাদের উপর এত বেশি হামলা না করতে পারে যে, এই বৃক্ষকেও কেটে ফেলে। এরপর উনিয়া ফিরে এল।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ তুমি তাদেরকে কি বলেছ? সে বলল ঃ আমি তাদের সাথে আলোচনা করেছি এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি। দোযখ থেকে সতর্ক করেছি এবং জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করেছি। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি তাদেরকে এই এই কথা বলেছ। উনিয়া বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি সত্য বলেছেন। আমি আল্লাহর কাছে এবং আপনার কাছে তওবা করছি।

ওরওয়া বলেন ঃ ইত্যবসরে খওলা বিনতে হাকীম আগমন করল এবং বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার তায়েফ গমনে বাধা কিসের? তিনি বললেন ঃ আমাকে এ পর্যন্ত তায়েফবাসীদের সম্পর্কে অনুমতি দেয়া হয়নি। আর আমি মনেও করি না যে, আমরা এ সময়ে তায়েফ জয় করতে পারব। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ আপনি তায়েফবাসীদের উদ্দেশ্যে বদ দোয়া করুন এবং অগ্রসর হোন। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা বিজয় আপনাকেই দিবেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তাদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে অনুমতি আসেনি। এরপর তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন। ফিরে

আসার সময় তিনি এই দোয়া করলেন ঃ পরওয়ারদেগার! এদেরকে হেদায়াত দান কর এবং এরা আমাদিগকে কষ্ট দিচ্ছে সে বিষয়ে আমাদেরকে মদদ কর।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, রমযান মাসে তায়েফের একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে মুসলমান হয়ে যায়।

ইবনে সা'দ হযরত হাসান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তায়েফ অবরোধ করলেন। ওমর ফারুক (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! ছকীফ গোত্রের জন্যে বদ-দোয়া করুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা ছকীফ গোত্র সম্পর্কে আমাকে অনুমতি দেননি। হযরত ওমর বললেন ঃ তবে যাদের সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা অনুমতি দেননি, তাদের সাথে আমরা যুদ্ধ করব কেন? অতঃপর অবরোধ তুলে সকলেই ফিরে এলেন।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম ইবনে আমর থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আমরা যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম, তখন পথিমধ্যে এক কবরের কাছ দিয়ে গমন করলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এটা আবূ রিগালের কবর। আবূরিগাল হচ্ছে ছকীফ গোত্রের মূল প্রতিষ্ঠাতা। সে ছিল ছামূদ বংশীয়। এখানে তার প্রতি কোন বালা এলে তা প্রতিহত করা হত। যখন সে এই হেরেম থেকে বের হল, তখন তার উপর সেই আযাব নাযিল হল, যা তার সম্প্রদায়ের উপর নাযিল হয়েছিল। তাকে এখানেই দাফন করা হয়। এর চিহ্ন এই যে, তার সাথে স্বর্ণ নির্মিত একটি বৃক্ষ শাখা দাফন করা হয়েছে। যদি তুমি এই কবর খনন কর, তবে তুমি স্বর্ণের শাখাটি পেয়ে যাবে। এরপর সকলেই তার কবর খননে তৎপর হয়ে উঠল। কবরের ভিতর থেকে বাস্তবিকই একটি স্বর্ণের শাখা বের করা হল।

ইবনে সা'দ মোহাম্মদ ইবনে জা'ফর থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) জেয়েররানা নামক স্থান থেকে ওমরা করেন এবং বলেন ঃ এখান থেকে সত্তর জন নবী ওমরা করেছেন।

তাবূক যুদ্ধ

ইবনে ইসহাক, হাকেম ও বায়হাকী হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়াযেত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) যখন তাবূক রওয়ানা হন, তখন কয়েকজন সাহাবী পিছনে থেকে যান। তাঁরা নানা কারণে প্রিয় নবীজীর (সাঃ) সহগামী হতে পরেননি। হযরত আবূ যর (রাঃ) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কাফেলার একজন এক ব্যক্তিকে অনেক দূরে আসতে দেখে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! রাস্তায় একজনকে একা একা আসতে দেখা যাচ্ছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আবূ যর হবে।

অতঃপর সাহাবীগণ গভীর দৃষ্টিতে দেখে বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আবূ যরই তো আসছে। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহ আবূ যরের প্রতি রহম করুন। সে একাকী চলে এবং একাকীই ইন্তেকাল করবে। একাকীই জীবিত থাকবে।

তাঁর ইন্তেকালের ঘটনা এই যে, জীবন-সায়াহ্নে তিনি সমসাময়িক লোকদের কাছ থেকে যন্ত্রণা ভোগ করে রবযা নামক এক নিভৃত স্থানে চলে যান। সেখানেই তার ইন্তিকাল হয়। তাঁর সঙ্গে তাঁর পত্নী ও গোলাম ছিল। তাঁর জানাযা পথের উপর রেখে দেয়া হয়। এ সময়ে সম্মুখ থেকে একটি কাফেলাকে আসতে দেখা যায়। কাফেলার মধ্যে ছিলেন খ্যাতনামা সাহাবী হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)। তিনি এসেই জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটা কি? বলা হল ঃ এটা হযরত আবূ যর (রাঃ)-এর জানাযা। একথা শুনে হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সত্য বলেছিলেন ঃ আল্লাহ আবূ যরের প্রতি রহমত নাযিল করুন, বেচারা একা চলে, একা ইন্তিকাল করবে এবং একই পুনরুত্থিত হবে। এরপর ইবনে মসউদ (রাঃ) উট থেকে অবতরণ করে স্বহস্তে তাঁকে কবরস্থ করেন।

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী বকর ইবনে হযম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবূ খুছায়মা (রাঃ) রসূলুল্লাহ-এর পশ্চাতে তাবূক রওয়ানা হন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন এক মঞ্জিলে অবতরণ করছিলেন, তখন লোকেরা বলল ঃ এক সওয়ার রাস্তা দিয়ে আগমন করেছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আবূ খুছায়মা হবে। সাহাবীগণ বললেন ঃ আল্লাহর কসম সে আবূ খুছায়মাই।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সময়ে তাবূকে অবস্থান করেন, তখন পানি একেবারে কমে গিয়েছিল। হুযূর (সাঃ) আপন পবিত্র হাতে এক অঞ্জলি পানি নিয়ে কুলি করলেন। অতঃপর কুলির পানি একটি ঝরণায় ফেলে দিলেন। ঝরণা উথলে উঠতে লাগল। অবশেষে উপরিভাগ পর্যন্ত পানিতে ভরে গেল। আল্লাহর রহমতে আজপর্যন্তও ঝরণাটি তেমনি রয়ে গেছে।

মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত মুয়ায ইবনে জবল (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে তাবূক রওয়ানা হলাম। তিনি বললেন ঃ আমরা ইনশাআল্লাহ আগামীকল্য তাবূকের ঝরনায় পৌছে যাব। কিন্তু সূর্যোদয়ের পূর্বে পৌছা যাবে না। সুতরাং তোমাদের কেউ ঝরনার কাছে গেলে তাতে হাত লাগাবে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঝরণার কাছে গেলেন। ঝরণায় জুতার ফিতা সমান

পানি ছিল। তা-ও খুব ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছিল। ঝরণা থেকে অঞ্জলি দিয়ে অল্প অল্প পানি নিয়ে একটি পাত্রে জমা করা হল। অতঃপর হুযুর (সাঃ) সেই পানি দিয়ে আপন মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করলেন এবং ব্যবহৃত পানি ঝরণায় ঢেলে দিলেন। ঝরণা থেকে প্রচুর পানি নির্গত হতে লাগল। সকলেই তা থেকে পানি পান করলেন। এরপর নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ মুয়ায! যদি তুমি বেঁচে থাক, তবে দেখবে যে, এর পানি উদ্যানসমূহকে সিক্ত করবে।

হযরত মুয়াযের অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ঝরণার পানি সশব্দে বিদ্যুৎবেগে নির্গত হতে লাগল। সেই পানি আজপর্যন্ত ফোয়ারার অনুরূপ উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে।

মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ নবী করীম (সাঃ) তাবূক পৌঁছলে সাহাবায়ে-কেরাম ক্ষুধায় কাতর হয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি অনুমতি দিন আমরা সওয়ারীর উটগুলো যবেহ করে গোশত খাই এবং চর্বি হাছিল করি। ওমর ফারুক (রাঃ) বললেন ঃ হুযূর, এরূপ করলে সওয়ারীর সংখ্যা হ্রাস পাবে। আপনি বরং অবশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী এক জায়গায় একত্রিত করে বরকতের দোয়া করুন। আশা করা যায় আল্লাহ পাক তাতে বরকত দিবেন।

রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ ভাল কথা। অতঃপর তিনি একটি চামড়ার দস্তরখান বিছালেন এবং তাতে প্রত্যেকের অবশিষ্ট খাদ্যসামগ্রী একত্রিত করার আদেশ দিলেন। কেউ একমুষ্টি গম নিয়ে এল এবং কেউ এক মুষ্টি খেজুর এবং কেউ এক খণ্ড রুটি আনল। ফলে দস্তরখানে কিছু জমা হয়ে গেল। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বরকতের দোয়া করে সাহবায়ে-কেরামকে বললেন ঃ আপন আপন পাত্র ভরে নাও। লশকরে এমন কোন পাত্র রইল না, যা খাদ্য সামগ্রীতে ভর্তি হল না। এরপর সকলেই তৃপ্ত হয়ে খেয়ে নিলেন। তা সত্ত্বেও খাদ্য বেঁচে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। যে বান্দা সন্দেহাতীতরূপে এই কলেমায় বিশ্বাস করে সে আল্লাহতায়ালার সাথে মিলিত হবে, তাকে জান্নাত প্রবেশে বাধা দেয়া হবে না।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত আমর আসলামী (রাঃ) বলেন ঃ তাবূক সফরে ঘিয়ের মশকের দেখাশুনা আমার দায়িত্বে ছিল। মশকে সামান্যই ঘি অবশিষ্ট ছিল। আমি নবী করীম (সাঃ)-এর জন্যে খাদ্য প্রস্তুত করার ইচ্ছা করে মশকটি

রৌদ্রে রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। মশকের ঘি গলে গেল এবং উপচে পড়তে লাগল। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি দৌড়ে গিয়ে মশকের মুখ চেপে ধরলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে দেখছিলেন। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি মশকের মুখ বন্ধ না করতে এবং এমনিতেই ছেড়ে দিতে, তবে এ উপত্যকায় ঘিয়ের একটি নহর বয়ে যেত।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে হামযা ইবনে আমর আসালামী বলেন ঃ আমরা যখন তাবূকে ছিলাম, তখন মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উষ্ট্রী নিয়ে পালিয়ে গেল। যাওয়ার সময় উটের পিঠ থেকে কতক আসবাবপত্র মাটিতে পড়ে যায়। হামযা বলেন ঃ আমার হাতের পাঁচটি অঙ্গুলিই আলোকময় হয়ে গেল এবং চমকিতে লাগল। অবশেষে আমি অঙ্গুলির আলোকে পড়ে যাওয়া আসবাবপত্র কুড়িয়ে নিলাম।

ওয়াকেদী, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে এরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) বলেন ঃ তাবূকে অবস্থানকালে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত বেলালকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ খাওয়ার কিছু আছে কি? হযরত বেলাল বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমরা আমাদের থলে ঝেড়ে ফেলেছি। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ দেখ, হয়তো কিছু পেয়ে যাবে। হযরত বেলাল একটি একটি থলে নিয়ে সেগুলো ঝাড়তে শুরু করলেন। কোন থলে থেকে এক খেজুর এবং কোনটি থেকে দু'টি খেজুর মাটিতে পড়ল। অবশেষে আমি বেলালের হাতে সাতটি খেজুর দেখলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি বড় থালা আনিয়ে তাতে খেজুরগুলো রাখলেন। অতঃপর খেজুরগুলোর উপর আপন পবিত্র হাত রেখে বললেন ঃ বিসমিল্লাহ, খাও। আমরা তিন জনেই খেজুর খেলাম। আমি একটি একটি করে খেজুর গননা করে চুয়ান্নটি খেজুর গননা করলাম। এগুলোর আঁটি আমার অপর হাতে ছিল। আমার উভয় সঙ্গীও তাই করছিল। অবশেষে আমরা তৃপ্ত হয়ে হাত গুটিয়ে নিলাম। আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে, সেই সাতটি খেজুর তখনও অবশিষ্ট ছিল। হুযূর (সাঃ) বেলালকে বললেন ঃ এই খেজুরগুলো তুলে রাখ। এগুলো থেকে যে খাবে, সে তৃপ্ত হয়ে যাবে।

পরদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বেলালকে বললেন ঃ খেজুরগুলো নিয়ে এসো। তিনি খেজুরগুলোর উপর পবিত্র হাত রেখে বললেন ঃ বিসমিল্লাহ, খাও। আমরা ছিলাম দশজন। সকলেই খেয়ে তৃপ্ত হয়ে গেলাম। এরপর যখন হাত গুটিয়ে নিলাম তখন খেজুর তেমনি অবশিষ্ট ছিল। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ আমার আল্লাহ পাকের কাছে লজ্জা লাগে। নতুবা মদীনায় পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত আমরা এই খেজুর খেতাম।

অতঃপর তিনি খেজুরগুলো এক শিশুকে দিয়ে দিলেন। সে ঐগুলো চর্বণ করতে করতে চলে গেল।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে বনী সা'দের এক ব্যক্তির বর্ণনা ঃ আমি তাবূকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এলাম। তিনি একদল সাহাবীর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন তাদের সপ্তম। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। তিনি বললেন ঃ বেলাল! আমাদেরকে কিছু খাওয়াও। হযরত বেলাল একটি চামড়ার দস্তরখান বিছিয়ে একটি থলে থেকে খাদ্য বের করতে লাগলেন। অতঃপর ঘি ও পনীর মিশ্রিত খেজুর সম্মুখে রাখলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ খাও। আমরা খেতে খেতে তৃপ্ত হয়ে গেলাম।

আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই খেজুর তো এই পরিমাণে ছিল যে, আমি একাই খেতে পারতাম। পরের দিন আমি তাঁর খেদমতে এসে দশ ব্যক্তিকে বসা দেখলাম। তিনি বললেন ঃ বেলাল ! কিছু খাওয়াও। হযরত বেলাল থলে থেকে স্বহস্তে এক মুষ্টি খেজুর বের করতে লাগলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ বের কর। আরশের মালিকের কাছে অনটনের আশংকা করো না। হযরত বেলাল থলের খেজুরগুলো ছড়িয়ে দিলেন। আমি অনুমান করলাম দু' মুদের বেশি হবে না। নবী করীম (সাঃ) আপন পবিত্র হাত খেজুরের উপর রেখে বললেন ঃ বিসমিল্লাহ, খাও। সকলেই খেল। আমিও তাদের সঙ্গে খেলাম। অবশেষে পেটে খাওয়ার জায়গা রইল না। বেলাল যে পরিমাণ খেজুর এনেছিলেন, দস্তরখানে সেই পরিমাণ বাকী রয়ে গেল। মনে হচ্ছিল যে, আমরা যেন একটি খেজুরও খাইনি। পরের দিন ভোরে আমি আবার এলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আরও দশ ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। এক কিংবা দু'জন বেশি হবে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ বেলাল, খানা খাওয়াও। বেলাল হুবহু সেই থলেটি এনে ছড়িয়ে দিলেন। হুযূর (সাঃ) আপন পবিত্র হাত তার উপর রেখে বললেন ঃ বিসমিল্লাহ, খাও। আমরা খেলাম। অতঃপর যে পরিমাণ খেজুর ছড়ানো হয়েছিল, সেই পরিমাণ তুলে নেয়া হল। তিনদিন পর্যন্ত তিনি তাই করলেন।

আবূ নয়ীম ও ওয়াকেদীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ কাতাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ তাবূক থেকে মদীনায় ফেরার পথে তীব্র উত্তাপের মধ্যে লশকরের লোকজন দারুন পিপাসার সম্মুখীন হল। কারও কাছে কোন পানি ছিল না। রসূলে করীম (সাঃ) যায়দ ইবনে হুযায়রকে পানির খোঁজে প্রেরণ করলেন। তিনি তাবূক ও হিজরের মধ্যবর্তী স্থানে গেলেন এবং চতুর্দিকে পানির খেঁজে ছুটাছুটি করলেন। অবশেষে পানি ভর্তি

একটি পুরাতন মশক এক মহিলার কাছে পেলেন। ওসায়দ মহিলার সাথে কথাবার্তা বললেন এবং মশকটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে এলেন। তিনি মশকের পানিতে বরকতের দোয়া করলেন এবং বললেন ঃ তোমরা আপন আপন মশক নিয়ে এস। অতঃপর যত মশক ছিল, সবগুলো ভরে নেয়া হল। এরপর তিনি লশকরের উট ও ঘোড়া সমবেত করে সেগুলোকে পেট ভরে পানি পান করালেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওসায়দের আনা পানি একটি বড় পাত্রে ঢাললেন এবং তাতে হাত রেখে আপন মুখমণ্ডল ও উভয় পা ধৌত করলেন। অতঃপর দু'রাকাত নামায পড়লেন। তিনি যখন সেখান থেকে ফিরে এলেন, তখন পাত্র থেকে পানি উথলে উঠছিল।

মুসলিমের রেওয়ায়েতে আবূ হুমায়দ বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে তাবূকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। অবশেষে ওয়াদিউল ফুলায় এক মহিলার বাগানে পৌঁছলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা অনুমান কর এই বাগানে কি পরিমাণ খেজুর আছে। আমরা অনুমান করলাম। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুমান ছিল দশ ওয়াসক। তিনি মহিলাকে বললেন ঃ আমার এই অনুমানটি মনে রাখবে। আমরা এ পথেই আবার ফিরে আসব।

এরপর আমরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাবূক পৌঁছলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আজ রাতে ভীষণ ঝড়ঝঞ্ঝা হবে। এতে কেউ স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হবে না। তোমরা আপন আপন উট খুব শক্ত করে বেঁধে রাখ। শেষ পর্যন্ত তাই হল। ভীষণ বায়ু চলল। এক ব্যক্তি বাইরে দাঁড়ালে তাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেল এবং তয় পাহাড়ের কাছে ফেলে দিল।

এরপর আমরা তাবূক থেকে ফেরার পথে উপরোক্ত ওয়াদিউল-ফুলায় পৌঁছলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাকে কি পরিমাণ ফল পাওয়া গেল জিজ্ঞাসা করলেন। মহিলা বলল ঃ পূর্ণ দশ ওয়াসক।

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন যে, মুগীরা ইবনে শো'বাকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ এই উম্মাহর মধ্যে হযরত আবূ বকর (রাঃ) ছাড়া কেউ নামাযে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইমামতি করেছে কি? মুগীরা বললেন ঃ হাঁ, আমরা একবার সফরে ছিলাম। সেহরীর সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটু দূরে পড়ে গেলেন। আমিও সঙ্গে গেলাম। অবশেষে আমরা সকলের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেলাম। হুযূর (সাঃ) সওয়ারী থেকে নেমে আমার দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি তাঁকে দেখলাম না। এরপর তিনি আগমন করলেন। আমি পানি ঢেলে দিলাম। তিনি ওযূ করলেন এবং মোজার উপর মসেহ্ করলেন। এরপর আমরা এসে সকলের সাথে মিলিত হলাম।

তখন ফজরের নামায শুরু হয়ে গিয়েছিল। ছাহাবীগণ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-কে ইমাম করে নিয়েছিলেন। তিনি এক রাকআত পড়ে দ্বিতীয় রাকাতে ছিলেন। আমি আবদুর রহমান ইবনে আওফকে অবহিত করার জন্যে যেতে শুরু করলে হুযূর (সাঃ) আমাকে নিষেধ করলেন। অতঃপর আমরা যে রাকাত পেলাম, তাই পড়ে নিলাম এবং বাকী রাকাতের কাযা পড়লাম। নবী করীম (সাঃ) আবদুর রহমান ইবনে আওফের পিছনে নামায পড়ে বললেন ঃ কোন নবীকে আল্লাহর দরবারে ডাকা হয় না, যে পর্যন্ত তিনি উম্মতের কোন সৎ ব্যক্তির পিছনে নামায না পড়ে নেন।

ইবনে সা'দ বলেন ঃ আমি ওয়াকেদীর কাছে এ হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ এটা তাবূক যুদ্ধের ঘটনা।

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী সহল ইবনে সা'দ সায়েদী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) যখন তাবূকের পথে হিজর নামক স্থানে অবস্থান করলেন, তখন বললেন ঃ আজ রাতে তোমাদের মধ্যে কেউ যেন সঙ্গী ছাড়া বাইরে না যায়। দু' ব্যক্তি ছাড়া সকলেই তাই করল। দু'ব্যক্তির মধ্যে একজন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে একা একা বাইরে গেল এবং অন্যজন তার উটের খোঁজে বের হল। প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে তার প্রয়োজনের স্থলে গলা টিপে দেয়া হল এবং শেষোক্ত ব্যক্তিকে প্রবল বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেল এবং তয় পাহাড়ে ফেলে দিল।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ঘটনার সংবাদ দেয়া হলে তিনি বললেন ঃ আমি তো আগেই নিষেধ করেছিলাম যে, সঙ্গী ছাড়া কেউ বাইরে যাবে না।

অতঃপর তিনি প্রথমোক্ত ব্যক্তির জন্যে দোয়া করলেন। সে সুস্থ হয়ে গেল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁর কাছে তখন পৌছল, যখন তিনি মদীনায় ফিরে গেলেন।

ইবনে আবী দুনিয়া ও হাকেম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে জেহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। হিজর নামক স্থানের নিকটে পৌছে আমরা একটি আওয়াজ শুনলাম। কেউ বলছিল, পরওয়াদেগার! আমাকে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদের মাগফেরাত করা হবে এবং যাদের দোয়া কবুল করা হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আনাস, যেয়ে দেখ তো কিসের আওয়াজ? আমি পাহাড়ে গেলাম। আমি এক শুভ্র পোশাকধারী ব্যক্তিকে দেখলাম। তার মাথা ও দাঁড়ি সাদা এবং সে দৈর্ঘ্যে তিনশ' হাত। সে আমাকে দেখেই বলল ঃ তুমি নবী করীম (সাঃ)-এর প্রেরিত?

আমি বললাম হাঁ। সে বলল ঃ তাঁর কাছে যেয়ে আমার সালাম আরয কর এবং বল যে, আপনার ভাই ইলিয়াস (আঃ) আপনার সাথে দেখা করতে চান।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এসে এ সংবাদ জ্ঞাত করলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলেন। নিকটে পৌছার পর তিনি আমার অগ্রে চলে গেলেন এবং আমি পিছনে রয়ে গেলাম। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা করলেন। এরপর তাঁদের উভয়ের উপর আকাশ থেকে খাদ্য নাযিল হল। হুযূর (সাঃ) আমাকেও ডেকে নিলেন। আমি তাঁদের সঙ্গে রকমারি খাদ্য খাওয়ার পর দাঁড়িয়ে এক তরফে চলে গেলাম। এরপর একটি মেঘখণ্ড এল। মেঘ খণ্ডটি সেই মহৎ ব্যক্তিকে নিজের মধ্যে তুলে নিল। আমি তাতে তাঁর বস্ত্রের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছিলাম। মেঘখণ্ড তাঁকে আকাশ পানে নিয়ে যাচ্ছিল।

আবূ নয়ীম ওয়াকেদীর তরিকায় রেওয়ায়েত করেন যে, তাবূকের সফরে সাহাবায়ে-কেরামের সামনে একটি বিশাল বপু সর্প আত্মপ্রকাশ করল। সকলেই এর সামনে থেকে পালিয়ে গেলেন। সর্পটি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তিনি উটের উপর সওয়ার ছিলেন। এরপর সর্পটি রাস্তা থেকে সরে গিয়ে সটান দাঁড়িয়ে গেল। সাহাবীগণ ফিরে এলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা জান এ সর্পটি কে? সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ আটজন জিনের যে দলটি আমার কাছে কোরআন শ্রবণ করতে এসেছিল, সে তাদেরই একজন। আমি তাদের বস্তীতে এসেছি। তাই সে কর্তব্য মনে করে আমাকে সালাম করতে এসেছে। সে তোমাদেরকেও সালাম বলেছে। সাহাবীগণ বললেন ঃ ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আবূ দাউদ ও বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম তাবূকে অবতরণ করে চলাফিরায় অক্ষম এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তাকে তার অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাবূকে এক খর্জুর বৃক্ষের ছায়ায় অবতরণ করলেন। তিনি বৃক্ষকে সম্মুখে আড়াল করে নামায পড়তে শুরু করলেন। আমি এবং একটি বালক সম্মুখ দিয়ে দৌড়ে এসে তাঁর এবং বৃক্ষের মাঝখান দিয়ে চলে গেলাম। তিনি বললেনঃ যে আমার নামায কেটে দিয়েছে আল্লাহ তার পদচিহ্ন কেটে দিন। এরপর থেকে আমি পদযুগলের উপর দাঁড়াতে পারি না।

বায়হাকী হযরত ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাবূক থেকে ফিরে আসতে মনস্থ করলেন, তখন হযরত খালিদ ইবনে ওলীদকে

দওমাতুল-জন্দলের খৃষ্টান বাদশাহ ওকায়দরের বিরুদ্ধে অভিযান করতে প্রেরণ করেন। তাঁর সঙ্গে চারশ' বিশজন অশ্বারোহী দেয়া হল।

হযরত খালিদ আরয করলেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! আমরা দওমাতুল-জন্দলে যেয়ে কি করতে পারব? সেখানে ওকায়দরের মত ক্ষমতাশালী বাদশাহ রয়েছে। আমরা একটি ক্ষুদ্র দলের আকারে সেখানে পৌঁছব।

হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ আশা করি আল্লাহ তায়ালা যখন তোমাদেরকে ওকায়দরের সম্মুখীন করবেন, তখন সে শিকাররত থাকবে। তোমরা দওমাতুল-জন্দলের চাবি হস্তগত করবে এবং ওকায়দরকে বন্দী করে নিবে। আল্লাহ তোমাকে সাফল্য ও বিজয় দান করবেন।

সে মতে হযরত খালিদ রওয়ানা হলেন এবং দওমাতুল-জন্দলের নিকটে পৌঁছে এক জায়গায় অবস্থান করলেন। এ দিকে রাতের বেলায় একটি বন্য গাভী এসে ওকায়দরের দুর্গের দ্বারে গু'তা মারতে লাগল। ওকায়দর তখন মদ্যপানে রত ছিল এবং দুর্গের অভ্যন্তরে দুই পত্নীর মাঝে বসে গান গেয়ে যাচ্ছিল। তার এক পত্নী দেখতে পেল যে, একটি বন্য গাভী দুর্গের দ্বারে গুঁতা মেরে যাচ্ছে। সে বললঃ অদ্য রাতে মাংস খেতে পারিনি। এ কথা শুনে গাভী শিকার করার জন্যে ওকায়দর ঘোড়ায় সওয়ার হল। তার চাকর ও পরিবারের সদস্যরাও তার সাথে রওয়ানা হল। অবশেষে তারা হযরত খালিদ ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ দিয়ে গমন করল। অমনি হযরত খালিদ ওকায়দর ও তার সঙ্গীদেরকে গ্রেফতার করে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললেন। আতঃপর নবী করীম (সাঃ)-এর উক্তি স্মরণ করলেন। ওকায়দর বললঃ খোদার কসম, এ রাত ছাড়া আমরা কখনও বন্যগাভী আমাদের কাছে আসতে দেখিনি। অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, এরপর ওকায়দরকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দেয়া হল।

বায়হাকী হযরত ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাবূক থেকে ফিরছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে কিছু (মুনাফিক) লোক তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পরামর্শ করে যে, পথিমধ্যে কোন একটি উঁচু জায়গা থেকে তাঁকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দেয়া হবে। তারা এর জন্যে প্রস্তুতও হয়ে যায় এবং মুখোশ পরে নেয়। পরবর্তী উচু স্থানটিতে পৌঁছার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-কে আদেশ দিলেনঃ এই দুষ্কৃতকারীদেরকে তাড়িয়ে দাও। হযরত হুযায়ফা ঢাল নিয়ে গেলেন এবং তাদের উটের মুখে আঘাত করলেন। তিনি তাদেরকে মুখোশ পরিহিত দেখতে পেলেন। আল্লাহ তাদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা বুঝতে পারল যে, রসূলে করীম (সাঃ) তাদের ষড়যন্ত্র টের পেয়ে গেছেন। তারা দ্রুতবেগে এসে কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেল।

হযরত হুযায়ফা ফিরে এলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বললেনঃ তুমি তাদের স্বরূপ ও দুরভিসন্ধির কথা জান? তিনি বললেনঃ না। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ ওরা স্থির করেছিল যে, আমি যখনই উঁচুস্থানে আরোহণ করব, তারা তখন আমাকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিবে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাদের নাম বাপের নামসহ বলে দিয়েছেন। আমি তোমাকে এসব নাম বলে দিব। সে মতে হুযুর (সাঃ) হযরত হুযায়ফাকে (রাঃ) বারটি নাম বলে দিলেন।

বায়হাকীর অন্য এক রেওয়ায়েতে হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেনঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরে অগ্রে অগ্রে হেঁটে যাচ্ছিলাম এবং আম্মার পিছন থেকে হাঁকছিলেন। আমরা যখন একটি উচ্চভূমিতে উপনীত হলাম, তখন হঠাৎ বারজন উষ্ট্রারোহীকে দেখতে পেলাম। তারা সম্মুখ দিক থেকে টিলার উপর এসে গেল। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললে তিনি তাদেরকে ধমকিয়ে দিলেন। তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করল। হুযূর (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি এই লোকদেরকে চিনেছ? আমি বললামঃ না। তারা মাথায় এবং মুখে কাপড় জড়িয়ে রেখেছিল। তিনি এরশাদ করলেনঃ এরা ছিল মুনাফিক। কিয়ামত পর্যন্ত এরা মুনাফিক থাকবে। তুমি জান ওদের অভিসন্ধি কি ছিল? আমি আরয করলামঃ না। তিনি বললেনঃ ওরা চেয়েছিল আমার চারপাশে ভিড় করে আমাকে নিচে ফেলে দিতে। তিনি আরও বললেনঃ আল্লাহ তায়ালা ওদেরকে "দবীলা " দিয়ে মেরে ফেলবেন। আমরা আরয করলামঃ হুযুর! দবীলা কি? তিনি বললেনঃ এটা আগুনের একটি শিখা, যা তাদের প্রত্যেকের ধমনীতে পতিত হবে এবং তাকে বধ করবে।

মুসলিম হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেন- আমার উম্মতের মধ্য থেকে বারজন মুনাফিক কখনও জান্নাতে দাখিল হবে না। যে পর্যন্ত সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ না করে। তাদের মধ্যে আটজনকে দবীলা দ্বারা আক্রমণ করা হবে। দবীলা একটি অগ্নি শিখা যা তাদের কাঁধের মধ্যস্থলে প্রকাশ পাবে এবং বক্ষ ভেদ করে চলে যাবে।

আসওয়াদ অভিযান

'কিতাবুর-রিদ্দতে' জাশীশ দায়লামী বর্ণনা করেন- আমাদের কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি পত্র এল। তাতে তিনি আমাদেরকে ইসলামের উপর অটল

থাকা, জেহাদের জন্যে বের হওয়া এবং আসওয়াদ কায্যাবের বিরুদ্ধে কার্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেমতে আমরা আসওয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাকে হত্যা করলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখনও জীবিত ছিলেন। আমরা ঘটনার সংবাদ দিয়ে একটি পত্র লিখলাম এবং একজন দূতকে তাঁর কাছে প্রেরণ করলাম। কিন্তু দূত পৌঁছার আগেই হুযূর (সাঃ) ইহধাম ত্যাগ করলেন। কিন্তু আসওয়াদের সাথে যেদিন যুদ্ধ হয়, সেই রাতেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে যান এবং সাহাবীগণকে অবহিত করেন। আমাদের প্রেরিত দূত হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে পৌঁছে এবং তিনি আমাদের পত্রের জওয়াব দেন।

দায়লামী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যে রাতে আসওয়াদকে হত্যা করা হয়, সে রাতেই ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে খবর এসে যায়। হুযূর (সাঃ) আমাদের কাছে এসে বললেনঃ আজ রাতে আসওয়াদ আনাসী নিহত হয়েছে। তাকে একজন পুণ্যবান ব্যক্তি হত্যা করেছে। সে সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত। জিজ্ঞাসা করা হলঃ সে কে?

হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ সে হচ্ছে ফিরোজ। ফিরোজ সাফল্য অর্জন করেছে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত